পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 31, Issue 1549, Saturday, 28 October 2023 FREE www.parichoy.com

নদীর নিচে বাংলাদেশের প্রথম টানেল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

- হামাস-ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চাই না, সরাসরি বলল যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চলছে - ৫ম পাতায়
- পৃথিবীর নানা প্রান্তে যুদ্ধ বাধিয়ে নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহে সবাইকে টেক্কা দিচ্ছেন বাইডেন : সিএনএন এর রিপোর্ট -৫ম পাতায়
- বিস্তৃত স্থল অভিযান চালিয়েছে ইসরায়েল, বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন গাজা-৫ম পাতায়
- বিশ্বব্যাপী রেকর্ড ১১৪ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত বলেছে জাতিসংঘ-৫ম পাতায়
- মেইন অঙ্গরাজ্যে ২২ জনকে গুলি করে হত্যায় সন্দেহভাজন রবার্ট কার্ডের মরদেহ উদ্ধার-৬ষ্ঠ পাতায়
- কংগ্রেসের নতুন স্পিকার ট্রাম্প-ভক্ত মাইক জনসন - ৬ষ্ঠ পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার কারণে ডলার দুর্বল হচ্ছে বললেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী ইলন মাস্ক-৬ষ্ঠ পাতায়
- ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র : পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন-৭ম পাতায়
- সান ফ্রান্সিসকোতে মুখোমুখি বৈঠকে বসছেন শি-বাইডেন-৭ম পাতায়
- ৫ বছরে বাংলাদেশে স্নাতক ডিগ্রিধারী বেকারের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে ৮ লাখ-৮ম পাতায়

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন আহ্বান বাইডেনের

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কোনো বিশেষ দলকে সমর্থন করে না - আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

ফ্রি কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

MYC MASTER ELECTRICIAN LICENSED & INSURED
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING# RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
CONTACT : 718-445-2740 Email : greenpowerelectric18@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MOINUL ISLAM
Mega Homes Realty
Call To Find Out More
+1 917-535-4131
MLS REBNY

IATA APPROVED
অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station

Nazrul Islam
President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

VENUE
A J FARLAZZO AUDITORIUM
15941 DONALD CURTIS DRIVE, WOODBRIDGE, VA
DATE
10 NOV 2023
FRIDAY
TIME: 7PM (SHARP), GATE OPEN : 6PM
INFUSION
SPECIAL PERFORMANCE
CHANDAN CHOWDHURY
SINGER
SHAMSUN NAHAR NIMMI
ANCHORING
Nancy
Live in
DMV
GRAND SPONSOR
NICK ROWAN, REALTOR
PLEASE CONTACT FOR SPONSORSHIP & TICKETS:
BABLU:929-393-4228 | KONA:703-975-2158 | BABU:+1(240)303-3074
TICKETS: CIP > $200 VIP > $100 BLUE > $50 GREEN >$30
SPONSOR:
GLOBAL BUSINESS COMMUNICATIONS NETWORK INC.
ORGANIZED BY:
BANGLADESHI AMERICAN FOUNDATION USA INC. (BAFUSA)

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

হামাস-ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চাই না, সরাসরি বলল যুক্তরাষ্ট্র

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চলছে

পরিচয় ডেস্ক: কাতারের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চলছে এবং এতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। শুক্রবার ২৭ অক্টোবর সিএনএন এ তথ্য জানিয়েছে।

গাজার স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি কার্যকর না করলে তারা জিম্মিদের মুক্তি দেবে না। ইসরায়েলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হামাসের হাতে ২২০ জনের বেশি জিম্মি রয়েছে।

সূত্র বলেছে, 'আলোচনা খুব ভালোভাবে চলছে। আমরা অগ্রগতি পাচ্ছি। এখনও কিছু সমস্যা রয়েছে, তবে আলোচনা চলছে এবং আমরা আশাবাদী।'

বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন ব্যক্তি জানিয়েছেন, কাতারের নেতৃত্বের সাথে বৈঠকের জন্য মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বারবারা লিফ দোহায় রয়েছেন।

আলোচনার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, 'প্রতিটি চ্যানেল একটি সম্ভাব্য চ্যানেল। একটি জিনিস পরিষ্কার হওয়া উচিত - আমাদের একটি লক্ষ্য আছে এবং আমি ইসরায়েল রাষ্ট্র এবং আইডিএফকে বিশ্বাস করি... এবং আমরা জিম্মি ও নিখোঁজদের ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।'

হামাস-ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চাই না, সরাসরি বলল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধেড় এ মুহূর্তে 'যুক্তরাষ্ট্র কোনো যুদ্ধবিরতি চায় না' বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার। শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে মিলার বলেছেন, এখন যদি যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেওয়া হয়, তাহলে হামাস 'বিশ্রাম *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কোনো বিশেষ দলকে সমর্থন করে না - আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া। তিনি বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না।

প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন আজরা জেয়া।

গত শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের বিষয়ে আজরা জেয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ জানিয়েছেন, সালমান এফ রহমানের সঙ্গে গাজায় মানবিক সহায়তা প্রদান, বাংলাদেশে অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে।

বৈঠকের বিষয়ে ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ দূতাবাস জানায়, উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং আন্ডার সেক্রেটারি জেয়া মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক সংঘাত, রোহিঙ্গা ইস্যু এবং বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়েও আলোচনা করেন। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বব্যাপী রেকর্ড ১১৪ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত বলেছে জাতিসংঘ

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বব্যাপী ১১৪ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। এটি একটি রেকর্ড সংখ্যা, যা 'সংঘাত সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যর্থতার' কথা বলে, *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

পৃথিবীর নানা প্রান্তে যুদ্ধ বাধিয়ে নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহে সবাইকে টেক্কা দিচ্ছেন বাইডেন : সিএনএন এর রিপোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: 'শান্তি' ব্যাপারটা যেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে যায় না। যুদ্ধ, সংঘাত ও অশান্তিই যেন তার ভিশন ও মিশন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই যুদ্ধ ও সংঘাতের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন তিনি।

সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের মতোই তিনিও 'যুদ্ধবাজ' তকমা পেয়েছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর এরই মধ্যে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে জড়িয়েছেন। তাইওয়ানকে অস্ত্র দিয়ে সংঘাত উস্কে দিচ্ছেন। এখন আবার ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধেও ইন্ধন যোগাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এরই মধ্যে আবারও প্রেসিডেন্ট পদে লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছেন বাইডেন। শুরু করেছেন জোরালো প্রচারণাও। আর নির্বাচনে জিততে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ বাধিয়ে সেই যুদ্ধকে পুঁজি করে নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহ করছেন তিনি। শুধু তাই নয়, তহবিল সংগ্রহে বিরোধী প্রার্থীদেরও টেক্কা দিচ্ছেন।

এক প্রতিবেদনে সিএনএন বলছে, প্রেসিডেন্ট বাইডেন তার নির্বাচনী প্রচারণার জন্য চলতি বছর তৃতীয় মেয়াদে ৭ কোটি ১০ লাখ ডলারেরও বেশি তহবিল সংগ্রহ করেছেন। নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহে বিরোধী সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডেসান্টিসসহ রিপাবলিকান পার্টির অন্যসব প্রার্থীদেরও ছাড়িয়ে গেছেন তিনি।

এর আগে দ্বিতীয় মেয়াদে উঠেছে ৯ কোটি ১০ লাখ ডলার। আর চলতি *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বিস্তৃত স্থল অভিযান চালিয়েছে ইসরায়েল বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন গাজা

পরিচয় ডেস্ক:ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় বিস্তৃত পরিসরে স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) রাত থেকে বিমান হামলা বাড়ানোর পাশাপাশি স্থল হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েল।

এমন পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়েছে গাজার টেলিফোন ও ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা। বর্তমানে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ এ ভূখণ্ডটি পৃথিবী থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন বলে জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

আল জাজিরার সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

'কে কি বললেন'

গাজায় ইসরায়েলের হামলা গণহত্যার পর্যায়ে পৌঁছেছে- ক্যাথলিক চার্চের প্রধান পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের নির্বুদ্ধিতার কারণে যুক্তরাষ্ট্র নীরবে একটি নতুন বৈশ্বিক সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাইডেনের কোনও ধারণা নেই তিনি দেশকে কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছেন - সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

বাংলাদেশের আগামী সাধারণ নির্বাচন যাতে কেউ ভন্ডুল ও প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারে সেজন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে - প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি আয়োজিত সংবর্ধনায় ভার্চুয়ালি বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আলোচনার সুযোগ নেই এমন কোনো রাজনৈতিক ফর্মুলা হয় না- সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

মেইন অঙ্গরাজ্যে ২২ জনকে গুলি করে হত্যায় সন্দেহভাজন রবার্ট কার্ডের মরদেহ উদ্ধার

পরিচয় ডেস্ক: মেইন অঙ্গরাজ্যে গত বুধবার (২৬ অক্টোবর) অন্তত ২২ জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় সন্দেহভাজন রবার্ট কার্ডের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয় সময় গত শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) রাত ৮টার দিকে মেইনের লিসবন ফলসের পাশে রিসাইক্লিং সেন্টারের অদূরে একটি জঙ্গলে খুঁজে পাওয়া যায় ৪০ বছর বয়সী কার্ডের মরদেহ।
মেইনের লুইস্টন শহরের স্কিমেঞ্জিজ বার ও গ্রিল এবং স্পেয়ারটাইম রিক্রিয়েশন নামে বিনোদনকেন্দ্রে বন্দুক হাতে ঢুকে গত বুধবার রাতে এলোপাতাড়ি গুলি করে অন্তত ২২ জনকে হত্যার এই প্রধান সন্দেহভাজনকে খুঁজে বের করতে পুলিশ চালিয়েছে ব্যাপক তল্লাশি। হত্যাকাণ্ডের দুই দিন পর পাওয়া গেল কার্ডের মরদেহ।
হত্যাকাণ্ডের রাতে যে জামাকাপড় পরা ছবি প্রকাশিত হয়েছিল কার্ডের, তাকে সে অবস্থায়ই পাওয়া গিয়েছে লিসবন ফলসের পাশে জঙ্গলে। পাশেই তার গাড়ি এবং একটি বন্দুক পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। মাথায় গুলি করে কার্ড আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এমনটি জানান মেইনের জননিরাপত্তা কমিশনার মাইক সাউসুক।
মেইনের গভর্নর জ্যানেট মিলস বলেন, 'আরও অনেকের মতো আমিও এটা জেনে স্বস্তি পাচ্ছি যে, এখন আর হুমকি হিসেবে নেই রবার্ট কার্ড। এখন ব্যথা উপশমের সময়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো তদন্ত শেষ করে হত্যাকাণ্ডে ভুক্তভোগীদের পরিবার সকল তথ্য জানাতে পারবে।'
সিএনএন জানিয়েছে, কার্ডের মরদেহ যে স্থান থেকে পাওয়া গেছে সেই রিসাইক্লিং সেন্টারে কিছুদিন আগেই চাকরি হারান তিনি। মানসিক সমস্যায়ও ভুগেছেন বলে জানায় পুলিশ। মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য এর আগে দুই সপ্তাহ হাসপাতালে ভর্তিও ছিলেন রবার্ট কার্ড। শ্রবণজনিত সমস্যাও ছিল তাঁর। হেয়ারিং এইড বা কানে শোনার যন্ত্র ব্যবহার করতেন কার্ড।
রবার্ট কার্ডের বোন দ্য ডেইলি বিস্টকে জানান, মাথায় ভেতরে নাকি অস্বস্তিকর কণ্ঠস্বর শুনতেন কার্ড। হত্যাকাণ্ডের দিন প্রাক্তনকে খুঁজতে বের হয়েছিলেন বলে ধারণা করছেন কার্ডের বোন।
রবার্ট কার্ড মেরিন সেনা কর্মকর্তা ছিলেন; সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। পারিবারিক নির্যাতনের অভিযোগে তিনি এর আগেও একবার গ্রেপ্তার হন। ইউনিভার্সিটি অব মেইন জানিয়েছে, তিনি ২০০১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার কারণে ডলার দুর্বল হচ্ছে বললেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী ইলন মাস্ক

পরিচয় ডেস্ক: নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির শক্তিশালী অস্ত্র। ইউক্রেনে হামলার পর রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা দফায় দফায় যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে তা বিশ্বকে অবাক করেছে। রাশিয়ার বাহিরে চীন, ইরান, ভেনিজুয়েলা, উত্তর কোরিয়াসহ বিশ্বের নানা দেশে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার বাড়াবাড়ির কারণে ডলার দুর্বল হচ্ছে বলে মনে করেন বৈদ্যুতিক গাড়ি কোম্পানি টেসলা ও এক্সের (টুইটারের) মালিক ইলন মাস্ক। এক্সের 'টুইটার স্পেসে' যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত উদ্যোক্তা ডেভিড স্যাচের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি।
মাস্ক বলেন, আপনারা এখন দেখবেন যে, বিশ্বের অনেক দেশই ডি-ডলারাইজেশন বা ডলারে লেনদেন কমানো বা বাতিল করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ, আমরাই (যুক্তরাষ্ট্র) এমনটা করতে বাধ্য করেছি। এমনকি (যুক্তরাষ্ট্রের চির বৈরী বলে পরিচিত) রাশিয়া, চীন ও ইরান ছাড়াও আরও অনেক দেশই এই পথে হাঁটছে।
টুইটার স্পেসের ওই আলোচনায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যের মধ্যে গুণগত পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন মাস্ক। বিশেষ করে ব্রিকস জোটের দেশগুলোর কথা উল্লেখ করেন তিনি। টেসলার এই নির্বাহী বলেন, এসব দেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আজ ডলারকে প্রাধান্য না দেওয়ার চেষ্টা করছে এটি তারা নিজ থেকে বেছে নেয়নি। কিন্তু ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে মস্কোর বিরুদ্ধে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নিতে তাদের বাধ্য করা হয়েছে।

কংগ্রেসের নতুন স্পিকার ট্রাম্প-ভক্ত মাইক জনসন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন রিপাবলিকান পার্টির নেতা ও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভক্ত হিসেবে পরিচিত মাইক জনসন। ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্যদের বাগবিতণ্ডায় বিপর্যস্ত ও অচলাবস্থা কাটিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন লুইসিয়ানা অঙ্গরাজ্যের এই আইনপ্রণেতা। ২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল পাল্টে দেয়ার অপচেষ্টায় সংক্রিয় রিপাবলিকান ছিলেন মাইক জনসন। স্থানীয় সময় বুধবার (২৫ অক্টোবর) ২২০ ভোট পেয়ে ডেমোক্রেট প্রার্থী হাকিম জাফরিসকে মাত্র ১১ ভোটে হারিয়ে স্পিকার নির্বাচিত হন মাইক জনসন। তিনি রিপাবলিকান পার্টির রক্ষণশীল অংশের শীর্ষ নেতা এবং ট্রাম্পের ভক্ত হিসেবেও পরিচিত। খবর সিএনএন।
সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে নিজ দল রিপাবলিকান পার্টি কতিপয় কট্টর ডানপন্থী নেতার বিরুদ্ধে গিয়ে সরকারের অচলাবস্থা এড়াতে স্টপগ্যাপ বিল পাস করান সাবেক স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি। সেই কট্টরপন্থীদের একজন ম্যাট গেটজ ম্যাকার্থির স্পিকার পদে থাকার বিপরীতে কংগ্রেসে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করলে গত ৩ অক্টোবর হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের ভোটাভুটির মাধ্যমে পদচ্যুত হন ম্যাকার্থি। দেশটির কংগ্রেসের ২৩৪ বছরের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত একমাত্র স্পিকার হিসেবে পদচ্যুত হন ম্যাকার্থি। এরপর থেকেই নিম্নকক্ষে স্পিকার নির্বাচন নিয়ে ভোটাভুটি হচ্ছিল। কিন্তু কেউই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছিলেন না। অবশেষে বুধবার ১১ ভোটের ব্যবধানে স্পিকার নির্বাচিত হন মাইক জনসন। নির্বাচিত হওয়ার পরপরই ইসরায়েলের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করে একটি বিল পাস করেছেন নয়া স্পিকার।

লুইজিয়ানায় ঘন কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনায় দেড় শতাধিক গাড়ি, নিহত ৭

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যে ঘন কুয়াশার কারণে মহাসড়কে দেড় শতাধিক গাড়ির সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত সাতজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অন্তত ২৫ জন। গত ২৩ অক্টোবর সোমবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।
লুইজিয়ানা পুলিশ বিবৃতিতে জানিয়েছে, স্থানীয় জলাভূমিতে আগুন লাগার ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া ও ঘন কুয়াশার মিশ্রণে এক ধরনের সুপারফগের সৃষ্টি হয়, যা চালকদের *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পকে ১০ হাজার ডলার জরিমানা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ১০ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা করা হয়েছে। স্থানীয় সময় বুধবার (২৫ অক্টোবর) নিউইয়র্কের আদালতে শুনানি ছিল ট্রাম্পের। বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী সময়ে এক বিচারককে উদ্দেশ্য করে বিরূপ মন্তব্য করেন তিনি। এর জেরে আদালত তাকে এই জরিমানা করেন। খবর রয়টার্স ও এপি'র।
বিচার চলার সময়ে ট্রাম্প বলেছেন, এই বিচারক অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট। তার পাশে যে ক্লার্ক বসে আছে, সে আরো বেশি পক্ষপাতদুষ্ট। বিচারকের চেয়েও বেশি। বিচারককে ট্রাম্পের এমন প্রকাশ্য মন্তব্যকে বিচারবিভাগের অবমাননা হিসেব মনে করা হচ্ছে। এজন্যই তাকে ১০ হাজার ডলার জরিমানা দিতে বলা হয়েছে।
এ দিন শুনানির পরে ট্রাম্প তার সাবেক আইনজীবী মিশেল কোহেনকে মিথ্যাবাদী বলে দাবি করেছেন সাংবাদিকদের সামনে। কোহেন আদালতের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, তার সাবেক বস ট্রাম্প যেভাবে তার সম্পত্তির মূল্য তাদের বলতে বলেছিলেন এবং খাতায় কলমে লিখতে বলেছিলেন, তারা তাই করেছিলেন। কোহেনের এই স্বীকারোক্তি ট্রাম্পের পছন্দ হয়নি। সে কারণেই প্রকাশ্যে কোহেনের সমালোচনা করেছেন তিনি। তাকে মিথ্যেবাদী বলেছেন। এই কোহেনের মাধ্যমেই ট্রাম্প পর্নস্টারকে অর্থ পাঠিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ট্রাম্প যা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু কোহেন তার ভাষ্যে কার্যত সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। মামলায় এর আগেই বিচারক জানিয়েছেন, ট্রাম্পের সম্পত্তি আসল মূল্যের চেয়ে অনেক বড় করে দেখানো। মূলত, বীমায় ছাড় পাওয়ার জন্যই এ কাজ করেছিলেন ট্রাম্প। এবার নিউ ইয়র্কের আদালতের এবিষয়ে রায় দেওয়ার কথা। তার আগেই ১০ হাজার ডলার জরিমানা করা হলো ট্রাম্পকে।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন আহ্বান বাইডেনের

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নতুন করে ইসরায়েলের পাশে ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কয়েক দশক পুরনো ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের অবসানে দুই রাষ্ট্র সমাধান নিয়ে কাজ করতে প্রতিশ্রুতি জোরদার করবেন। গত বুধবার (২৫ অক্টোবর) অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবেনিজের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলন তিনি এসব কথা বলেন।

৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস যোদ্ধাদের ইসরায়েলে হামলার পর দখলকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি সেটেলারদের প্রতিশোধমূলক হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাইডেন সেটেলারদের এমন হামলার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন, ইতোমধ্যে জ্বলতে থাকা মধ্যপ্রাচ্যে উগ্র সেটেলারদের হামলাগুলো জ্বালানি ঢালছে। এগুলো বন্ধ হতে হবে। তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। এখনই এসব বন্ধ হতে হবে।

পশ্চিম তীরের শাসক গোষ্ঠী ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বলেছে, ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর থেকে ফিলিস্তিনিদের ওপর সেটেলারদের সহিংসতা বেড়েছে। সেটেলারদের হাতে ফিলিস্তিনিরা নিহত হচ্ছেন। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো বলেছে, একাধিক ছোট বেদুইন সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালিয়েছে সেটেলাররা, গাড়িতে আগুন দিয়েছে, তাদেরকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করেছে।

১ হাজার ৪০০ ইসরায়েলিকে হত্যা করা হামাসের হামলার আবারও নিন্দা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেছেন, সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার মার্কিন নেতৃত্বাধীন উদ্যোগকে বানচাল করতে হামাস এই হামলা চালিয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ইসরায়েল-হামাস সংঘাতের অবসানের পর ইসরায়েল, ফিলিস্তিন ও তাদের অংশীদারদের দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমাধান নিয়ে অবশ্যই কাজ করতে হবে।

তিনি আরও বলেছেন, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন পাশাপাশি নিরাপত্তা, শ্রদ্ধা ও শান্তিতে বসবাসের সম-অধিকারের দাবিদার। যখন এই সংকটের অবসান হবে তখন আগামীর লক্ষ্য থাকতে হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সেটিকে হতে হবে দুই রাষ্ট্র সমাধান।

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলা : ইরানকে বাইডেনের হুঁশিয়ারি

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন সেনাদের ওপর হামলার বিরুদ্ধে ইরানকে সতর্ক করে বার্তা পাঠিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে উদ্দেশ্য করে বৃহস্পতিবার (২৬ অক্টোবর) তিনি এ বার্তা দেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি বাইডেনকে উদ্ধৃত করে সাংবাদিকদের বলেন, 'সরাসরি একটি বার্তা দেওয়া হয়েছে।' বাইডেন আরও বলেন, 'যতদূর যাওয়া যায়, আমি তত দূর যাব'।

বাইডেন বলেন, 'আয়াতুল্লাহর প্রতি আমার সতর্কবার্তা ছিল তারা যদি ওই সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, আমরা জবাব দেব এবং তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। ইসরায়েলের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই'।

গত কয়েক দিনে সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন সেনাঘাঁটিতে হামলা হয়েছে। এতে অন্তত ২১ মার্কিন সেনা আহত হয়েছেন।

পেন্টাগন জানিয়েছে, গত কয়েক দিনে চালানো এসব হামলায় আহতদের অবস্থা গুরুতর নয়। তবে এ সময়ে আতঙ্কে এক মার্কিন সেনা মারা গেছেন। হামলার আঘাত থেকে রক্ষা পেতে নিরাপদে সরে যাওয়ার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়।

ফিলিস্তিন ইসরায়েল যুদ্ধের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত তিন সপ্তাহে অন্তত ১২ বার ইরাক ও সিরিয়ার বিভিন্ন মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলা হয়েছে। আমেরিকান কর্মকর্তারা এ অঞ্চলে সব হামলার পেছনে ইরানি প্রক্সি গ্রুপকে দায়ী করছেন। তাদের দাবি, লেবাননের হিজবুল্লাহ ও হামাসকে অস্ত্র এবং অর্থ সহায়তা করছে ইরান। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র তাদের সেনাঘাঁটিতে সৈন্যের সংখ্যা বাড়িয়েছে। এর মধ্যে সিরিয়ায় ৯০০ ও ইরাকের ঘাঁটিতে ২৫০০ সেনা রয়েছে। এ ছাড়া এসব ঘাঁটিতে আরও ৯০০ সেনা পাঠাচ্ছে দেশটি।

গাজায় সাত হাজার লোকের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে ফিলিস্তিনের হামাস যোদ্ধারা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিহতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের পর ইসরায়েলি বোমা বর্ষণে নিহতদের সংখ্যা জানাল হামাস। বৃহস্পতিবার এ তালিকা প্রকাশ করা হয়।

গত ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে হামলা চালানোর কারণে ইসরায়েল গাজায় প্রতিশোধমূলক যে পাল্টা অভিযান শুরু করে তাতে এই পর্যন্ত সাত হাজার ২৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। হামাস এই কথা জানিয়েছে। অন্যদিকে ইসরায়েলে হামাসের হামলায় ১ হাজার লোক নিহত হয়েছে ।

হামাস নিয়ন্ত্রিত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাদের বিবৃতিতে ৬ হাজার ৭৪৭ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকায় ২৮১ জনের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। এ সময় জো বাইডেন বুধবার হামাসের ঘোষিত নিহতের পরিসংখ্যান নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, এত লোক মারা যায়নি।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৮১ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এ নিয়ে ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত সাত হাজার ২৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী ও শিশু।

৭ অক্টোবর ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। সে দিন হামাস হামলা চালিয়ে ১৪০০ জনের বেশি ইসরায়েলিকে হত্যার পাশাপাশি দুই শতাধিক ইসরায়েলি

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

সান ফ্রান্সিসকোতে মুখোমুখি বৈঠকে বসছেন শি-বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আগামী মাসে মুখোমুখি বৈঠকে বসছেন। সান ফ্রান্সিসকোতে নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশনের (এপিইসি) শীর্ষ সম্মেলনে তাদের এই বৈঠক হতে পারে। শনিবার (২৮ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে আলজাজিরা।

তবে বাইডেন-শির

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে হাইপারসনিক প্রযুক্তিতে 'যুগান্তকারী' সাফল্য পেল চীন

হাইপারসনিক মহাকাশযান বা যানের অগ্রযাত্রা আরও একধাপ এগিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন চীনের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এমন এক ধরনের বস্তু আবিষ্কার করেছেন, যা হাইপারসনিক কোনো যানের বহিরাবরণে ব্যবহার করা হলে তা টিকে থাকে দীর্ঘদিন। আগে এই প্রযুক্তিকে অসম্ভব বলেই মনে করা হতো। হংকংভিত্তিক সংবাদমাধ্যম সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের এক প্রতিবেদন থেকে এ

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র -পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েল ও হামাস ইস্যু কেন্দ্র করে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার (২৫ অক্টোবর) এমন কথাই জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন। অবশ্য সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হলে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে রক্ষা করবে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে সংঘাত চায় না বলে মঙ্গলবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন। তবে তিনি সতর্ক করে বলেছেন, ইরান বা তার প্রক্সিরা যেকোনো জায়গায় মার্কিন সেনাদের ওপর আক্রমণ করলে ওয়াশিংটন দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ নেবে।

অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে সংঘাত চায়

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

মধ্যপ্রাচ্যে আরও ৯০০ সেনা পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে আরও ৯০০ সেনা পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মধ্যপ্রাচ্যে নিয়োজিত মার্কিন কর্মীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এই সেনাদের পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৬ অক্টোবর) পেন্টাগন এ তথ্য জানিয়েছে।

রয়টার্স এক প্রতিবেদনে বলেছে, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বহু মার্কিন সেনা মোতায়েন করা আছে। ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর আক্রমণের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য নতুন ব্যবস্থা নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

বিমানবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্যাট রাইডার বলেছেন, ইরাকের আল-আসাদ বিমান ঘাঁটি এবং সিরিয়ার আল-তানফ সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা করা হয়েছিল। এ দুটি হামলায় ২১ মার্কিন কর্মকর্তা আহত হয়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৭ অক্টোবর ইসরায়েল-হামাস সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে এই অঞ্চলে যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তাছাড়া কয়েক হাজার সেনা পাঠিয়েছে তারা। ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোকে নিরস্ত করার জন্য দুটি বিমানবাহী রণতরী পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমিরাবদুল্লাহিয়ান বৃহস্পতিবার জাতিসংঘকে বলেছেন, ইসরায়েল যদি হামাসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া বন্ধ না করে, যুক্তরাষ্ট্র এই আগুন থেকে রেহাই পাবে না।

দেড় বছরের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি বাংলাদেশে সবার কাছে পৌঁছাবে বললেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

পরিচয় ডেস্ক: আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। গত শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) রাজধানীর একটি তারকা হোটেলে বাংলাদেশ আলট্রাসনোগ্রাফি সোসাইটির ৩৫তম জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আশা প্রকাশ করেন। এ সময় মন্ত্রী বলেন, নিউক্লিয়ার এনার্জির ব্যাপারে বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে ৩৩তম দেশ হবে পৃথিবীতে। এখানে যারা আলট্রাসনোগ্রাফি নিয়ে কাজ করছেন, তাদের কাজের সঙ্গেও এর মিল রয়েছে। অর্থাৎ, এক্সরে থেকে আরম্ভ করে সবকিছু।

স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন, সব মিলিয়ে আমি বলবো, সরকার পুরোটাই বিজ্ঞানকে ধরে এগোতে চাচ্ছে।

এছাড়া উপায়ও নেই আসলে। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের ছোট্ট একটা দেশ, এত মানুষ, সেখানে বিজ্ঞান ছাড়া এগোনো সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, যারা হর্তাকর্তা হয়ে বসে আছেন, তাদের অনেকেই বিজ্ঞানমনস্ক তো নয়-ই বরং এর বিরুদ্ধে কাজ করাটাও তারা অনেক পছন্দ করেন।

আলট্রাসনোগ্রাফারদের বাদ দিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের কাজ সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে আগত চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের আরও উন্নত ও সঠিক চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করতে হবে। কেননা আপনারা সঠিক রিপোর্ট দিলে তবেই ডাক্তার সঠিক চিকিৎসা করতে পারবেন। আপনি ভুল করলে রোগীর চিকিৎসাও হবে ভুল!

আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আলট্রাসনোগ্রাফি সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর মিজানুল হাসান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর অশোক কুমার পাল, পপুলার গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও ডা. মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

বিশ্বের সবচেয়ে দামি গরুর মাংস (কোবে বিফ) বাংলাদেশে এনে বেচতে চায় জাপান

পরিচয় ডেস্ক: দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে গরুর মাংসের দাম সবচেয়ে বেশি। দিনদিন অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে গরুর মাংসের দাম। দেশেই চাহিদার সিংহভাগ উৎপাদন স্বত্বেও গরুর মাংসের দাম বেশি হওয়ায় এর আগে একাধিকবার মাংস আমদানির দাবি উঠেছে। দেশীয় এ খাত বাঁচাতে এতদিন মাংস আমদানি বন্ধ ছিল।

এবার জাপান নিজ থেকে বাংলাদেশকে প্রস্তাব দিয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান গরুর মাংস (কোবে বিফ) বাংলাদেশে প্রক্রিয়াজাত করতে কারখানা স্থাপন করতে চায় তারা। জাপান থেকে মাংস এনে বাংলাদেশে প্রক্রিয়াজাতকরণ করবে জাপানি প্রতিষ্ঠান। বৃহস্পতিবার (১৯ অক্টোবর) বিকেলে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) কনফারেন্স হলে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের সঙ্গে বৈঠকে এ আগ্রহের বিষয় তুলে ধরেন জাপানের এক ব্যবসায়ী প্রতিনিধি।

বিজনেস গ্রুপ এস ফুডস ইনকর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার শিনিচি মিয়াওয়াকি বলেন, "বাংলাদেশে কোবে বিফ প্রসেস করার ফ্যাক্টরি করতে চাই আমরা। আমরা জাপান থেকে গরুর মাংস নিয়ে আসবো, এরপর এখানে প্রসেস করবো। আমরা হালাল উপায়ে এটি তৈরি করবো।" *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

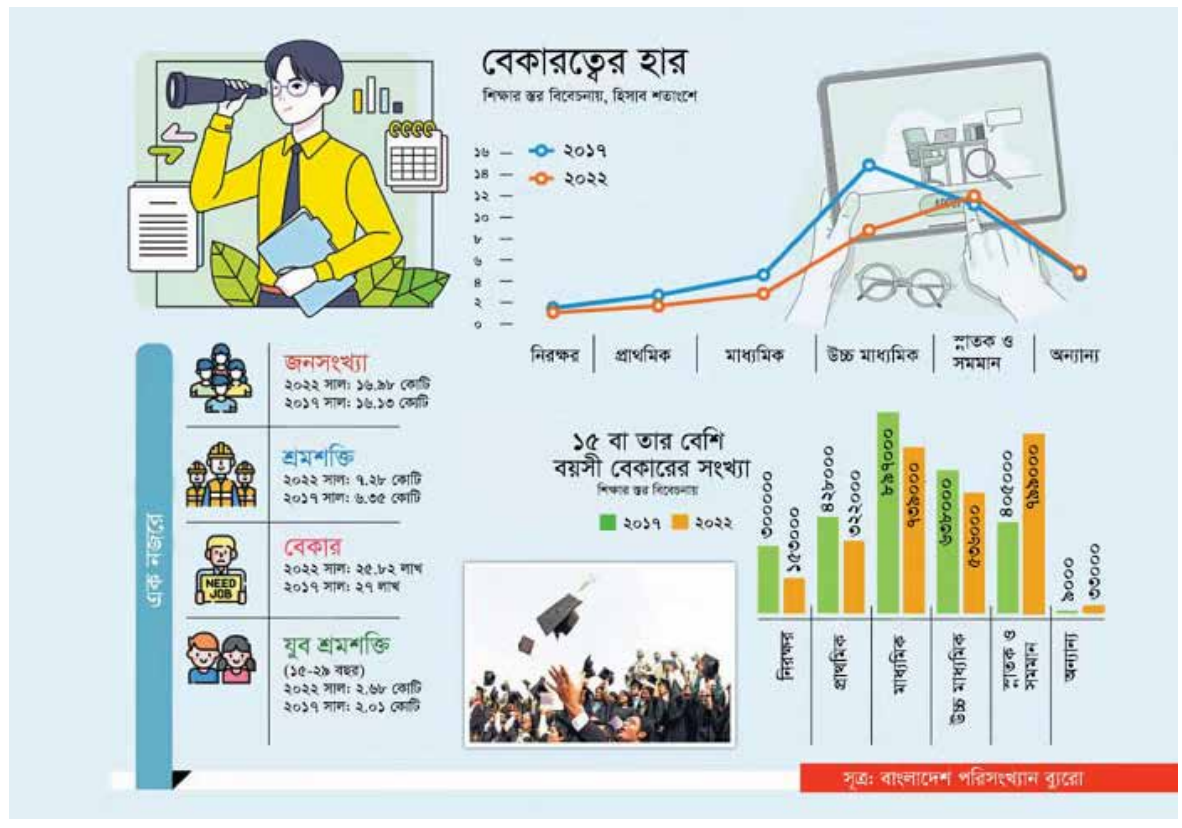

সাত দেশকে বিনা মূল্যে পর্যটন ভিসা দেবে শ্রীলঙ্কা, তালিকায় নেই বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: ভারত, চীন, রাশিয়াসহ সাত দেশের নাগরিকদের বিনা মূল্যে পর্যটন ভিসা দেবে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপ দেশ শ্রীলঙ্কা। গত মঙ্গলবার দেশটির মন্ত্রিসভা এই প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। সাতটি দেশের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া থেকে ভারত থাকলেও নিকট প্রতিবেশী বাংলাদেশের নাগরিকেরা এই সুবিধা পাবেন না। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

ভারত, চীন ও রাশিয়া ছাড়াও শ্রীলঙ্কার তরফ থেকে এই সুবিধা পাবেন জাপান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার নাগরিকেরা। কিন্তু ভারতের নিকট প্রতিবেশী হলেও বাংলাদেশের নাগরিকেরা সুবিধা পাবেন না। দেশের পর্যটন খাতকে চাঙা করতে শ্রীলঙ্কা সরকার একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই সুবিধা দেবে উল্লিখিত দেশের নাগরিকদের।

অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত শ্রীলঙ্কা বিগত কয়েক মাস ধরেই দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সেই লক্ষ্যে দেশের পর্যটন খাত পুনরুজ্জীবিত করা এবং দেশে পর্যটক টানার লক্ষ্যে একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা সরকার। তাদের লক্ষ্য হলো ২০২৬ সালের মধ্যে দেশে ৫০ লাখ পর্যটক আনতে হবে। বিনা মূল্যে পর্যটন ভিসা প্রদান এই কর্মসূচিরই অংশ।

প্রথমে করোনা মহামারি, তারপর গত বছরের চরম আর্থিক সংকটের কারণে বিক্ষোভ ও জ্বালানিসহ নিত্যপণ্যের সংকটের কারণে দেশটিতে পর্যটকের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। তবে এ বছর পর্যটক বেড়েছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১০ লাখ পর্যটক ভ্রমণ করেছে দেশটি। বছর শেষে মোট পর্যটকের সংখ্যা ১৫ লাখ হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

শ্রীলঙ্কা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তথ্য বলছে, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ভারতের ২ লাখ ৩১০ জন পর্যটক শ্রীলঙ্কায় গিয়েছেন, যা সব দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর পরের *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

৫ বছরে বাংলাদেশে স্নাতক ডিগ্রিধারী বেকারের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে ৮ লাখ

পরিচয় ডেস্ক: প্রতি সপ্তাহে রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে খুবই সাধারণ একটি দৃশ্য দেখতে পান ঢাকার বাসিন্দারা। আর তা হলো- দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তরুণরা হয় ভিতরে ঢোকার জন্য প্রবেশপথে অপেক্ষা করছেন, অথবা নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। তেমনই একজন মাসুদুর রহমান। তিনি চার বছর আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করেছেন। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা সিরাজগঞ্জের গ্রামের বাড়ি থেকে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে কয়েক বছর ধরে ঢাকাতে নিয়োগ পরীক্ষা দিয়ে আসছেন তিনি।

মাসুদুর রহমান বলেন, চাকরির বাজার খুবই প্রতিযোগিতামূলক। মাঝে মাঝে আমাকে একটি পদের বিপরীতে প্রায় ১ হাজার ৫০০ প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়।

বাংলাদেশে স্নাতক শেষ করা লাখ লাখ তরুণের মধ্যে ২৭ বছর বয়সী মাসুদুর রহমান একজন। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৮ লাখ স্নাতক ডিগ্রিধারী বর্তমানে চাকরিতে নেই।

বুধবার (২৫ অক্টোবর) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরিপ-২০২২ এ (এলএফএস) বেকার স্নাতকের সংখ্যা বৃদ্ধির এই ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে।

জরিপ বলছে, দেশে স্নাতক ডিগ্রিধারীর হার ২০১৭ অর্থবছরের ১১ দশমিক ২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ১২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বিবিএসের পরিসংখ্যান বলছে, এই পাঁচ বছরে বেকার স্নাতকের সংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, যা ২০১৭ অর্থবছরে প্রায় ৪ লাখ ছিল। ফলে, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত যোগ্যতাসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি করছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

অর্থনীতিবিদ ও জেনেভায় ইন্টারন্যাশনাল লেবার অফিসের কর্মসংস্থান বিভাগের সাবেক বিশেষ উপদেষ্টা রিজওয়ানুল ইসলাম বলেন, অনেক উন্নয়নশীল দেশের গড় হারের চেয়ে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেশি, বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়, বলেন তিনি।

তবে, ২০১৭ অর্থবছরের তথ্যের সঙ্গে তুলনা করা হলে ২০২২ সালের পরিসংখ্যানে একটি অন্যরকম তথ্য উঠে আসে।

২০১৭ অর্থবছরে উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের শিক্ষাগ্রহণকারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি ছিল। বিপরীতে ২০২২ সালে স্নাতক ও সমমানের শিক্ষাগ্রহণকারীদের মধ্যে এই হার সবচেয়ে বেশি ছিল।

তিনি বলেন, এটি শ্রমবাজারের দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চশিক্ষার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। শিক্ষাব্যবস্থা কেমন গ্রাজুয়েট তৈরি করছে, যাদের যোগ্যতা চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসে না।

স্নাতক ডিগ্রিধারী বেকারের এই পরিসংখ্যান তৃতীয় স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় আরও বিনিয়োগের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

তিনি বলেন, দেশের কি এ ধরনের শিক্ষার উপযোগিতা ও কার্যকারিতার দিকে মনোযোগ না দিয়ে আরও বিনিয়োগের দিকে যাওয়া উচিত।

২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপে দেখা গেছে, গত *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

দৈনিক চলতে পারবে ১৭ হাজারের বেশি যানবাহন

নদীর নিচে বাংলাদেশের প্রথম টানেল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুল প্রত্যাশিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল' উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে আরেক ধাপ এগোলো বাংলাদেশ। দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী এবং বন্দর নগরীর কোটি বাসিন্দার স্বপ্ন সত্য হলো। টানেলের যুগে প্রবেশ করলো উন্নয়নের মহাসড়কের অভিযাত্রী বাংলাদেশ।

সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম টানেল বাংলাদেশকে বিশ্বে এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেছে।

শনিবার (২৮ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার পর পতেঙ্গায় কর্ণফুলী নদীর পশ্চিম তীরে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী এ টানেল উদ্বোধন করেন। রোববার (২৯ অক্টোবর) থেকে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে টানেল।

বঙ্গবন্ধু টানেলের প্রকল্প পরিচালক মো. হারুনুর রশীদ চৌধুরী বলেন, টানেলটি চট্টগ্রাম নগরীকে চীনের সাংহাই নগরীর মতো 'দুই শহরকে এক নগরীতে' পরিণত করবে। পাশাপাশি এটি দেশের অর্থনীতিকে চাঙা করবে। শিল্পায়নের অপার সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের

প্রসার ঘটাবে। একই সঙ্গে চট্টগ্রাম নগরীর পরিধিকে প্রসারিত করার মাধ্যমে সমগ্র অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগের উন্নয়ন ঘটাবে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্যমতে, ১০ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্পের প্রায় অর্ধেক অর্থায়ন করেছে চীনের এক্সিম ব্যাংক। টানেলের পুরো রুটের দৈর্ঘ্য ৯ দশমিক ৩৯ কিলোমিটার (৫ দশমিক ৮৩ মাইল)। তবে মূল সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য ৩ দশমিক ৩২ কিলোমিটার (২ দশমিক শূন্য ৬ মাইল) ও ব্যাস ১০ দশমিক ৮০ মিটার (৩৫ দশমিক ৪ ফুট)। এতে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের নেটওয়ার্ক হবে আরও উন্নত। এটি নির্মাণ করেছে চীনের কোম্পানি চায়না কমিউনিকেশনস কনস্ট্রাকশন কোম্পানি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ২০১৭ সালের ১৪ অক্টোবর কর্ণফুলী টানেলের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি টানেলটির বোরিং ফেজও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

টানেলটি চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্যে সড়ক পথের দূরত্ব কমিয়েছে। পাশাপাশি চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ সহজ করেছে। এটি চট্টগ্রাম বন্দর ও আনোয়ারা উপজেলাকে সংযুক্ত *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

তফসিল ঘোষণা থেকেই বর্তমান সরকার নির্বাচনকালীন সরকার

বললেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

পরিচয় ডেস্ক: নির্বাচন কমিশন যেদিন থেকে তফসিল ঘোষণা করবে সেদিন থেকেই নির্বাচনকালীন সরকার গঠন হবে বলে জানিয়েছেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। গত ২৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এমন কথা বলেন।

সংবিধানে নির্বাচনকালীন সরকারের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু ২০১৪ সালে যেটা দেখেছি, মন্ত্রিসভা ছোটো হয়েছিলড়এ বিষয়টি তুলে ধরে আইনমন্ত্রী বলেন, 'সেটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে গণতন্ত্র উত্তরণের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি সবাইকে নিয়ে একটি নির্বাচন করার চেষ্টা করছিলেন। বিরোধী দলীয় নেতাকে প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা ধরেননি। সে ক্ষেত্রে ২০১৮ সালেও তিনি আলোচনা করেছেন। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নির্বাচনে গেছেন। কিন্তু প্রতিবারই বিএনপি-জামায়াত নির্বাচন নষ্ট করার সব *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

খালেদার 'অবনতিশীল স্বাস্থ্যের বিষয়টি' পর্যবেক্ষণ করছে' যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার চিকিৎসার বিষয়গুলো যুক্তরাষ্ট্র পর্যবেক্ষণ করছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার। বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নে তিনি বলেন, "সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অবনতিশীল স্বাস্থ্যের খবরগুলো পর্যবেক্ষণ করছি আমরা। "তার জন্য নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য আমরা সরকারকে উৎসাহিত করেছি। এবং অভ্যন্তরীণ আইনি প্রক্রিয়ায় এর বেশি বলার নেই আমার।"

৭৮ বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী আথ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, লিভার, কিডনি, ফুসফুস ও হৃদরোগে ভুগছেন দীর্ঘদিন ধরে। লিভার সিরোসিসের জটিলতার কারণে চিকিৎসকরা বলেছেন, তার লিভার প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। সেজন্য তাকে বিদেশে কোনো উন্নত মেডিকেল সেন্টারে নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছিলেন মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরা।

কিন্তু দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এখন সরকারের নির্বাহী আদেশে সাময়িক মুক্ত আছেন। তাকে বিদেশে নেওয়ার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে একাধিকবার আবেদন করা হলেও সরকারের সায় মেলেনি। সে কারণে পরে বিদেশ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বঙ্গবন্ধু টানেল দিয়ে দৈনিক চলতে পারবে ১৭ হাজারের বেশি যানবাহন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জিডিপিতে বছরে ০.১৬৬% প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল দিয়ে দৈনিক ১৭,২৬০ এবং বছরে ৭৬ লাখ যানবাহন চলাচল করতে পারবে। তাতে দেশের জিডিপিতে বছরে ০.১৬৬% প্রবৃদ্ধি বাড়াতেও সাহায্য করবে টানেলটি। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এসব তথ্য জানিয়েছেন।

শনিবার (২৮ অক্টোবর) টানেলটি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। টানেল উদ্বোধনের পর আনোয়ারা প্রান্তে ইপিজেড মাঠে সুধী সমাবেশে বক্তব্য দেন তিনি। পরদিন ২৯ অক্টোবর ভোর ৬টা থেকে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

সেতু কর্তৃপক্ষ বলছে, টানেল নির্মাণকে ঘিরে চট্টগ্রাম শহরকে চীনের সাংহাই শহরের আদলে "ওয়ান সিটি টু টাউন" বা "এক নগর দুই শহর"-এর মডেলে গড়ে তোলা হবে।

সেতুমন্ত্রী বলেন, "দৈনিক ১৭,২৬০ এবং বছরে ৭৬ লাখ যানবাহন চলাচল করতে পারবে এ পথে। নদীর মধ্য *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ঢাকায় প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা

পরিচয় ডেস্ক: কাকরাইল মোড়ে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের বাসভবনে হামলার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (২৮ অক্টোবর) দুপুর সোয়া ১টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।কাকরাইল মোড় থেকে কালবেলা প্রতিবেদক জানান, দুপুরের দিকে প্রথমে বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হয়। কাকরাইল এলাকায় এই সংঘর্ষ এখনও চলছে।

সংঘর্ষ চলাকালে একদল লোক প্রধান বিচারপতির হেয়ার রোডের বাসভবনের মূল ফটক ভেঙে ভেতরে ঢুকে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বিএনপি নেতাদের সঙ্গে নৈশভোজের ব্যাখ্যা দিলো ঢাকার মার্কিন দূতাবাস

পরিচয় ডেস্ক: প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান সৈয়দ আলতাফ হোসেনের গুলশানের বাসভবনে নৈশভোজে অংশ নেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। ওই নৈশভোজে বিএনপির অনেক নেতা অংশ নেন বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়। নৈশভোজ নিয়ে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের ব্যাখ্যা দিয়েছে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস।

বৃহস্পতিবার (২৬ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে দূতাবাসের মুখপাত্র স্টিফেন ইবিলি বলেন, 'বুধবারের এক নৈশভোজে রাষ্ট্রদূত, দূতাবাসের কৃষি অ্যাটাসে ও স্থানীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। নৈশভোজের আয়োজন করে মার্কিন কোম্পানি ডব্লিউ অ্যান্ড ডব্লিউ গ্রেইনস, এটি একটি অনুমোদিত কারগিল পরিবেশক। তারা সেখানে ব্যক্তিগত *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

২০২৪ সালে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির তালিকায় বাংলাদেশ ১৬তম

ভিজ্যুয়াল ক্যাপিটালিস্টের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৪ সালে সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনাময় দেশগুলোর তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের নাম। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) অক্টোবরে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুকের পূর্বাভাস অনুসরণ করে বিশ্বজুড়ে দ্রুত বর্ধনশীল দেশগুলোর তালিকা করেছে কানাডাভিত্তিক ওয়েবসাইট ভিজ্যুয়াল ক্যাপিটালিস্ট। এই তালিকায় বাংলাদেশকে রাখা হয়েছে ১৬তম অবস্থানে। তবে ওই ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে গড় প্রবৃদ্ধি নিয়ে যে অনুমান তা বাংলাদেশ সরকারের দাবির চেয়েও নিচে। সরকার জিডিপি বা গড় প্রবৃদ্ধির হার ২০২৩ সালেই ৭-এর বেশি দাবি করলেও ওয়েবসাইটটি আইএমএফের প্রবৃদ্ধি ধারণাকে তুলে ধরে বলেছে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি হবে ৬ শতাংশ। বাংলাদেশ সরকার ২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৭.৫ শতাংশ।

এ তালিকায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র ভারতেরই গড় প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাংলাদেশের ওপরে। দেশটিকে এ তালিকায় রাখা হয়েছে ১১তম অবস্থানে।

২০২৪ সালের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ এশিয়া ও সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলে হতে যাচ্ছে বলে ধারণা ভিজ্যুয়াল ক্যাপিটালিস্টের। ওয়েবসাইটটিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের দ্রুততম প্রবৃদ্ধি ঘটতে যাচ্ছে ওই দুটি অঞ্চলেই। তবে যুদ্ধ এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বিশ্বজুড়ে বেড়ে যাওয়ায় আগামী বছর বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির গড় ২ দশমিক ৯ শতাংশের বেশি প্রত্যাশা করতে পারেনি ভিজ্যুয়াল ক্যাপিটালিস্ট।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির তালিকায় প্রথমেই রয়েছে দ্বীপ রাষ্ট্র ম্যাকাও। দেশটির জিডিপি হতে পারে ২৭ দশমিক ২ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে গায়ানা। ভিজ্যুয়াল ক্যাপিটালিস্ট এই দেশটির প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখছে ২৬ দশমিক ৬ শতাংশ। এরপর রয়েছে আরেক দ্বীপ রাষ্ট্র পালাউ, গড় প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ১২.৪ শতাংশ। এরপর আছে আফ্রিকার রাষ্ট্র নাইজার, গড় প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ১১.১ শতাংশ; পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে সেনেগাল, গড় প্রবৃদ্ধির সম্ভাব্য হার ৮.৮ শতাংশ। ষষ্ঠ অবস্থানে আছে লিবিয়ার নাম। দেশটির গড় প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ৭.৫ শতাংশ। ৭ থেকে ১০ নম্বরের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে রুয়ান্ডা (৭.০ শতাংশ), আইভরি কোস্ট (৬.৬ শতাংশ), বুরকিনা ফাসো (৬.৪ শতাংশ) ও বেনিন (৬.৩ শতাংশ)। ভিজ্যুয়াল ক্যাপিটালিস্টের তালিকায় ১১তম স্থানে রয়েছে ভারত। দেশটির প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৬ দশমিক ৩ শতাংশ। এরপর ১২ থেকে ১৫তম অবস্থানে রয়েছে গাম্বিয়া (৬.২ শতাংশ), ইথিওপিয়া (৬.২ শতাংশ), কম্বোডিয়া (৬.১ শতাংশ), তাঞ্জানিয়া (৬.১ শতাংশ)।

১৬তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ঠিক নিচে অবস্থান করা জিবুতি ও বুরুন্ডির জিডিপিও হতে পারে বাংলাদেশের সমান অর্থাৎ ৬.০ শতাংশ। উল্লেখ্য, আইএমএফ বাংলাদেশের ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাস, আগের ৫.৫ শতাংশ থেকে সংশোধন করে ৬ শতাংশ করেছে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রক্ষেপণ ছিল ৭০ বিলিয়ন ডলার, নেমে এসেছে ২০ বিলিয়নের নিচে

পরিচয় ডেস্ক: কভিড-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে দুই বছর আগে বেশকিছু প্রক্ষেপণ দিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। দেশের ব্যাংক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির সেসব প্রক্ষেপণ ও বর্তমান বাস্তবতা নিয়ে দুই পর্বের ধারাবাহিকড়প্রথম পর্ব কভিড-পরবর্তী দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও পূর্বাভাস নিয়ে ২০২১ সালের মার্চে একটি বিশেষ প্রকাশনা তৈরি করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি বিভাগের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ২০২২ ও ২০২৩ সালে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ১০ বিলিয়ন ডলার করে যুক্ত হবে। সব মিলিয়ে ২০২৩ সাল শেষে দেশের রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়াবে ৭০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। যদিও বাংলাদেশ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ সরকারের যে নীতি হুন্ডির সহায়ক, জানালেন বিশ্বব্যাংকের সাবেক অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ

পরিচয় ডেস্ক: ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক একের পর এক পদক্ষেপ নিয়েও কোনো ফল হচ্ছে না। বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) ও অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশের (এবিবি) যৌথভাবে ডলারের বিনিময় হার বেঁধে দিচ্ছে। ডলারের এই দর বাজার ভিত্তিক হচ্ছে না। এর ফলেই ফরমাল মার্কেট ও অবৈধ চ্যানেলের ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে। তবে সত্যিকার অর্থে ডলার রেট বাজার ভিত্তিক হলে ফরমাল মার্কেট ও অবৈধ চ্যানেলের ব্যবধান কমবে, হুন্ডি কমে আসবে। তখন ডলার সংকটও কমবে এবং রিজার্ভ বাড়তে থাকবে।

বৃহস্পতিবার (২৬ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকে দেশের আর্থিক সংকট নিরসনে অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠকের আয়োজনে অংশ নিয়ে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের বৈদেশী ঋণ ২০২৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকের প্রক্ষেপণ ছিল সর্বোচ্চ ৮১ বিলিয়ন ডলার, ঠেকেছে ৯৯ বিলিয়নে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে বিদেশী ঋণের প্রবাহ কেমন হবে বছর দুয়েক আগে তার একটি প্রক্ষেপণ দিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। ওই সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রক্ষেপণ ছিল, দেশের সরকারি-বেসরকারি খাতে বিদেশী ঋণপ্রবাহ স্বাভাবিক গতিতে বাড়লে ২০২৩ সাল শেষে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ৭৬ দশমিক ২৯ বিলিয়ন ডলারে। রক্ষণশীল মাত্রায় বাড়লে বিদেশী ঋণ ৬৭ দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলারে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর সর্বোচ্চ (উচ্চাভিলাষী) মাত্রায় বাড়লেও ২০২৩ সাল শেষে বিদেশী ঋণের পরিমাণ হবে ৮০ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার। যদিও বিদেশী ঋণপ্রবাহের এ প্রক্ষেপণ বেশ আগেই ছাড়িয়ে গেছে। চলতি বছরের জুনেই বিদেশী ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৮ দশমিক ৯৪ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বোচ্চ প্রক্ষেপণের চেয়ে দেশে বিদেশী ঋণের পরিমাণ এখন ১৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

বিদেশী ঋণ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের এ প্রক্ষেপণ তুলে ধরা হয়েছিল 'ইকোনমিক অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ইমপ্লিকেশনস অব কভিড-১৯: বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যান্ড গভর্নমেন্টস পলিসি রেসপন্স' শীর্ষক বিশেষ প্রকাশনায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

চট্টগ্রামের দেড় ডজন ঋণখেলাপি পালিয়েছেন কানাডায়

পরিচয় ডেস্ক: চট্টগ্রামের বাদশা গ্রুপের কর্ণধার ইছা বাদশা ওরফে মহসিন ব্যাংক থেকে ৫০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে পালিয়ে গেছেন কানাডায়। তাঁকে দেশে ফেরাতে চট্টগ্রামের অর্থঋণ আদালতের নির্দেশের পর তৎপরতা শুরু করেছে সরকার। গত ১০ সেপ্টেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 'নির্দেশক্রমে অনুরোধ' জানিয়ে একটি চিঠি দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গত ৯ অক্টোবর হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করা আরেক ঋণখেলাপি লস্করকেও কানাডা থেকে ফেরাতে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরুর নির্দেশ দেন আদালত। আশিকুর রহমান লস্কর সীতাকুণ্ডের মাহিন এন্টারপ্রাইজের কর্ণধার।

চট্টগ্রামের অন্তত দেড় ডজন শীর্ষ ঋণখেলাপি সপরিবারে কানাডায় পালিয়ে গেছেন। তাদের ফেরাতে এসব উদ্যোগকে ইতিবাচক বলছেন সংশ্লিষ্টরা। তাদের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

In
JAMAICA MULTIPLEX
২৭ অক্টোবর
BIOSKOPE FILMS
USA DISTRIBUTIONS
১৯৭১
সেই সব দিন
JAMAICA MULTIPLEX CINEMAS SHOWTIMES:
FRI 10/27/2023 : 12:30 PM 3:30 PM 6:40 PM 9:50 PM
SAT 10/28/2023 : 12:30 PM 3:30 PM 6:40 PM 9:50 PM
SUN 10/29/2023 : 12:30 PM 3:30 PM 6:40 PM
MON 10/30/2023 : 12:30 PM 3:30 PM 6:40 PM
TUES 10/31/2023 : 12:30 PM 3:30 PM 6:40 PM
WED 11/01/2023 : 12:30 PM 3:30 PM 6:40 PM
THU 11/02/2023 : 12:30 PM 3:30 PM 6:40 PM
অগ্রিম টিকেট পাওয়া যাচ্ছে
থিয়েটার ওয়েবসাইট এবং থিয়েটার বক্স অফিসে
A FILM BY HRIDI HUQ
CONCEPT DR. ENAMUL HUQ PRODUCER LUCKY ENAM RESEARCH, DIALOGUE & SCREENPLAY HRIDI HUQ
EXECUTIVE PRODUCER KAMRUZZAMAN RONNIE CINEMATOGRAPHER MEHEDI RONY, FORHAD HOSEN EDITOR KAMRUZZAMAN RONNIE
MUSIC DEBOJYOTI MISHRA ART DIRECTION LITU ANAM COLOURIST DEBOJYOTI GHOSH DUBBING RIPON NATH
SOUND DESIGN & MIX AMIT KUMAR DUTTA VFX M RAHMAN PAVEL POSTER DESIGN SAJJADUL ISLAM SAYEEM-YFVFX
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র
প্রযোজনা
ডিজিটাল পার্টনার
bongo
মিডিয়া পার্টনার
TBN 24
প্রচার পার্টনার
Galaxy media

গাজায় ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে আছে ১ হাজার মরদেহ বলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের বোমা হামলায় ধসে পড়া ভবনগুলোর নিচে এক হাজারেরও বেশি মরদেহ পড়ে আছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। যেসব মরদেহ ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে আছে সেগুলো মৃতের সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি বলেও জানায় জাতিসংঘের সহযোগী এ সংস্থাটি।

গাজায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি রিচার্ড পিপারকর্ন শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) এমন তথ্য জানিয়ে বলেন, 'আমরা হিসাব পেয়েছি যে, এক হাজারেরও বেশি মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে আছে। যাদের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি।' তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য দেননি তিনি। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, তিন সপ্তাহ ধরে চলা ইসরায়েলের নির্বিচার বিমান হামলায় সমুদ্র তীরবর্তী ছোট এ উপত্যকায় এখন পর্যন্ত ৭ হাজার ২৮ ফিলিস্তিনির প্রাণহানি হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও ১ হাজারের বেশি মরদেহ পড়ে থাকার অর্থ হলো গাজায় মৃতের সংখ্যা ৮ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

এদিকে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গ্যালান্ট বলেছেন হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরবর্তী ধাপের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা। গত বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন তিনি। তিনি ইঙ্গিত দেন, উপযুক্ত সময়ে গাজা উপত্যকায় তাদের স্থল অভিযান শুরু হবে। বর্তমানে পরিস্থিতি জটিল হলেও তাদের সেনারা প্রস্তুত আছেন। এর আগে গত বুধবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেন, 'হামাসে ওপর নরকের আগুনের বৃষ্টি হচ্ছে এবং আমরা স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছি।' নেতানিয়াহুর সুরেই কথা বলেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্যালান্ট। তার দাবি, তারা গাজায় বর্তমানে যে বিমান হামলা চালাচ্ছেন সেটি বেশ ভালোভাবে কাজ করছে। ইয়োয়াভ গ্যালান্ট বলেন, 'হামাসের বিরুদ্ধে তাদের চলমান এ যুদ্ধের ফলাফলই আগামী ৭৫ বছরের জন্য ইসরায়েলের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবে। এ কারণে হামাসের বিরুদ্ধে এ মুহূর্তে যুদ্ধ করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই। গত ৭ অক্টোবর হামাস যেসব *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন বাইডেনের বেসামরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতের তাগিদ

ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ভার্চুয়াল বৈঠক শেষে এক যৌথ বিবৃতিতে নেতারা ইসরায়েলের প্রতিরক্ষার অধিকারের প্রতি সমর্থন জানালেও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও বেসামরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, রোববার বাইডেন ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালির নেতার সঙ্গে কথা বলেছেন। তাদের সঙ্গে বৈঠকের আগে তিনি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনালাপ করেন। যৌথ বিবৃতিতে নেতারা ইসরায়েলের প্রতি তাদের সমর্থন এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশটির আত্মরক্ষার অধিকারের বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে তারা বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষাসহ আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলারও আহ্বান জানিয়েছেন।

নেতারা ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধে আটকে পড়া তাদের নাগরিক বিশেষ করে যারা গাজা ছাড়তে ইচ্ছুক তাদের নিয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া তারা সংঘাত ছড়িয়ে না পড়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিবিড় কূটনৈতিক সমন্বয়ের বিষয়ে অঙ্গীকার করেন। বাইডেন *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

প্রেসিডেন্ট বাইডেন সংশয় জানানোর পর নিহতের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করল গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী রাজনৈতিক গোষ্ঠী হামাসের মধ্যকার চলমান যুদ্ধে নিহত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সংশয় জানানোর ৪৮ ঘণ্টা পেরোনোর আগেই নিহতের পূর্ণ সংখ্যা প্রকাশ করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ২১২ পৃষ্ঠার সেই নথি অনুযায়ী, ইসরায়েলের বিমান বাহিনীর অভিযানে গত ২০ দিনে নিহত হয়েছেন মোট ৭ হাজার ২৮ জন ফিলিস্তিনি, এই নিহতদের মধ্যে শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা ২ হাজার ৯১৩ জন।

নিহতদের মধ্যে ৬ হাজার ৭৪৭ জনের নাম, বয়স ও এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের নাম্বার উল্লেখ করা হয়েছে নথিতে। বাকি ৫১৯ জনের নাম-পরিচয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। নথিতে তাদেরকে 'শনাক্ত করা যায়নি' (আনআইডেন্টিফায়েড) তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

শনাক্ত না হওয় এই নিহতদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষের সংখ্যা ২৮১ জন এবং শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা ২৪৮ জন।

এ প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'আমাদের লোকজনরা নাম-পরিচয়বিহীন কোনো সত্ত্বা নয়, যে চাইলেই তাদের অবহেলা করা *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

গাজায় স্থল অভিযান চান না অর্ধেক ইসরায়েলি- নতুন জরিপ প্রকাশ

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় সেনাবাহিনী স্থল অভিযান চালাকড় এমনটি চান না প্রায় অর্ধেক ইসরায়েলি। শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) প্রকাশিত একটি নতুন জরিপে ওঠে এসেছে এমন তথ্য।

ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস গত ৭ অক্টোবর হামলা চালানোর প্রায় দুই সপ্তাহ পর ঠিক এমন একটি জরিপ চালানো *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

আমাদের মূল কাজ গাজায় রক্তপাত থামানো বললেন পুতিন

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য ছাড়িয়ে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে সতর্কবার্তা দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সেই সঙ্গে হামাসের হামলার শাস্তি হিসেবে ফিলিস্তিনের শিশু, নারী ও বয়স্ক ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর হামলাকে 'অন্যায়' বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

গত বুধবার (২৫ অক্টোবর) মস্কোতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্রেমলিনে আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের সরকারি বৈঠকে পুতিন বলেন, 'এখন আমাদের মূল কাজ বা কর্তব্য হলো (গাজায়) রক্তপাত ও সহিংসতা থামানো।'

তিনি বলেন, 'যদি আমরা তা করতে না পারি, তাহলে সামনের দিনগুলোতে এই যুদ্ধ অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করবে এবং কেবল মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যেই তা সীমিত থাকবে না, বরং সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে।'

পশ্চিমা বিশ্বের যেসব দেশ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইসরায়েলকে উৎসাহ জোগাচ্ছে, তাদের সমালোচনা করে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ইসরায়েলকে উৎসাহ জোগানোর মাধ্যমে তারা আসলে বিশ্বজুড়ে বিশৃঙ্খলা ও পারস্পরিক ঘৃণা ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের জাতীয়তাবোধ ও ধর্মীয় আবেগ নিয়ে খেলছে তারা।'

পুতিন শুরু থেকেই এই যুদ্ধের বিপক্ষে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। ইসরায়েলকে বিমান হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে সম্প্রতি হামাসের হামলায় নিহত ইসরায়েলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের পরিবার-পরিজনদের সান্ত্বনাও জানিয়েছেন তিনি।

বুধবারের (২৫ অক্টোবর) বৈঠকে ইসরায়েরেলের প্রতি ফের বিমান হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, 'একটা ব্যাপারে অবশ্যই আমাদের পরিষ্কার হতে হবে যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপরাধ করলে তার শাস্তি কখনো সাধারণ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

নিন্দা জানানোর মধ্যেই আছে আরব দেশগুলো

পরিচয় ডেস্ক:গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধে আরব দেশগুলোর পদক্ষেপ বিবৃতি ও নিন্দা জানানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখা গেছে। বৃহস্পতিবার আরব দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যৌথ বিবৃতিতে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন।

৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এর প্রতিক্রিয়ায় ওই দিনই গাজায় নির্বিচারে হামলা শুরু করে ইসরায়েল। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা সাত হাজার ছুঁই ছুঁই। এদের মধ্যে তিন হাজার শিশুই রয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পরপর পশ্চিমা দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরা ইসরায়েল সফর করে তেল আবিবের পক্ষে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে ইসরায়েলকে দুই বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহযোগিতা দিয়েছে এবং আরও ১৪ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দেওয়া হবে। বুধবার ফ্রান্সের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

নিউ ইয়র্কে ড. নীরা রহমান এর শ্রবণনন্দন গানে মুগ্ধমন

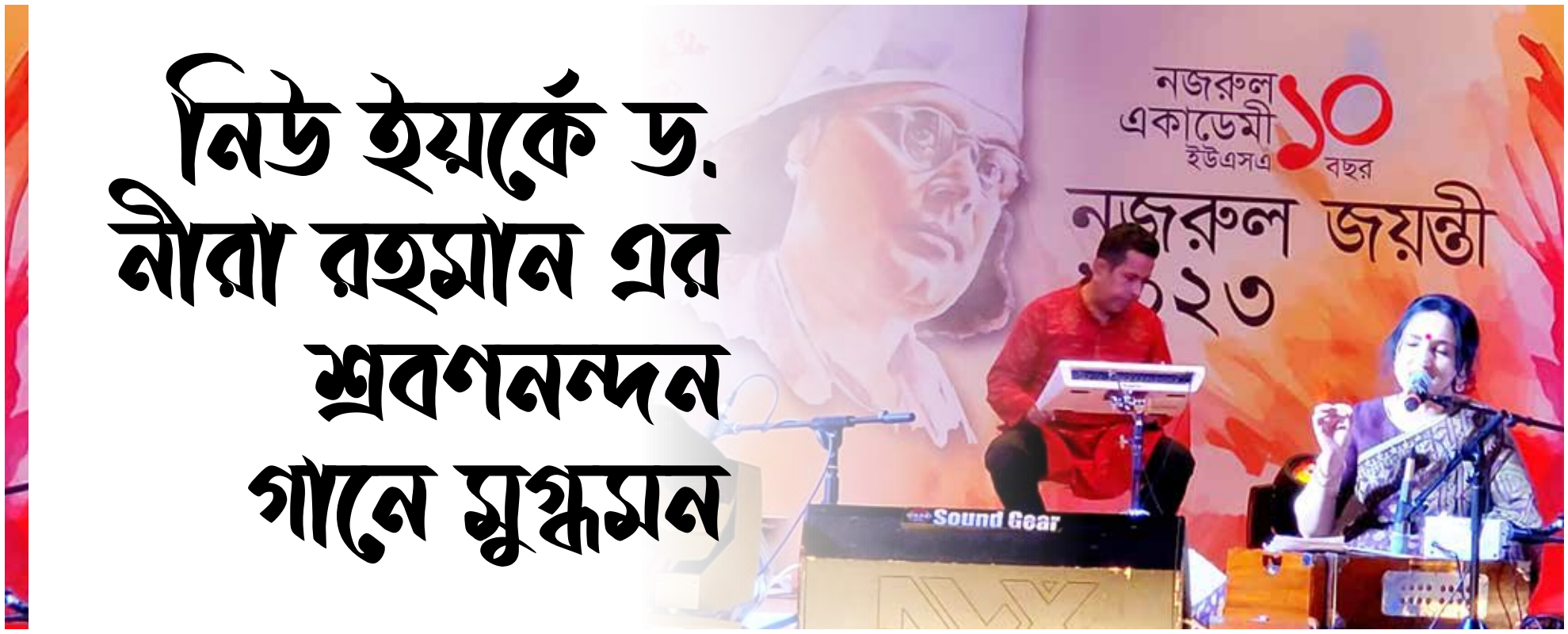

সৈয়দ কামরুল

বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যায় হিলসাইড এভেন্যুর একটি বড় অডিটরিয়মে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো নিউ ইয়র্ক নজরুল অ্যাকাডেমির ১০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। এদিন বাইরের আবহাওয়া বেশ দুর্যোগময় ছিল। সেই বৈরী বেলা ঠেলে আমরা একরকম ছুটে গেলাম সেখানে। মূল আকর্ষণটা ছিল সিডনি থেকে উড়ে আসা সংবার্ড নজরুল সঙ্গীতকন্যা নীরা রহমানের গান। শুনেছি, শ্রোতারা নীরা রহমানের গান শোনেন মগ্নমন, শোনেন মন্ত্রমুগ্ধ শ্রবণ।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ভেন্যু'র দিকে চললাম। বৃষ্টির সৌন্দর্য সাঙ্গীতিক। বৃষ্টি মানেই তো বৃষ্টির ঠুমরি, কাজরী ও খেয়াল।বর্ষার সফল আধুনিক কম্পোজিশানও আছে বৈকি। বাংলা গানে ও কবিতায় বর্ষা ঝরেছে অপরূপ সুর সনাটা ও প্রসোডি, পোয়েটিক্সে।

বাংলা কবিতার আদিপুরুষ কবি বিদ্যাপতির মৈথিলী পদাবলি ব্রজবুলি উপভাষার বাহনে করে এসে বিপুল লোকপ্রিয়তা পেয়েছিল বাংলায়। তার বৃষ্টির কবিতা তাবৎ পাঠককে আজও টানে ড়লিরিকে মিউজিক বাজে।

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভূবন ভরি বরিখিন্তিয়া।"

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে আধুনিক গানে অনেকেই লিখেছেন বর্ষার গান ও কবিতা।

বৃষ্টির গীতল ছন্দ তা সে হিন্দুস্তান স্কুল হোক আর কর্ণাটক হোকড় সব ঘরাণায় রিমঝিম ঝংকার নেচে ওঠে একাকার।

মেলোডিজ অব মনসুন উড়ে উড়ে আসে।
করতলে বৃষ্টির ফোটাকে ধরে বহুবার জিজ্ঞেস করেছি,
তোমার বাস কোথা গো মেঘজল?

বলেছে সে, আমি মেঘ মালাহার। দাহদীর্ণ মাঠের চৌচিরে দাঁড়িয়ে তোমরা যে আকাশমুখী মোনাজাত ধরো, আমি তোমাদের যূথবদ্ধ করতলে ঝরি, মাঠের চৌচিরে ঢেলে দিই অঢেল জলের আয়াৎ।

সুর কি না পারে!

আমার আবেগ জমাট বেঁধে গেলে আমি গানের কাছে যাই। সুর সপ্তকের রোদ্দুরে ও জ্যোৎস্নায় আমার আবেগ বহে অন্তরে নিতলে সাঙ্গীতিক জোয়ার।

অডিটরিয়মে ঢুকে থিন-অডিয়েন্স দেখে হতাশ হই। বুঝতে পারি এই দুর্যোগে অনেকেই আসতে চায়নি। কিন্তু না, ঘন্টা খানেকের মধ্যে ভরে গেল হলের অনেক গুলো রো। সবার মধ্যে একটা অনবরোধ ইচ্ছা জেগেছিল নীরা রহমানের গান শোনার জন্য। মেলবোর্ন থেকে মাঝে মাঝেই তিনি নিউ ইয়র্কে আসেন। গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেন নজরুল সঙ্গীতপ্রেমী শ্রোতাদের।

আজকের সন্ধ্যা হোক শোভন সন্ধ্যা এমন অভিনিবেশ নিয়ে বসেছিলাম উৎকর্ণ। অবশ্য এটাও জানি নজরুলকে নিয়ে যারা এ ধরণের 'ক্যাটওয়াক, রানওয়ে' টাইপ অনুষ্ঠান করেন, তাদের কাছে পলিম্যাথ নজরুলের শৈল্পিক ব্যাপ্তি রাজনীতির সংকীর্ণ বাঁধনে বাঁধা পড়ে থাকে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা গাইলেন অনেকগুলো নজরুল সঙ্গীত। হলটি ভাড়া নেয়া হয়েছিল কয়েক ঘন্টার জন্য। লোকাল সিঙ্গার আর আলোচকেরা খেয়ে ফেললেন নির্ধারিত সময়ের বেশিটা সময়। ডর হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত শ্রবণে ঢেলে মন শুনতে পাবো কি আজকের আরাধ্য Muse, আমাদের দ্বিভূজা, চতুর্ভূজার গান!

দর্শক সারির প্রথম রো'তে বসেছিলাম আমি আর সাংবাদিক তাসের মাহমুদ। একটা লোক এসে দুই কপি ম্যাগ ধরিয়ে দিলেন যেটা এই অনুষ্ঠানকে নিয়ে প্রকাশিত। লোকটাকে পরক্ষণে দেখলাম দুজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে এবং তারা আমার দিকে তাকিয়ে কি যেনো বলছে। পরে, সেই লোকটা এসে আমার কাছ থেকে ম্যাগাজিনটা চেয়ে নিল। বললো, পরে দিয়ে যাবে। পরে চাইলেও সেটা পাইনি। জেনেছিলাম তিনি ম্যাগাজিনটার সম্পাদক।

এটা ছিল শোভন সাঙ্গীতিক সন্ধ্যার প্রথম অশোভন, অসুর পর্ব।

তারপর আয়োজকেরা আমন্ত্রিত অতিথিদের হাতে ধরিয়ে দিল ডিনারের কুপন। তাসের মাহমুদ বিব্রত বোধ করছিল যখন তারা আমাকে কুপন দিতে অপারগতা প্রকাশ করলো। এটা ছিল দ্বিতীয় অশোভন পর্ব।

ওরা জানে না, আমি আমার এ-ওয়ান-সি কন্ট্রোল রাখতে এবং আমার Endocrinologist এর কড়া নির্দেশে রেস্ট্রিক্টেড খাবার গ্রহণ করি। আমি খাওয়ার ব্যাপারে epicurean নই। অনেক লেখক ও কবির মধ্যে এপিকিউরিয়ানিজম থাকে। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজও ফুডি ছিলেন। খাবারের জন্য আকুল (epicurean) সব চরিত্র আছে তার অনেক উপন্যাসে। অস্বাস্থ্যকর খাবারে আসক্ত চরিত্র নির্মাণ করার একটা ঝোঁক ছিল মার্কেজের।

উরসুলার মিল্ক ক্যান্ডির কথা আমরা জানি। অরেলিয়ানো সাগুন্দো তো খেতে খেতে প্রায় অক্কা পেয়ে গিয়েছিল ফুড কম্পিটিশনে।

কান ঝালাপালা নন-মিউজিক্যাল গান ও অবিন্যস্ত কথার আজাবের অবসান হলো একটি প্রশান্তমুখ তরুণীর গান শুনে। দূর্ভাগ্য সেই শিল্পীর নামটা মনে করতে

পারছি না। এটুকু মনে পড়ছে, কে যেনো বলছিল পারকাসানিস্ট রাকেশ দা'র কন্যা। অনুষ্ঠানের স্মরণিকাটি থাকলে তার নাম পাওয়া যেতো।

অনেক অপেক্ষার পর আমার আরাধ্য Muse ড. নীরা রহমান মঞ্চে এলেন। তিনি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অভিকর্ষ, সেন্টার-অব-গ্রাভিটি।

তিনি কথা বলেন সুন্দর শীলিত। তার শ্রবণনন্দন প্রমিত কথা ভীষণ ভালোলাগলো। ইংরিজিতে একটা কথা আছে, you are judged by the words you use — একদম খাঁটি কথা।

তিনি বিনয়ী বটে। মুহূর্তে মনে হলো আমি বুঝি বসে আছি গ্রীক অ্যাডেলফাই তে আর আমার সামনে বসে আছেন স্বরস্বতীর আসনের মতো Muse একজনা।

প্রতিটি গান গাইবার আগে প্রাক-কথন বা কথার প্রিল্যুড তুলে ধরছিলেন। তাতে বোঝা গেল তার ব্যক্তিত্বের বিস্তার। তিনি ইংলিশ ভাষা সাহিত্য ও লিঙ্গুইসটিক্স এর প্রফেসর। পড়ান অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ভার্সিটিতে। তার নামের প্রিফিক্সে আছে ডক্টর। তিনি ড. নীরুপমা রহমান। শিল্পী হিসাবে তার nom de plume নীরা রহমান। ঘোষক তার নামটি তিনবার তিন রকম করে বলেছিলেন যেটা শুনতে ভালো লাগেনি।

ডক্টর নীরা রহমান কাজী নজরুল ইসলাম এর একজন তন্নিষ্ঠ, কীন-রিসার্চার। নিজেকে তিনি নিয়োজিত রেখেছেন নিরন্তর নজরুল সঙ্গীত গবেষণায়। যেহেতু তিনি ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক, তিনি সুক্ষ্ম যত্নে নজরুলের গানের প্রতিটি শব্দের কনোটেশান বা জাত্যর্থ কে পরখ করেন একজন জহুরির মতো করে। একজন জহুরি তার প্রথমা ও তর্জনীতে একটি জেম রত্নকে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বুঝতে চান পাথরটা ধরতে পারবে কোন্ নক্ষত্রের কতোটুকু রস্মি। তিনি লিরিকের শব্দে নিয়ন্ত্রণ করেন শমিত আবেগ প্রবাহে।

শিল্পী নীরা রহমান একজন তন্নিষ্ঠ নজরুল গবেষক। জেনে খুব ভালোলাগলো। যারা নজরুলকে অসুস্থ রাজনীতি দিয়ে ছোট করে ফেলেছে তাদের কুপমন্ডুকতা হয়তো ঘুচে যাবে তার নজরুল গবেষণার নতুন সন্দর্ভে।

নজরুল সঙ্গীতে মিশেছে বাংলা গানের সকল ধারা। তাই বুঝি নজরুল সঙ্গীতকে বলা হয় বাংলা গানের অনুবিশ্ব। দ্রোহ আর প্রেমের এমন লিরিসিজম আর কোনো কবির কাছে পাওয়া যায়নি। নজরুলের গান বিস্ময় জাগানো গীতিময়তার অর্কেস্ট্রা। তার বাণীর ঐশ্বর্য অপরিমেয়।

যখন সঙ্গীতের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় আমাদের সঙ্গীত আশ্রয় খোঁজে লাকজ গানের ভূবনে আর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের স্কুলে। আমাদের মন ও অনুচিন্তনে জাগুক নজরুলের সেক্যুলার হিউম্যানিজম এর মহান ব্যক্তিত্ব শিল্পী নীরা রহমানের গবেষণায়।

নীরার গান শুনতে শুনতে মনে হলো এমন কণ্ঠ শুনিনি বহুদিন। তিনি মঞ্চ সফল শিল্পী। তার আসনভঙ্গী ক্লাসিক্যাল। তার হাতে নাচে ভরত নাট্যম মুদ্রা। কী বলি তাকে, তিল্লানা?

আমাদের শরীর যে সঙ্গীতের বিপুল সুরকণা দিয়ে গড়া তা বুঝলাম এই শিল্পীর গান শুনে। কীভাবে দুলিয়ে দিলেন সুরের তরঙ্গে! তার গানে কখনো চঞ্চলতা জেগেছিল। কখনো মগ্নমন করে রেখেছিলেন যেনো মোরা ঋষিমন। তার গীতল ভঙ্গীতে মুগ্ধতার অভিঘাত ছিল।

শিল্পীর গলায় কি অপরূপ সমর্পণ, তার কণ্ঠের একটুখানি ন্যাজাল ইম্প্যাক্ট, কণ্ঠে হঠাৎ হঠাৎ মৃদু শুদ্ধ হাস্কি উচ্চার আর ঝরে পড়া মহুয়া কুঁড়ির শিশিরকণা আমাদের স্পর্শ করেছিল। তার গায়ন শিল্পীত, স্পর্শী।

গোটা চারেক গান গাইবার পর তিনি ধরতে পারলেন কেমন অডিয়েন্স তার সামনে। তিনি ঠিক করে নিলেন কোন অঙ্গের গান গাইবেন। তখনি তাকে অনুষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা গান বন্ধ করতে বললেন। জোরালো যুক্তি ছিল নির্ধারিত সময়ে হল ছেড়ে দিতে হবে।

তবে প্রশ্ন, কেন টাইম ম্যানেজমেন্ট করলেন না। অজস্র শ্রবণঅনন্দিত গান গাইতে দিলেন অন্যান্য গায়কদের। কেনো ডানা ইসলাম নামের একজন মহিলাকে ছয়টি কোরাস গাইবার পর আবার জোর করে আরেকটি সলো গাইতে দিলেন।

দর্শকদের সামনে শিল্পীকে অডিয়েন্স এর ভিতর দাঁড়িয়ে ওভাবে না বলে এক টুকরো চিরকুট পাঠিয়ে দিলেই তো হতো। সেটা শোভন হতো। পরে জেনেছিলাম তিনি নিউ ইয়র্ক নজরুল একাডেমির সভাপতি।

ওটা ছিল ওই শোভন সন্ধ্যার আরেকটি অশোভন পর্ব।

বহুদিন পর গানমগ্ন হয়েছিল আমার গানতৃষিত শ্রবণ। তবু শোনা হলো না গানের এই মোহন পাখির গান। জীবন ছোট আবার কি সুযোগ হবে মুখোমুখি বসে তাঁর গলায় অমৃতসুর শুনিবার?

ফেরার পথে সারাটা পথ জুড়ে তার গানের অনুরণন বেজেছিল, আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী
এ কোন সোনার গাঁয়
আমার ভাটির তরী আবার কেন
উজান যেতে চায়

তরী উজান যেতে চায় ড়তবলা ছাড়া গেয়েছিলেন বিলম্বিত লয়ে। তিনি গানের সুরে আঁকতে পারেন চিত্রকল্প। আমি তার সুরে আঁকা ছবিকে ভিজ্যুয়ালাইজ করতে থাকি। একটা তরী তরঙ্গতীব্র জলে নয়, স্নিগ্ধ ঢেউয়ে ঢেউয়ে মীড়ের মতো এগিয়ে যেতে থাকে।

ক্লাসিক যেমন বিভিন্ন বয়সে পড়ার পর অর্থের নতুন মাত্রা দেয়। সামনের বার তার গানে যেনো পেয়ে যাই নজরুল সঙ্গীতের নতুন মাত্রা, ভিন্ন দ্যোৎনা।

ধন্যবাদ নজরুল একাডেমিকে এমন একটি গানের পর্ব জুড়ে দেয়ার জন্য।

নিউ ইয়র্ক ২৫ অক্টোবর ২০২৩

পিওনা আফরোজ

গল্প

রক্তের বিভাজন

অফিস শেষে সুনীল রওনা হয়েছে বাসার উদ্দেশ্যে। তখন দিনের আলো ক্রমেই মলিন হয়ে আসছে। আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘও জমেছে। কিছু সময়ের ব্যবধানে একটার পর একটা বজ্রপাত শুরু হয়। মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে সুনীলের মনে পড়ে পুরনো দিনের কথা। জীবনের কথা। যে ভাবনাগুলো তাকে বেদনার্ত করে তোলে। একটা নীরব বিষণ্ণতা চেপে বসে বুকের ওপর। সে ভাবে– প্রচলিত নিয়মের বিপক্ষে সংগ্রাম করা কতই না কঠিন। আর বয়স বাড়ার সাথে সাথে বোধের এই বোঝাটিই আজকাল সময়ে অসময়ে খুব বেশি আঁকড়ে ধরে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সুনীলের ফোন বেজে উঠলে সে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখে তানিয়া। গাড়ির সিটের উপরে রাখা ফোনটি হাতে নিয়ে হ্যালো বলতেই অপর প্রান্ত থেকে তানিয়া বলল, সুনীল, তুমি কই?

অফিস থেকে বেরিয়েছি, গাড়িতে।

তানিয়া কিছু একটা বলছিল, কিন্তু তখনই বিকট শব্দে আরেকটা বজ্রপাত হওয়াতে কিছু শুনতে পায় না সুনীল।

কী বলছ, শুনতে পাই নি। সুনীল বলে।

মায়ের শরীরটা খুব খারাপ। তুমি তাড়াতাড়ি আসো।

কি হয়েছে? বিচলিত হয়ে জানতে চাইল সুনীল।

উঁফ...। ব্যথার গোঙানির আওয়াজ এলো তানিয়ার কানে। কথা না বাড়িয়ে শুধু বলল, সরাসরি হাসপাতালে চলে আসো, আমি রাখছি।

এ সময় ঝুম বৃষ্টি নামে। অঝোরধারার বৃষ্টি। তুমুল বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে আসে চারিদিক। আশেপাশের গাছগুলো তখন বাতাসে এলোমেলো দুলছে। রাস্তায় গাড়ির গতি কমে আসে। গাড়িতে বসে জানালা দিয়ে আশপাশটা দেখে নিয়ে সুনীল ভাবে, মা'র হঠাৎ কী হলো? খারাপ কিছু নয়তো? তানিয়ার গলা শুনে মনে হলো ও বেশ উদ্বিগ্ন। কী জানি কী হয়েছে, ভগবান জানেন!

উত্তেজনায় বুক কাঁপে থরথর। এই মুহূর্তে তার কাছে জগৎ সংসারের যাবতীয় কাজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তানিয়ার পাশে থাকা। তানিয়ার ভাবনায় গভীর উদ্বিগ্নতায় পেয়ে বসে সুনীলকেও।

একসময় সুনীলের শাশুড়ি-মাকে খুব অসহ্য লাগত। মনে হতো তাঁর যন্ত্রণায় জীবনটা দূর্বিষহ হয়ে উঠছে। কিন্তু অসহ্য লাগলেও কিইবা করার ছিল! আর যাই হোক, উনি তো তানিয়ারই মা। মেয়েটাই তো তার সবকিছু। তাই, ভালো না লাগলেও সপ্তাহ শেষে তার বাসায় বাজার বয়ে নেওয়া, অসুস্থতায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া– সবই সে করতো। তবে এসবের জন্য সুনীলের কখনো কোনো টাকা খরচ করতে হতো না। তানিয়া চাকরিজীবী মেয়ে। তার টাকা থেকেই মায়ের জন্য সে খরচ করেছে।

চলতে চলতে হঠাৎ সুনীলের গাড়ি থেমে যায়। কানে বাজে টাপুরটুপুর বৃষ্টির শব্দ। বৃষ্টির শব্দের সাথে সাথে পাশেই একটা গাড়ির প্লেয়ারে মৃদৃস্বরে বাজছে- আজি বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে/আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।

গান শুনতে শুনতে সুনীলের মনে পড়ে, ছোটবেলায় তানিয়া পাশের বাসায় এক বৌদির কাছে গান শিখত, সে ছিল হিন্দু। মা মাঝে মাঝে তানিয়াকে গানের ক্লাস শেষে আনতে যেতেন কিন্তু বৌদির ঘরে ঢুকতে চাইতেন না। যদিও বৌদি মায়ের কোনো আপত্তিই শুনতো না। জোরপূর্বক তাকে ঘরে নিয়ে আসত। ঘরে যাই থাকত খেতে দিত। কেননা বৌদি অতিথি আপ্যায়ন করতে ভীষণ ভালোবাসত। কিন্তু হিন্দুর ঘরে খেলে তো জাত যাবে। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বে ঘরে ঢুকলেও খাবারের সাথে কখনই আপোষ করেননি মা। এমনিতেই তিনি খুব ধর্মভীরু মানুষ– পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন, প্রতিদিন নিয়ম করে কোরআন তেলওয়াত করেন, পর্দা করা ছাড়া চলাফেরা করেন না। মায়ের সম্পর্কে এ সব কিছুই, সুনীল জেনেছে তানিয়ার কাছ থেকেই।

তানিয়ার সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন সুনীল ক্লাস টেনে। একই এলাকায় পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকতো। তানিয়ার কথা বলা, হাঁটাচলার মধ্যে এমন একটা ব্যাপার ছিল যা অন্যদের চেয়ে ঈর্ষণীয়ভাবে স্বতন্ত্র। তার মুখটা দেখলেই অদ্ভুত এক ভালোলাগার রেশ ছড়িয়ে যেত মনের গভীরে। তাকে একবার দেখার অপেক্ষায় থেকে থেকে সারাবেলা কেটে যেত। এমনকি রাতে যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যেতো, সেই সুযোগে সুনীল ছাদে গিয়ে বন্ধুদের সাথে গল্প করার ছলে তানিয়াকে দেখতো। বিকেলে যখন তানিয়া গোলাপ গাছগুলোয় জল দিতে ছাদে আসত, তখন গোলাপ গাছের সাথে সাথে সুনীলের পিপাসার্ত হৃদয়ও যেন প্রাণ ফিরে পেত। কিন্তু এসব কথা তাকে বলার সাহস কই? বললে যদি তানিয়া ওর বাসায় জানিয়ে দেয়, তাহলে তো এলাকাটাই ছাড়তে হবে তাকে। এমন অনেক ভাবনা মাথায় ঘুরপাক খায় সুনীলের।

তবে কোনো ভাবনাই সুনীলকে বেশিদিন দমিয়ে রাখতে পারেনি। এক জ্যোৎস্না ভেজা রাতে আকাশে সোনালী চাঁদ উঠেছিলো। চারিদিকের গাছপালা, বাড়ি-ঘর সবকিছু যেন ভেসে যাচ্ছিল জ্যোৎস্নার আলোয়। ফুলের হালকা ম-ম গন্ধ মৃদুমন্দ বাতাসে ভাসছিল। ঠিক তখনি ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে সকল দ্বিধা সরিয়ে তানিয়াকে ভালোলাগার কথা বলেছিল সুনীল। কী আশ্চর্য! তানিয়াও তার প্রস্তাবকে গ্রহণ করেছিল লাজুক হেসে।

সেই থেকে শুরু। যাকে বলে প্রেম। প্রেম মানেই চিঠির আদান প্রদান। সময়ে অসময়ে সুযোগ পেলেই ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা। দিনে দিনে বেড়ে যায় নিয়ম ভাঙার অনিয়ম। এমনি করেই সময়ের স্রোতে অনেকগুলো দিন কেটে যায়।

সুনীল যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষে তানিয়া তখন কলেজের শেষ ধাপে। সেই সময়ের এক সকালে সুনীলের রুমমেট আনিস এসে সুনীলকে জানাল, তানিয়ার বাবা আর নেই। আকস্মিক এ মৃত্যুসংবাদে সুনীল হতবাক হয়েছিল। বিশ্বাস করতে তার কিছুটা সময় লেগেছে। যদিও দুঃসংবাদ সবসময়ই নির্মমভাবে আকস্মিকই হয়।

এ সময় আবার বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতের শব্দে সুনীলের তন্ময়তা কেটে গেলে সে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে নন্দা থেকে বিশ্বরোড পর্যন্ত পুরো রাস্তা জুড়ে দীর্ঘ জ্যাম। ভাবে-কবে যে এই জ্যাম ছাড়বে, কে জানে! সাথে বৃষ্টিও একনাগারে ঝরেই যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে তানিয়ার কাছে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। সুনীলের আরও দুশ্চিন্তা হয় এই ভেবে যে - তানিয়া সবকিছু কী করে একা সামলে নিচ্ছে! অবশ্য জীবনে কত কিছুইতো মানুষকে একাই সামলে নিতে হয়! যা একেবারে খুব কাছের মানুষটিও হয়তো কখনোই জানতে পারে না।

তানিয়ার বাবার মৃত্যুর কয়েকদিন পর ওরা চলে যায় অন্য এলাকায়। ওর বড় মামার বাসায়। মূল সড়কটির শেষ মাথায় একটি টিনশেডের একতলা বাড়ি। পাশেই চারকোণা একটি খোলা মাঠ। প্রতিবেশীদের বাড়িগুলো এ বাড়ি থেকে একটু দূরেই বলা চলে। অচেনা এলাকা, অপরিচিত সব মানুষ। পাড়ার ছেলেগুলো তানিয়াকে দেখলেই পিছু নিতো। রিকশায় চড়ে কলেজে যাওয়া আসার পথে রিকশার হুড ফেলে দিতো। শুধু তাই নয়, তানিয়ার বাসার জানালা দিয়ে রাতে ঢিল ছুড়ে মারতো।

এরকম পরিস্থিতিতে তানিয়ার মামা স্বিদ্ধান্ত নিলেন, তানিয়াকে বিয়ে দিয়ে দিবেন। বাবা নেই। মা একা মানুষ, তারও বয়স হয়েছে, হায়াৎ মওত আল্লার হাতে। কখন কী হয়, বলা তো যায় না। তাই ভালো একজন পাত্র দেখে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারলেই কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

তারপরই বাড়িতে একের পর এক সম্বন্ধ আসে। কিন্তু তানিয়া এ ব্যাপারে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করে না। এক সন্ধ্যায় পাত্র এসে দেখে যাবার পর পাত্র পছন্দ হয়েছে কি না এ বিষয়ে মা এবং মামা তানিয়ার কাছে জানতে চাইলে, তানিয়া কোনো কথা বলে না। অকেক্ষণ চেষ্টা করেও তানিয়ার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে মায়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তিনি রেগে গিয়ে বলেন, ওর কি আর এইসব ছেলেরে পছন্দ হইব, ও তো পছন্দ করে ওই মালাউনরে। সুনীল না কি যেন নাম ! কত কইরা ওরে বুঝাইলাম, তোর এই সম্পর্ক সমাজ কোনোদিন মাইনা নিব না। কে শোনে কার কথা! কোন পাপে যে আজ আমার এই শাস্তি পাইতে হইতেছে, জানি না। অশ্রু ছলছল চোখে দু-হাত তুলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে- হে আল্লাহ তুমি আমারে এই বিপদ থেইকা উদ্ধার কর। নাইলে দুনিয়া থেইকা ওঠাইয়া নিয়া যাও। ধর্মের সাথে এমন বেঈমানি...। সহ্য করতে পারুম না।

তানিয়ার বাসার এমন পরিস্থিতিতে সুনীল কি করবে বা তার কি করা উচিত, ভেবে কোনো স্বিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না সে। এমনিতেই তার জীবনে তেমন কোনো চমকপ্রদ ঘটনা নেই। বাবা-মায়ের বাধ্য ছেলে হয়ে পড়াশোনা শেষ করে শহরে একটা চাকরি নিয়েছে। সেই চাকরি থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে সাহায্য করে বৃদ্ধ বাবা-মাকে। এই পৌনঃপুনিক চক্রে চলেছে তার জীবন। মাঝে শুধু তানিয়াই তার জীবনে ভিন্ন এক মাত্রা যোগ করেছে।

এরই মধ্যে সারাক্ষণ কী এক অসম্ভব, নির্বোধ তাড়না সুনীলের ঘুম ও জাগরণের সমস্ত ভাবনাগুলো কেড়ে নিল। কোনো কাজ করতেই ভালো লাগত না তার। রাতে শোবার ঘরে কিংবা দিনে অফিসে যখনই একটু কাজ করতে চাইত, কেবলই তানিয়ার ছায়া ভেসে উঠত চোখের সামনে। তার স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে হতো, সবকিছু কেমন ছেলেখেলা, ধর্মের দোহাই দিয়ে বিচ্ছিরি, একঘেয়ে একটা ছেলেখেলা।

অবশেষে ওরা স্বিদ্ধান্ত নিলো, বিয়ে করবে। নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়বে। তাই ভালোবাসার মানুষকে আপন করে কাছে পেতে সুনীলকে ধর্মান্তরিত হতে হলো।

সুনীল আর তানিয়ার বিয়ের কথা জানার পর মা অনেক বছর তানিয়ার সাথে কোনো যোগাযোগ রাখেননি। তানিয়া চাইলেও তিনি সেই সুযোগ দেননি।

বড় মামা মারা যান বিয়ের বছর দুয়েকের মাথায়। মা তখন একেবারে একা হয়ে গেলেন। বড় মামা বেঁচে থ াকাকালীন মাঝে মাঝে তানিয়ার সাথে যোগাযোগ করতেন। মাকেও বুঝাতেন । বলতেন – অনেক তো রাগ করে ছিলি! ছেলে-মেয়ে দুটাকে এবার মাফ করে দে। তাছাড়া ছেলেটাতো মুসলিম রীতি মেনেই বিয়ে করেছে। ও তো এখন আমাদেরই গোত্রীয়।

মা তখন মৃদু হেসে বলেছিলেন, ভাইজান, মুসলিম রীতি মাইনা বিয়া করলেই কি মুসলমান হইয়া যায়? আচ্ছা কন তো, আপনি তারে কোনোদিন আমাগো কোনো আচার-অনুষ্ঠান, কোনো নিয়ম কানুন পালন করতে দেখছিলেন ? এমনকি দুই ঈদের নামাজটাও তো কোনোদিন সে পড়ে নাই।

মায়ের কথায় মামা তখন চুপ করে ছিলেন। মামাকে নিরুত্তর দেখে মা বলেন, জানি এর কোনো উত্তর আপনার কছে নাই। শুনেন ভাইজান, ওগো লগে আমার কোনো যোগাযোগ না থাকলেও আমি সব খোঁজ রাখি।

বড় মামার মৃত্যুর পর মাকে কাছে রাখার চেষ্টা করে তানিয়া। তাকে অনেক করে বুঝালেও মা একসাথে থাকতে রাজি হন না। একা একা অসুখে ভোগেন, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করেন না। সারাদিন কান্নাকাটি করেন। তবুও মেয়ের কাছে আসেন নি। তিনি যেহেতু আসতে রাজি ছিলেন না তাই তার কাছাকাছি থাকার জন্যে তানিয়াই মায়ের বাসার কাছে একটা বাসা ভাড়া নেয়। আর সুযোগ পেলেই মাকে যেয়ে দেখে আসত।

কিন্তু আলাদা থেকে আসা যাওয়া করে কতটুকুই বা খেয়াল রাখা যায়! এ না পারাটা কতটা কষ্টের, কতটা গ্লানির তা তানিয়া না বললেও সুনীল বুঝতে পারে। তানিয়া যখন মায়ের আচরণে দুঃখ পেতো, তখন সুনীলের কাছে তার জীবনটাও দূর্বিষহ হয়ে ওঠে। মা এবং সন্তানের এই দূরত্ব সুনীলের ভিতরে অপরাধবোধ জাগ্রত হয়। সেই অপরাধবোধ থেকে তখন তার ইচ্ছে হতো কোনও না কোনও ভাবে অন্য কোথাও চলে যেতে। যেখানে কোনও বৈষম্য থাকবে না। যেখানে এইসব সমস্যা তাকে আর যন্ত্রণা দিবে না, পীড়িত করবে না।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর সুনীলের যন্ত্রণা কমেছিলো। হয়তো সময়ের সাথে সাথে সব ব্যথাই একদিন মুছে যায়। দূরত্ব ও ঘুচে যায় কখনও কখনও। যেভাবে ফেলে আসা পথে অতীতের পায়ের চিহ্ন মুছে যায় বর্তমানের পদচারণায়, তেমনি সুনীল আর তানিয়ারও দূরত্ব ঘুচেছিল মায়ের সঙ্গে। তাদের কোল জুড়ে ফুটফুটে একটি ছেলে আসে। নাম রাখে আরাফ। আরাফের জন্মের পর থেকেই মাঝে মাঝে মা মেয়ের বাড়ি আসেন। যদিও তারা বুঝে এই আসা যাওয়া সুনীল বা তানিয়ার জন্য নয়। ছোট্ট আরাফের জন্যই এই ছুটে আসা।

সে যার জন্যই আসুক, তানিয়ার সাথে মায়ের দূরত্বটা তো ঘুচলো। এই ভেবে সুনীলও নিজের অপরাধবোধ থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পেল। কিন্তু এখন মায়ের শরীরের যে অবস্থা, তাতে কে জানে,কী হবে! এর আগেও একবার স্ট্রোক হয়েছে। স্ট্রোকের পর মায়ের বাসায় গেলেই বলতো, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। কথাটিকে সুনীল খুব একটা গুরুত্ব দিত না। কিন্তু এই কথাটি এখন সুনীলের মনে ভয় জাগায়। হারানোর ভয়। আর কোনো দুঃখদায়ী ঘটনায় তানিয়া কষ্ট পাক, সুনীল তা চায় না।

এ সময় সশব্দে ব্রেক কষে গাড়ি থেমে গেলে সুনীলের তন্ময়তা কেটে যায়। বাইরে তাকিয়ে দেখে সে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। কিন্তু তখনও গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। সুনীল গাড়ি থেকে নেমে দৌঁড়ে রাস্তা পেরিয়ে হাসপাতালে পৌঁছায়। একটা অনিশ্চিত সংবাদের আশঙ্কায় সুনীলের মনটা অস্থির হয়ে আছে। হাসপাতালের লিফটে উঠে তিন তলায় করিডোর পেরিয়ে ৩০৪ নং কেবিনে গিয়ে দেখে, মা বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন। বুকে প্রচণ্ড ব্যথা। ব্যথায় মায়ের মুখটাও বিকৃত হয়ে আছে। আর পাশে দাঁড়িয়ে তানিয়া মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

মাকে দেখে সুনীলের চোখে-মুখে ঠিকরে পড়ছে আশঙ্কা। সে ক্ষীণ গলায় তানিয়ার কাছে জানতে চাইল, ডাক্তার কি বলেছে?

দু-একদিন অবজারভেশনে রাখবেন। কিছু টেস্ট করাতে হবে। তারপরই নিশ্চিত হয়ে বলা যাবে।

দু'দিন পর ডাক্তার সব রিপোর্ট হাতে পেয়ে জানালেন, রোগীর ব্লাড প্রেশার গত কয়েকদিন ধরে বারবার ফ্লেকচুয়েট করছিল। এখন স্টেবল আছে। কিন্তু আলটাসনোগ্রাফিতে দেখা গেছে ইউটেরাসে বেশ বড় সাইজের ফাইভরয়েড রয়েছে। এ্যাজ আর্লি এ্যাজ পসিবল সার্জারি করে ফাইভরয়েড রিমুভ করতে হবে।

সার্জারীতে কত খরচ হতে পারে? তানিয়া জানতে চাইল ডাক্তারের কাছে।

তা প্রায় দুই লাখ। আর আপনাদের দিক থেকে সাপোর্ট পেলে আমরা আগামীকালই সার্জারী করতে চাই।

ঠিক আছে। আপনারা তাহলে সার্জারির জন্য প্রিপারেশন নিন। সুনীল ডাক্তারকে বলে।

কেবিন থেকে ডাক্তার বেরিয়ে যাবার পর বেডের পাশে রাখা চেয়ারে বসে সুনীল। তার কথায় অবাক হয়ে জানতে চায় তানিয়া, হঠাৎ করেই এতোগুলা টাকা তুমি কই পাবা?

সুনীল ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ঝুলিয়ে রেখে বলল, আরে অত ভেবো না । ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বুঝলাম তো ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু কোত্থেকে। সেটা বলবা তো।

হ্যাঁ সুনীল, তুমি এতা টাকা কই পাইবা ? ধীরে শোয়া থেকে উঠে বেডের মাথার দিকে বালিশে হেলান দিয়ে বসার চেষ্টা করছেন আর দূর্বল গলায় মা জানতে চাইলেন।

মা, আমার একটা ডি. পি. এস আছে। অনেকদিন ধরে প্রতি মাসে অল্প অল্প করে কিছু টাকা জমাচ্ছিলাম। ওইটা ভাঙলেই হবে, আশা করি।

কিন্তু ওই ডি. পি. এস টা ছাড়া তো আমাদের আর কোনো সঞ্চয় নাই। তাছাড়া ডাক্তারের কাছ থেকে আরও কয়েকটাদিন সময় নিলে আমিও না হয় চেষ্টা করে দেখতাম, অফিস থেকে কিছু টাকা লোন করা যায় কি না! তানিয়া বলে সুনীলকে।

হ্যাঁ সুনীল। তানিয়াতো ঠিকই কইছে। তাছাড়া তোমার জমানো টাকা আমার লাইগা ...

মায়ের কথা শেষ হবার আগেই

বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

দেশের ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নিয়ে জনমনে কেন বাড়ছে হতাশা

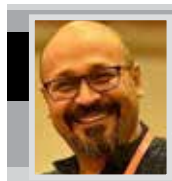

ইমরান মতিন

দেশের সামগ্রিক পথচলা নিয়ে ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান আশাবাদ দেখা যাচ্ছিল, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় তা নিরাশায় পরিণত হয়েছে। নির্বাচনের ঠিক আগে জনগণের এই হতাশাকে দেশের জাতীয় মনোভাবের প্রতিফলনই বলা চলে। সম্প্রতি বাংলাদেশের পাঁচ হাজার প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ওপর করা ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) সমীক্ষায় জনমনের হতাশা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। দেশ কোন পথে চলছে, এ প্রশ্নে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে ইতিবাচক উত্তরের হার কমেছে ৩১ পয়েন্ট, অন্যদিকে হতাশা প্রকাশ করা মানুষের হার বেড়েছে আরও বেশি। এ মনোভাবের পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে রয়েছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, হতাশা প্রকাশকারীদের মধ্যে ৬১ শতাংশের অর্থনৈতিক কারণ উল্লেখ করা তারই ইঙ্গিত দেয়।

দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন ও ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) সাম্প্রতিক 'সিটিজেন পারসেপশন সার্ভে' থেকে জনমনের এই পরিবর্তন আরও স্পষ্ট হয়েছে। চলমান একটি গবেষণার অংশ হিসেবে ২০২২ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বমূলক এই সমীক্ষা করা হয়, যেখানে অংশ নিয়েছিলেন ১০ হাজার ২৪০ প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ। সমীক্ষায় বিগত ১২ মাসে জনগণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল, যার মাধ্যমে ২০২২ সালের জাতীয় মনোভাবকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সমীক্ষাটিতে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, যার ফলে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে জনমনের চিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে।

আইআরআইয়ের মতো এশিয়া ফাউন্ডেশন-বিআইজিডি সমীক্ষায়ও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ তিন ক্ষেত্রেই নাগরিকদের মনোভাবের নেতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। তবে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা গেছে অর্থনীতির অবস্থাসম্পর্কিত মনোভাবে২০১৯ সালের তুলনায় ২০২২ সালে এ বিষয়ে আশাবাদী মানুষের হার কমেছে ৪৫ পয়েন্ট। রাজনৈতিক পরিমণ্ডল নিয়ে একই সময়ের ব্যবধানে ইতিবাচক উত্তর হ্রাস পেয়েছে ২৫ পয়েন্ট।

এখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক লক্ষ করা গেছে। দেশের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি নিয়ে নেতিবাচক ধারণা পোষণকারীর অধিকাংশই (৮৫%) অর্থনৈতিক হালচাল সম্পর্কেও নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। উল্টোদিকে, রাজনীতি নিয়ে আশাবাদীদের মধ্যে ব্যাপারটি নেইুইড় অর্থনীতি নিয়ে তাঁদের মনোভাব সমানভাবে বিভক্ত। দুটি বিষয় একসঙ্গে বিবেচনা করলে এটা বলা ভুল হবে না যে যদি রাজনৈতিক দৃশ্যপট সম্পর্কে মানুষের ইতিবাচক ধারণা বর্তমান সরকারের প্রতি তাঁদের সমর্থনের নিয়ামক হয়ে থাকে, কঠোর অর্থনৈতিক বাস্তবতায় সেই সমর্থন ক্ষীণ হয়ে আসছে।

এশিয়া ফাউন্ডেশন-বিআইজিডি সমীক্ষায় যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁরা কেন ইতিবাচক বা নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন, সেটি তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অংশগ্রহণকারীদের আশাবাদী মনোভাবের নেপথ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির উপাখ্যান এবং বৃহৎ অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলো, যেমন পদ্মা সেতু। অন্যদিকে, যাঁরা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তাঁরা ইঙ্গিত করেছেন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অত্যধিক ব্যয়বৃদ্ধি ও অভাবের মতো ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক চাপের দিকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে আমলে নিলে, দৈনন্দিন জীবনের আর্থিক টানাপোড়েনকেই জনমনে হতাশা বৃদ্ধির প্রধান কারণ বলে মনে হয়। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ৮৪% উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁরা সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত।

উত্তরদাতাদের আয় অনুযায়ী তাঁদের আশাবাদ কমার চিত্র পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাঁদের পারিবারিক আয় বেশি, ৩০ থেকে ৫০ হাজারের মধ্যে, তাঁদের মধ্যেও আশাবাদ কমেছে, তবে তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকড়এ তিন বিষয়েই আশাবাদ কমার হার সবচেয়ে কম। অন্যদিকে যাঁদের পারিবারিক আয় ১০ হাজারের কম, তাঁদের আশাবাদ কমেছে সবচেয়ে বেশি, অর্থনৈতিক বিষয়ে তো বটেই, রাজনৈতিক এমনকি সামাজিক বিষয়েও।

কোভিড-১৯ ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধড়এই সব নানা সংকটের কারণে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপট আগের 'উচ্চাকাঙ্ক্ষার মনোভাব' থেকে সরে এসেছে 'দুর্দশাপীড়িত সহনশীলতায়'। ফলে বৈষম্য উসকে দেওয়া প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে জীবনযাত্রার উচ্চমূল্য একটি গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

জনমনে বেড়ে ওঠা নেতিবাচক ধারণাগুলো, বিশেষত অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতিসম্পর্কিত ধারণাগুলো বাস্তব ও গভীর।

এর মূলে বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব থাকলেও জাতীয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সুশাসন ও ব্যবস্থাপনাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর মাধ্যমেই সরকার জনসমর্থন পায়। আইআরআইয়ের সমীক্ষায় দেখা গেছে, নাগরিকেরা রাস্তা, বিদ্যুৎ, খাওয়ার পানি ও শিক্ষার মতো বিষয়ে সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা করলেও মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব ও দুর্নীতি নিয়ে অসন্তুষ্ট।

স্পষ্টতই, জনগণ মনে করেন যে বর্তমানে চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও রাষ্ট্রের উচিত কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। কিন্তু, তাঁরা মনে করেন, এখন অবধি সেসব পদক্ষেপ বলিষ্ঠ বা কার্যকর হয়নি।

আর ঠিক এখানেই প্রয়োজন নীতি প্রণয়ন ও নীতি বাস্তবায়নসংক্রান্ত উদ্ভাবনী চিন্তার প্রয়োগ। ড. ইমরান মতিন নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

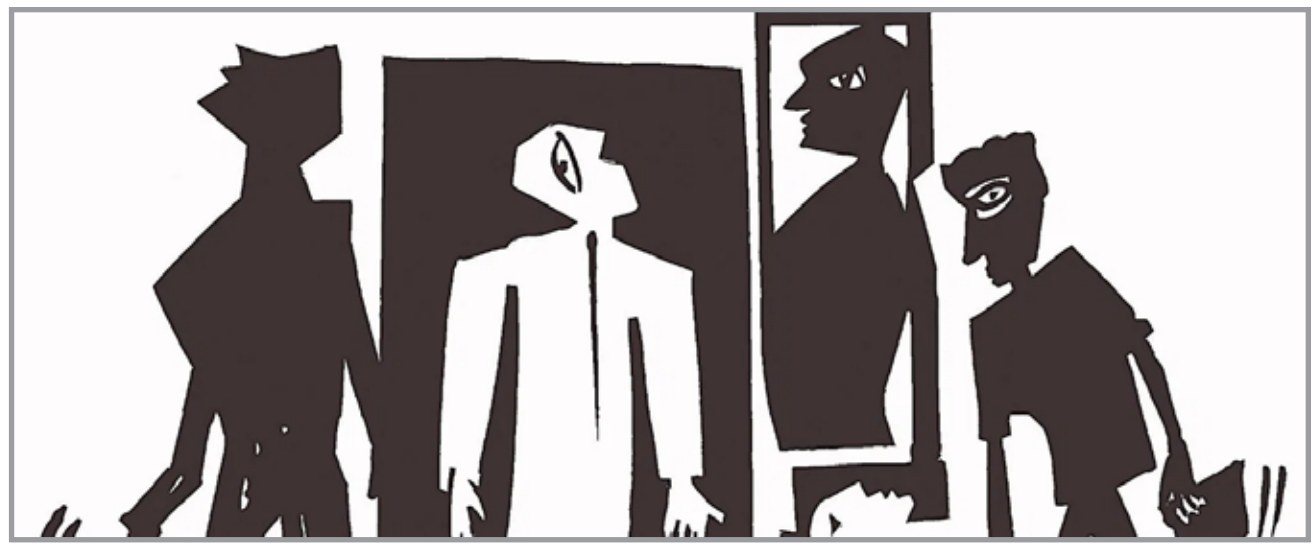

জনগণ কোন পক্ষে

আসিফ নজরুল

২৮ অক্টোবর ঢাকায় বড় দুটো দলের সমাবেশ হচ্ছে। তাদের মধ্যে সংঘাতমূলক পরিস্থিতির আশঙ্কা করছেন অনেকে। গণমাধ্যমে এ নিয়ে অনেকে যৌক্তিকভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। তবে কেউ কেউ এ পরিস্থিতিকে শুধু দুই দলের ক্ষমতার লড়াই হিসেবে দেখছেন। তাঁদের মতে, এখানে জনগণ কোনো পক্ষ নয়, দুই দলের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সাধারণ মানুষের কোনো স্বার্থ বা স্টেক নেই। কিন্তু এটি পুরোপুরি সত্যি নয়।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বিরোধ মূলত ভোটাধিকারকেন্দ্রিক। কাজেই এখানে জনগণও একটি পক্ষ, তাদেরও স্বার্থ আছে এখানে। জনগণ ভোট দিতে চায়, তার রায় জানাতে চায়, সেই রায়ের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হোক, তা চায়। এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গত দুটো নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনি। ২০২৪ সালে ভোট দিতে না পারলে এক যুগের বেশি সময় ধরে ভোটাধিকারবঞ্চিত থাকবে তারা। কোনো দেশের মানুষ এটা চাইতে পারে না। বিশেষ করে ভোটের রায় নাকচ হওয়ার ক্ষোভ থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া একটি দেশের মানুষ। বর্তমান সংকট তাই শুধু দুই দলের প্রতিযোগিতা নয়, এটি দুই পক্ষেরও প্রতিযোগিতা। এক পক্ষ জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে চায়, আরেক পক্ষ তা চায় না। অতীতে এরশাদ বা ১৯৯৬ সালের বিএনপি অবাধ ভোটাধিকারের বিরোধী পক্ষ ছিল, দেড় দশক ধরে একই অভিযোগ রয়েছে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে। আগের সরকারগুলো একপর্যায়ে জনমতের চাপ মেনে নিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে পদত্যাগ করেছে। বর্তমান সরকার দু-দুটো সাজানো নির্বাচন করেও ক্ষমতায় রয়ে গেছে। জনমতের চাপ কখনো রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ করে দমন করেছে, কখনো জনমতকে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ হরণ করেছে। জনগণ তার ভোটাধিকার ফেরত পায়নি।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে জনগণ ভোটাধিকারের আকাঙ্ক্ষা থেকে সরে গেছে। এই জনগণই ২০১৩ সাল পর্যন্ত নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছে। আবার ভোটাধিকারের সুযোগ নেই নিশ্চিত হওয়ার পর গত কয়েক বছরে ভোটকেন্দ্রে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের তাই এটা ভাবার কারণ নেই যে জনগণ ভোটাধিকারে আগ্রহী নয় বা ভোটাধিকার নিশ্চিত হলে জনগণ আবারও ভোট দিতে ভিড় করবে না। কাজেই ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা বা পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে অবশ্যই জনগণ একটি পক্ষ। এটি যেমন দুই দলের ক্ষমতায় যাওয়ার লড়াই, তেমনি জনগণের জন্যও এটি তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া।

২.

জনগণ সুষ্ঠু নির্বাচন চায়, এতে তার স্বার্থ আছে বলে। আমরা কেউ কেউ তা বোঝার চেষ্টা করি না। বরং বলি, প্রতিবার নির্বাচন হয়, এক দল ক্ষমতায় যায়, বারবার হেরে যায় মানুষ। এটাও বলি, নির্বাচন হচ্ছে জ্বলন্ত আগুন থেকে ফুটন্ত কড়াইয়ে যাওয়া, এতে মানুষের কোনো লাভ হয় না। কিন্তু আসলে কি তা-ই?

আমরা অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সুষ্ঠু নির্বাচন হলেও মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না। ক্ষমতার পালাবদল হয়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ঘাটতির জন্য দুই দলই কমবেশি সমালোচিত হয়। দুঃখ করে তখন বলা যায়, একটা জ্বলন্ত আগুন, আরেকটা ফুটন্ত কড়াই। তবে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে পাঁচ বছর পরপর ক্ষমতা হারিয়ে আগুন বা কড়াই ঠান্ডা হয়, পরে ক্ষমতায় এসে নতুনভাবে উত্তপ্ত হতেও কিছুটা সময় নেয়। কিন্তু যখন নির্বাচনই থাকে না, তখন জ্বলন্ত আগুনের উত্তাপ বাড়তে বাড়তে তা নারকীয় পর্যায়ে চলে যায়। ২০১৪ আর ২০১৮-এর সাজানো নির্বাচনের পর কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, আমরা তা জানি। সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে কীভাবে মানুষের অধিকার পদদলিত হয়, তা আমাদের কাছের কিছু দেশেও দেখছি।

কাজেই এখন আগের তুলনা অপ্রাসঙ্গিক। এখন তুলনা করতে হবে নির্বাচিত ও অনির্বাচিত (সাজানোভাবে নির্বাচিত অর্থে) সরকারের মধ্যে। নির্মোহভাবে আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে, কোনটায় জনগণের লাভ-ক্ষতি। তাহলে আমরা বুঝতে পারব, সুষ্ঠু নির্বাচন প্রশ্নে বাংলাদেশের মানুষকে কেন পক্ষ ভাবতে হবে।

৩.

আমরা সবাই জানি, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে প্রার্থীদের জনগণের কাছে যেতে হয়, অতীত কর্মকাণ্ডের কিছুটা হলেও জবাব দিতে হয়, কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। অন্যদিকে সাজানো নির্বাচনে জনগণের কাছে যেতে হয় না, শুধু প্রশাসন আর বিভিন্ন বাহিনীকে হাতে রাখতে হয় এবং নিজ দলের সন্ত্রাসী ক্যাডারকে ব্যবহার করতে হয়। ফলে এমন নির্বাচনে জিতে আসার পর জনগণের জন্য কিছু করার বাধ্যবাধকতা থাকে না, বরং প্রশাসন আর বিভিন্ন বাহিনীকে অকাতরে সুযোগ-সুবিধা ও দলের ক্যাডারদের অবাধ লুটপাটের দায়মুক্তি দিতে হয়। একই সঙ্গে জনগণের ওপর নানা রকম কর আর ব্যয় আরোপ করেও তাদের অসন্তুষ্টি এড়িয়ে যাওয়া যায় এবং ব্যাংক, শেয়ারবাজার ও মুদ্রাবাজার থেকে অবাধে জনগণের টাকা লুট করে নিজেদের অনুগত বিভিন্ন শক্তিশালী শ্রেণি গড়ে তোলা যায়। এসব *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

টানেলের পথে শুরু হবে বাংলাদেশের নবযাত্রা

প্রভাষ আমিন

স্বপ্ন নিয়ে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের একটি উক্তি আমার খুবই প্রিয়, 'স্বপ্ন সেটা নয়, যেটা আপনি ঘুমিয়ে দেখেন। স্বপ্ন হলো সেটা, যেটা আপনাকে ঘুমাতে দেয় না।' বলা হয়, মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। স্বপ্নই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু স্বপ্ন দেখতে হবে আপনার যোগ্যতা, দক্ষতা, অধ্যবসায় আর পরিশ্রমের সমান্তরালে। স্বপ্ন দেখলেই হবে না। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে। আপনি স্বপ্ন দেখলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন। কিন্তু স্বপ্ন দেখার পর বাসায় বসে থাকলেন। তাহলে আপনার সেই স্বপ্ন কখনো পূরণ হবে না। স্বপ্ন পূরণের জন্য সেই স্বপ্নের পেছনে ছুটতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, স্বপ্ন দেখতে সাহস লাগে, দূরদর্শিতা লাগে। স্বপ্ন নিয়ে এত কথা বলার কারণটা বলি এবার। ২০০৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে এক নির্বাচনী জনসভায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্ণফুলী নদীর নিচে টানেল নির্মাণের অঙ্গীকার করেছিলেন। তখন বিএনপি নেতা আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেছিলেন, 'নদীর নিচ দিয়ে টানেল তৈরি স্বপ্নে ঘি খাওয়ার মতোই।' কিন্তু বাস্তবতা হলো- স্বপ্নে খাওয়া সেই ঘি এখন বাস্তব। কর্ণফুলী নদীর নিচের টানেল এখন তৈরি। উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা এই টানেল দিয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে।

আব্দুল্লাহ আল নোমান যেমনটি বলেছিলেন, তা কিন্তু খুব ভুল বলেননি। অসম্ভব কোনো স্বপ্ন হলে আমরা এমনই বলি, স্বপ্নে পোলাও খেলে তাতে ঘি একটু বেশি দিতেও সমস্যা নেই। সমস্যা হলো, আব্দুল্লাহ আল নোমান বা তার দলের স্বপ্ন দেখার সেই সাহস ছিল না। তাই যে কোনো স্বপ্নই তাদের কাছে ঘি খাওয়ার মতো মনে হয়। এর আগেই যেমনটি বলেছি, স্বপ্ন দেখতে সাহস লাগে, দূরদর্শিতা লাগে। স্বপ্ন বাস্তবায়নে লেগে থাকতে হয়, পরিশ্রম করতে হয়। শেখ হাসিনা স্বপ্নে পোলাও খেয়েছেন এবং তাতে ঘি একটু বেশিই দিয়েছেন। ১/১১ সরকার অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করেছিল শেখ হাসিনাকে। কারাগারে বসে শেখ হাসিনা স্বপ্ন দেখেছিলেন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের। তৈরি করেছিলেন উন্নত বাংলাদেশের রূপরেখা। ২০০৮ সালের নির্বাচনে জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর সেই উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এপিজে আব্দুল কালামের কথার মতো শেখ হাসিনা ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেননি। বরং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন তাঁকে ঘুমাতে দেয় না। তিনি বিরামহীন কাজ করে বাংলাদেশকে তুলে এনেছেন অন্য এক উচ্চতায়। আগামী ২৮ অক্টোবর আব্দুল্লাহ আল নোমানের ভাষায় 'স্বপ্নের ঘি' কর্ণফুলী টানেল খুলে দেয়া হবে। তার মানে কর্ণফুলী নদীর নিচ দিয়ে যানবাহন চলবে। অনেকের কাছে যেটা স্বপ্ন, সেটা এখন বাস্তব। শুধু কর্ণফুলী টানেল নয়, এসব আরও অনেক অকল্পনীয় ঘটনা ঘটিয়েছেন শেখ হাসিনা। যেটা আসলে আমরা ভাবতেও পারিনি। ১৫ বছর আগে কেউ যদি বলতেন, ঢাকায় মেট্রোরেল চলবে, কেউ বিশ্বাস করত না। এখন আমরা উন্নত বিশ্বের মতো আধুনিক মেট্রোরেলে চড়ে অল্প সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছি। বিশ্বব্যাংক সরে যাওয়ার পর সবাই ভেবেছিলেন পদ্মা নদীর ওপর সেতু বুঝি আর হচ্ছে না। একজনের ভাবনা ছিল ভিন্ন। তিনি শেখ হাসিনা। আগেই যেমন বলেছি, স্বপ্ন দেখতে সাহস লাগে। সেই সাহস শেখ হাসিনারই আছে। বিশ্বব্যাংককে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বানিয়ে শেখ হাসিনা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশ আর সেই বাংলাদেশ নেই। পদ্মা সেতু নিছক সেতু, আমাদের সামর্থ্যের প্রতীক। দোতলা সেতুতে এখন ট্রেনও চলছে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে অনেক নতুনের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছেন। যার সর্বশেষটি হতে যাচ্ছে কর্ণফুলী টানেল। আগে বাংলাদেশে সাবমেরিন ছিল না, স্যাটেলাইট ছিল না, পারমাণবিক বিদ্যুৎ ছিল না, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ছিল না, মেট্রোরেল

ছিল না। শেখ হাসিনা আমাদের উন্নয়নের নতুন নতুন অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন।

নিন্দুকরা বলেন, শেখ হাসিনা তো নিজের টাকায় টানেল বানাননি, মেট্রোরেল বানাননি, পদ্মা সেতু বানাননি। সবই তো জনগণের টাকা। খুবই সত্যি কথা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, শেখ হাসিনার আগে কেউ এগুলো বানাননি কেন। তখনও জনগণের অর্থ ছিল। আগেই যেমনটি বলেছি, স্বপ্ন দেখতে সাহস লাগে। সেই সাহস শেখ হাসিনা ছাড়া আর কার আছে? অনেকে এমনও বলেন, আমাদের টানেল লাগবে কেন, সাবমেরিন লাগবে কেন, স্যাটেলাইট লাগবে কেন? খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। আসলে প্রসঙ্গটা হলো সক্ষমতার, সামর্থ্যের, মনোভাবের। এটা ঠিক, সাবমেরিন না হলেও চলত, স্যাটলাইট না হলেও চলত, টানেল না হলেও কিছুই আটকে থাকবে না। কিন্তু এই প্রকল্পগুলো আসলে মর্যাদা দেয়, সক্ষমতা বাড়ায়। আপনি যখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যাবেন, মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়বে। ব্যাংক কিন্তু সবাইকে ঋণ দেয় না। যার সক্ষমতা আছে, তাকেই দেয়। দেশের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সত্যি। আপনার একজন অকর্মণ্য আত্মীয়কে আপনি যতটা গুরুত্ব দেবেন; একজন সফল ও মর্যাদাবান অনাত্মীয়কেও নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি দেবেন। টানেল, স্যাটেলাইট, সাবমেরিনকে কারও কারও কাছে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু এগুলো আমাদের সক্ষমতার ধাপ, মর্যাদার একেকটি চাবি। একসময় আমাদের 'দাতাসংস্থা' ছিল, এখন আছে আমাদের 'উন্নয়ন সহযোগী'। এটা হলো মাইন্ডসেট। এটা হলো বদলে যাওয়া বাংলাদেশের ছবি।

তবে কর্ণফুলী টানেল শুধু মর্যাদার জন্য বানানো নয়। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র চট্টগ্রাম। কর্ণফুলী টানেল বদলে দিতে পারে গোটা চট্টগ্রামকেই, যাতে গতি আসবে অর্থনীতিতে। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত এই টানেলটি চট্টগ্রামকে 'দুই শহর নিয়ে এক মহানগর'-এ পরিণত করবে। মাল্টি লেন টানেলটি চট্টগ্রাম বন্দরকে সরাসরি আনোয়ারা উপজেলার সঙ্গে সংযুক্ত করবে, এর মাধ্যমে কক্সবাজার সরাসরি চট্টগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হবে। টানেলটি প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়েকে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করবে এবং দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার কমিয়ে দেবে। টানেলে ৩৫ ফুট চওড়া ও ১৬ ফুট উঁচু এবং ১১ মিটার ব্যবধানে দুটি টিউব স্থাপন করা হয়েছে, যাতে ভারী যানবাহনগুলো সহজেই টানেলের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে পারে। এই টানেলে যানবাহন ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার বেগে চলাচল করতে পারবে। প্রথম বছরে এই টানেল দিয়ে ১৭ হাজারের বেশি গাড়ি পারাপার হবে বলে সমীক্ষায় উঠে এসেছে। সমীক্ষা অনুসারে, ২০৩০ সালে বঙ্গবন্ধু টানেল দিয়ে ৩৫ হাজারের বেশি গাড়ি পারাপার হবে। একই সঙ্গে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর এবং মিরসরাই ইকোনমিক জোনের যোগাযোগ স্থাপনে সেতুবন্ধন হবে চট্টগ্রাম বন্দর। বঙ্গবন্ধু টানেল চট্টগ্রামের অর্থনীতিতে দারুণ চাঞ্চল্য আনতে পারে। টানেল ঘিরে ৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের। সব মিলিয়ে কর্ণফুলী শুধু রূপে নয়, গুণেও ভোলাবে। আর চট্টগ্রামের অর্থনীতিতে চাঞ্চল্য এলে তা ছড়িয়ে পড়বে গোটা দেশে।

শুরুতে যেমন বলেছি, স্বপ্ন দেখতে সাহস লাগে। সেই সাহস আছে শেখ হাসিনার। সেই সাহসে ভর করেই টানেলের পথে অন্যরকম এক বাংলাদেশের পথে শুরু হবে নবযাত্রা। প্রভাষ আমিন বার্তা প্রধান, এটিএন নিউজ। ঢাকার দৈনিক বাংলা-র সৌজন্যে

আসমানি ফয়সালার রাজনীতি!

গোলাম মাওলা রনি

রাজনীতির কবলে পড়ে মজলুমদের আহাজারি যে কতটা নির্মম হতে পারে, তা যদি কেউ দেখতে চান তবে এই মুহূর্তে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা ঘুরে আসতে পারেন। গাজার সাথে বাংলাদেশের মজলুমদের মিল-অমিল নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করব- তবে তার আগে স্বৈরাচারী জালিম বাদশাহদের উত্থান ও পতন নিয়ে সংক্ষেপে দু'কথা বলে নিই।

যারা ধর্ম-কর্ম বিশ্বাস করেন তাদের কাছে পবিত্র কালামে রব্বানি আল-কুরআনের বহু কাহিনীর মধ্যে কর্তৃত্ববাদী জুলুমবাজদের উত্থান-পতনের কার্যকারণ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ যেসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তা যদি কেউ অনুধাবন করার চেষ্টা করেন তবে আমি নিশ্চিত, চলমান ও ঘটমান অশান্তি নিয়ে কেউ হতাশার সাগরে হাবুডুবু খাবেন না। কুরআন- ওল্ড টেস্টামেন্ট ও তাওরাতে বর্ণিত অনেক কাহিনী প্রায় সমভাবে ইতিহাসে স্বীকৃতি পেয়েছে। ধর্মীয় কাহিনী যারা বিশ্বাস করেন না তারা যদি বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসবিদ, দার্শনিক-কবি ও সাহিত্যিকদের বর্ণনাগুলো পর্যালোচনা করেন তবে জুলুমবাজদের শ্রেণী-চরিত্রে কোনো পার্থক্য দেখতে পাবেন না।

ধর্মগ্রন্থের নবী-রাসূল-অত্যাচারী শাসক ও সম্প্রদায়, অত্যাচারিত বা মজলুম জনগোষ্ঠীর কাহিনীর সাথে যদি মহাভারত-রামায়ণ-ইলিয়ড-ওডিসির কাহিনীগুলো মেলান তবে দেখতে পাবেন, মানবচরিত্রের রসায়ন প্রায় হুবহু মিলে গেছে। হিটলারের ইহুদিবিদ্বেষ ও সেকসপিয়রের মার্চেন্ট অব ভেনিসে বর্ণিত ইহুদিবিদ্বেষের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। হজরত দাউদ আ:-এর পূর্বসূরি তালুত-জালুতের জমানার বনি ইসরাইলিদের দুঃখ-কষ্ট-বেদনার সাথে যেমন হজরত মুসা আ:-এর জমানার ফেরাউন দ্বিতীয় রামসিসের শাসনাধীন ক্রীত দাস-দাসী বনি ইসরাইলিদের দুঃখ-কষ্টের কোনো পার্থক্য পাবেন না- তদ্রূপ ইবনে খালদুন-মার্কোপলো কিংবা হেরাডোটাস বর্ণিত ইতিহাসের অত্যাচারিত জাতি-গোষ্ঠীর আর্ত-চিৎকারের মধ্যে কোনো অমিল নেই।

আল্লাহর রাসূল সা:-এর জমানার মজলুম সাহাবায়ে কেরামের জীবনে যে দুর্ভোগ-দুর্দশা ছিল ঠিক তদ্রূপ দুর্ভোগ-দুর্দশা আমাদের বাংলায় শুরু হয়েছিল রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর। বাংলার শত বছরের অরাজকতা ও আরবের আইয়ামে জাহেলিয়াতের শত বছরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বাগদাদে খলিফা আল মনসুরের ক্ষমতা লাভ- আব্বাসীয় বংশের উত্থানের সাথে সুবে-বাংলার পাল বংশের উত্থানের মিল রেখে কেউ যদি মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিনি মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার সাথে বাংলাদেশে বিএনপি-জামায়াত-হেফাজতের মজলুমদের বেদনাকে তুলনা করতে চান, তবে সেই দায়দায়িত্ব নিশ্চয়ই কেউ আমার ওপর দেবেন না।

উল্লিখিত বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা যদি প্রশ্ন করি, কেন হাজার বছরের মানব ইতিহাসে বারবার একই ঘটনা ঘটে? কেন লক্ষ কোটি মানুষ স্থান-কাল-পাত্রভেদে নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী অত্যাচারী শাসকদের মৃত্যু কামনায় আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণ করেন এবং আসমান থেকে অলৌকিক সাহায্য কামনা করেন যাতে করে জাহেলি শাসনের অবসান ঘটে? কেন মানুষ শত শত বছর ধরে একজন ভালো নেতার জন্য অনবরত প্রার্থনা করতে থাকেন এবং আল্লাহ কর্তৃক নেতা পাওয়ার পর সদলবলে নেতার অবাধ্য হয়ে পড়েন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেতাকে খুন করে ফেলেন? কিভাবে খোদায়ি গজব জাহেলদেরকে পাকড়াও করে এবং অলৌকিক সাহায্য বান্দাদের জন্য ফরজ হয়ে যায়? এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত লিখতে গেলে রীতিমতো মহাভারত রচিত হয়ে যাবে। সুতরাং নিবন্ধের পরিধি না বাড়িয়ে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আজকের শিরোনামের যথার্থতা আলোচনার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ!

মহান আল্লাহ তাঁর অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল ও প্রকৌশলবিদ্যার সর্বোচ্চ নান্দনিকতা দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। অন্য দিকে, তার সৃষ্ট-মহাজগৎ পরিচালনার জন্য আইন-কানুন, পাহারাদার, প্রকৌশলী, সফটওয়্যার-হার্ডওয়্যার ইত্যাদি সব কিছু তৈরি করেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ-যন্ত্রপাতি-যন্ত্রাংশ এবং জ্বালানি ও পানি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে, স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে এমনভাবে মজুদ করে রেখেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে ও প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত হবে। সূর্যের অভ্যন্তরে সৌরঝড়, পৃথিবীর ঘূর্ণিঝড়,

মহাকাশের ব্লাকহোল কিংবা মহাসাগরের চৌম্বক শক্তি ইত্যাদি সব কিছুর প্রয়োজন এবং আয়োজন এতটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করেছেন যে, পৃথিবীর কারো পক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করেও আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো সম্ভব নয়। মহাবিশ্বের অতি অতি এবং খুবই নগণ্য ও ক্ষুদ্রকায় একটি গ্রহের নাম পৃথিবী। আবার পৃথিবীর আকাশ-বাতাস-কক্ষপথ-ভূ-অভ্যন্তর ও সমুদ্রের তলদেশের তুলনায় ভূ-পৃষ্ঠ এবং জলভাগের উপরিভাগের গুরুত্ব খুবই নগণ্য। আবার জলভাগের অজেয় সমুদ্র-মহাসমুদ্রের তুলনায় বিজিত জলরাশির গুরুত্ব ও পরিধি সীমিত। অনুরূপভাবে স্থলভাগের গহিন অরণ্য, দুর্ভেদ্য পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি এবং মেরু অঞ্চলের বরফাচ্ছাদিত অংশের তুলনায় নরম মাটির শস্য শ্যামল স্থলভাগের গুরুত্ব সার্বিক বিবেচনায় অতি নগণ্য। আর সেই নগণ্য অঞ্চলের বাসিন্দা আশরাফুল মাখলুকাতের রাজনীতির নষ্টামি ও জাল-জালিয়াতি যে কতটা গুরুত্বহীন তা আমরা সবাই বুঝতে পারি চূড়ান্ত পতনের পর। হিটলার, মুসোলিনি, ফেরাউন, হামান, হালাকু, চেঙ্গিসদের গুরুত্ব যে একজন দ্বীনহীন-নিঃস্ব ফকিরের চেয়েও নিম্নপর্যায়ের তা আমরা বুঝতে পারি তাদের পতনের পর। অন্য দিকে তারা যদি তাদের নির্মম পরিণতির দুর্ভোগ-দুর্দশা সম্পর্কে ধারণা করতে পারতেন তবে রাজক্ষমতার পরিবর্তে মেথর-নাপিত-ধোপা ইত্যাদির কর্মকে নিজেদের বেঁচে থাকার অবলম্বন বানাতেন। এমনকি মৃত্যুর আগে তাদের যদি বেঁচে থাকার সুযোগ দেয়া হতো সে ক্ষেত্রে ভয়াবহ মৃত্যু আতঙ্ক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা মানুষের পরিবর্তে ময়লা আবর্জনার কিড়া হয়ে বেঁচে থাকতে চাইতেন। এখন প্রশ্ন হলো- কিছু মানুষ কেন অত্যাচারী জাহেল শাসক হওয়ার জন্য সর্বনাশের দিকে পা বাড়ায় এবং জনগণ কেন অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়।'

আপনি যদি উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব জানতে চান তবে প্রথমেই জানতে হবে, এই পৃথিবী তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রকৃতির আইন বাধ্যতামূলক। কিন্তু মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও শরীরের একাংশের ওপর মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যেখানে মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে সেখানে স্বাধীনতার সম্মান রক্ষার যোগ্যতা যা মানুষের না থাকলে তার দ্বারা তার অধিক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রকৃতির আইন লঙ্ঘিত হতে থাকে। কোনো ব্যক্তি যদি প্রকৃতির আইন ভঙ্গ করেন তবে তাকে সংশোধন করা-নিয়ন্ত্রণ করা- শাস্তি দেয়া থেকে শুরু করে প্রয়োজন হলে নির্মূল করা অন্যান্য মানুষের জন্য অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর খলিফারূপে মানুষ যখন সেই দায়িত্ব পালন না করে জুলুমবাজের খলিফারূপে চুপ থাকে অথবা জুলুমের ভাগীদার হয়, তবে তার জন্য মজলুম হওয়া অত্যাচারিত-অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মানুষ যখন উল্লিখিত বলয় থেকে বের হওয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং নিজেদের ভুলভ্রান্তির জন্য অনুশোচনা করে খোদায়ী নিয়মের অধীন হওয়ার জন্য লড়াই সংগ্রাম করে, তখন প্রকৃতির সব সাহায্যকারী শক্তি মজলুমের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায় এবং একের পর এক অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটার মাধ্যমে জমিনের রাজনীতি আসমানি ফয়সালার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে যায়। গোলাম মাওলা রনি সাবেক সংসদ সদস্য। ঢাকার দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক সমীকরণ পাল্টে দিচ্ছে

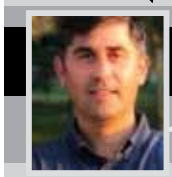

মুরাত ইয়েসিলতাস

গাজায় ইসরায়েলের চলমান আক্রমণাত্মক হামলায় ৭ হাজারের অধিক ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। এই যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। ইসরায়েল যে স্থল অভিযানের কথা বলছে, তা ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যকার সংঘর্ষ গাজার বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে এসব সংঘাত একটি ছক মেনে ঘটে থাকে: প্রথমে ইসরায়েলে হামাস আক্রমণ করে, এর পর গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলা হয়, পরে যুদ্ধবিরতি এবং স্থিতাবস্থা আসে। তবে ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাস যেভাবে হামলা চালিয়েছে, তা ওই নির্ধারিত ছক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতবহ। ইসরায়েল সম্ভবত গাজার অন্তত উত্তর দিকে তার স্থায়ী উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সেটাই স্থিতাবস্থায় সমস্যা তৈরি করেছে।

হামাস যে প্রক্রিয়ায় ইসরায়েলকে নিশানা করছে এবং এবার যেভাবে চতুর্দিক থেকে ব্যাপক হামলা করেছে, সেটাই ঐতিহাসিক বাঁক বদলের ঘটনা। এই হামলার ফলে ইসরায়েল তার নিরাপত্তা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তাদের ভয়, হামাস যে কোনো সময় আক্রমণ করতে পারে। ওই সময়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ইসরায়েলি বাহিনীর যে ২৪ ঘণ্টা বিলম্ব হয়, সেখানেও তার প্রস্তুতির সংকট স্পষ্ট হয়। অধিকন্তু ৭ অক্টোবরের হামাসের অপারেশন ইসরায়েলকে গভীর অস্তিত্বগত নিরাপত্তা সংকটের মুখোমুখি করেছে, যা তার জন্য মেনে নেওয়া কঠিন। ফলে আমরা দেখেছি, ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দলীয় কোন্দলের ব্যবহার এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে আটকানোর ইসরায়েলি ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। ইসরায়েল তার নিরাপত্তা নীতি এবং আঞ্চলিক কর্মতৎপরতায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে, যা মধ্যপ্রাচ্যকে ব্যাপক পরিবর্তনের দিকে ধাবিত করবে।

সম্প্রতি তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান তাঁর কাতার সফরের সময় জোর দিয়ে বলেছেন, এই নিরাপত্তা সংকট হয় ফিলিস্তিনি সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে অঞ্চলে শান্তি আনবে, না হয় বৃহত্তর আঞ্চলিক সংঘাত তৈরি করবে। তবে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, শান্তি অনেক দূরের বিষয়। এ অঞ্চলে বরং অস্থিতিশীলতা বাড়ার শঙ্কা অনেক বেশি।

হামাসকে অকার্যকর করার ইসরায়েলের লক্ষ্য কতটা অর্জিত হবে, তার ওপর পরিস্থিতি নির্ভর করবে। সে জন্য ইসরায়েল হামাসের বিরুদ্ধে স্থল অভিযানের কথা বলছে। তাতে সফল হলে তারা গাজার উত্তরাঞ্চল দখল করে, সেখানে ইসরায়েলি শাসন কায়েম করতে চায়। তবে এই পথে অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। সবচেয়ে বড় কথা, এ বিষয়ে ইসরায়েলের পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত নয়। ইসরায়েলের ওপর মার্কিন চাপ বৃদ্ধি এবং গাজায় হামাসের প্রতিরোধও এই লক্ষ্য অর্জনে বাধা হতে পারে। সামরিক শক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং ফিলিস্তিনি সব মানুষকে শাস্তির যে পথ ইসরায়েল গ্রহণ করেছে, আন্তর্জাতিকভাবে তার সমালোচনা শুরু হয়েছে। যে কারণে বড় ধরনের স্থল অভিযান ইসরায়েলের জন্য গুরুতর নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে।

স্থল অভিযান শুধু ইসরায়েল কিংবা গাজাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটি যুক্তরাষ্ট্রকেও প্রভাবিত করবে। লেবাননের হিজবুল্লাহ যদি এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে এবং সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন মিলিশিয়া গ্রুপ যদি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর ওপর হামলা চালায় তবে যুক্তরাষ্ট্রও এতে জড়িয়ে পড়বে এবং সংঘাত আরও বড় আকার ধারণ করবে।

গাজায় ইসরায়েলি অভিযান মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে উত্তেজনাও বাড়াবে। ফলে ইসরায়েলের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ চুক্তি হতে যাচ্ছিল তা স্থগিত হবে বা এ প্রক্রিয়া বন্ধ হবে। ইসরায়েলের প্রতি তুরস্কের অবস্থানে বদল ঘটেছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান কড়া ভাষায় ইসরায়েলের সমালোচনা করেছেন। এরদোয়ান জোর দিয়ে বলেছেন, তুরস্ক বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে প্রস্তুত। সংঘাত সমাধানের লক্ষ্যে এ অঞ্চলে তুরস্কের সক্রিয় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দৃশ্যত মনে হচ্ছে, যতক্ষণ ইসরায়েলের লক্ষ্য পূরণ না হবে, ততক্ষণ ইসরায়েল যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হবে না। এ পরিস্থিতিতে ইসরায়েল ও তুরস্কের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে না; অন্তত সাময়িক হলেও। এই সময়ে ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যকার শত্রুতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ব্যাপক। ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি সংঘর্ষ এড়ালেও ইরানের মিত্ররা ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন সামরিক বাহিনীর ওপর হামলা চালালে যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান বদলাতে পারে। লেবানন ও সিরিয়ার মাধ্যমে ইসরায়েল পরোক্ষভাবে ইরানি প্রভাব মোকাবিলার চেষ্টা জোরদার করতে পারে। উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে ইরানের বৈরিতা অবসানের সম্ভাবনা কমে আসছে, যা উপসাগরীয় দেশ ও ইরানের মধ্যকার সৌহার্দ্য শীতলতার ইঙ্গিতবহ।

ইসরায়েলের পদক্ষেপের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে ফিলিস্তিনের ওপর। ৭ অক্টোবর-পরবর্তী ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের বিষয়টি বাদ পড়তে পারে এবং ফিলিস্তিনি সমস্যাকে একদিকে ঠেলে দিতে পারে। এমনটা ঘটলে ইসরায়েলই বিচ্ছিন্ন হতে পারে। কারণ এর মাধ্যমে আব্রাহাম চুক্তি ও এর আঞ্চলিক জোটগুলো অকার্যকর হতে পারে এবং আরব-ইসরায়েল উত্তেজনা পুনরায় বাড়তে পারে। ফিলিস্তিন সমস্যাকে উপেক্ষা করা এবং দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের পথে না হাঁটলে আঞ্চলিক উগ্রবাদ বাড়তে পারে এবং পরিণতিতে সম্ভাব্য বৈশ্বিক সংকট তৈরি হতে পারে। এসব ঝুঁকি বিবেচনায় এটা স্পষ্ট, মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক নিরাপত্তা চিত্র ৭ অক্টোবর-পরবর্তী আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে। গাজায় ইসরায়েলের স্থল অভিযান এই পরিবেশকে সংঘাতময় পরিবেশে রূপান্তরিত করতে পারে, যা ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। এ পরিস্থিতিতে ইসরায়েলের পক্ষে নিরাপদ বোধ করা অসম্ভব।

মুরাত ইয়েসিলতাস: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, সোশ্যাল সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটি অব আঙ্কারা, তুরস্ক; ডেইলি সাবাহ থেকে ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

যুদ্ধ, ভূ-রাজনীতি, অর্থনীতি ও তার পেছনের কথা

কাকন রেজা

সাহিত্যজন জাকির তালুকদার মাঝখানে ভালো বলেছিলেন নাস্তিক, আস্তিক ও বামপন্থীদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক ও বিদ্বেষের ব্যাপারে। আমাদের দেশের নাস্তিক মানেই ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম বিদ্বেষী। যে বিদ্বেষের মধ্যে নাস্তিকতার বিপরীতের রাজনীতিই বেশি থাকে। কেন থাকে, সে প্রশ্নের উত্তর এককথায় হলো, ডগমাটিজম, মতান্ধতা। আমাদের দেশের বেশির ভাগ নাস্তিকই একটা বিশেষ রাজনীতির অনুসারী। কিন্তু তা মুখে স্বীকার করতে তারা এক অদ্ভূত কারণে অস্বস্তিতে ভোগে। তাই নিজেদের প্রগতিশীল দাবি করতে বেছে নেয় ধর্ম বিদ্বেষকে এবং তাকেই তারা নাস্তিকতা ভাবে। এর বাইরে যারা আছে, তারাও তাই। নাস্তিকতা তাদের কাছে অনেকটা ফ্যাশন। নিজেকে জাহির করার মাধ্যম। বামপন্থার সঙ্গে ধর্ম বিদ্বেষের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্মকে কাজের বাধা হিসেবে কোথাও কেউ বললেও, বিদ্বেষের কথা কেউ বলেননি। জাকির ভাই নিজেও স্বীকার করেছেন, বামপন্থীদের অনেকেই ধর্ম মানেন এবং ধর্মের সঙ্গে তাদের কোনো বিদ্বেষ নেই। আস্তিকতাও তাই। বিশেষ করে ইসলাম ধর্মে বিদ্বেষের কোনো জায়গা নেই। যাদের ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি ধরনের পড়াশোনা আছে তারাও জানেন একথা। যারা ইসলামের সঙ্গে বিদ্বেষকে জড়িয়ে দেন, তাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান তাহেরীর ওয়াজ পর্যন্তই। ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা আমাদের অনেক ইসলামিস্ট দাবি করা ব্যক্তিদেরই নেই।

গত শুক্রবার ঢাকা থেকে আমার জেলায় আসছিলাম। পথে আটকা পড়েছিলাম দু'ঘণ্টা এবং তা ইসরায়েলের বিপক্ষে প্রতিবাদের কারণে। প্রতিবাদকারী দু'একজনকে প্রশ্ন করেছিলাম, এই যে হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের বিরোধ তা কী নিয়ে? এ প্রশ্নের জবাবে তারা একবাক্যে বলেছেন, ইসলামের সঙ্গে ইহুদিদের বিরোধের কথা। বললাম তা জানি, কিন্তু সেই বিরোধ কী ধর্ম নিয়ে, না ভূমি নিয়ে? এই প্রশ্নের জবাব তাদের কাছে ছিলো না। কারণ তারা টিউনড একে ধর্মযুদ্ধ হিসেবে ভেবে নিতে। বললাম, মূল ভূখণ্ড হতে বিতারিত ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যে খ্রিস্টানও আছেন, তারা তা জানেন কিনা? বললাম, মূল ভূখণ্ডেও যে মুসলমানরা আছেন এবং ইসরায়েলি সংসদে তাদের সংসদ সদস্যও রয়েছেন সে বিষয়টা তাদের জানা আছে কিনা? সেই সংসদ সদস্যের একজন নারী এবং তিনি হিজাবি। তার নাম ইয়াসিন খাতিব। তার দলের নাম আরব পার্টি। তার পার্টি নির্বাচনে ২১ শতাংশ ভোট পেয়েছে। হিসেব করে দেখুন, ২১ শতাংশ ভোট নেহাতই কম নয়। বুঝলাম, এসব তারা জানেন না। সেই না জানাটা দোষের কিছু নয়, কিন্তু জানতে চেষ্টা না করাটা দোষের। আমার বলার ধরন তাদের পছন্দ হয়নি বুঝতে পারলাম। সম্ভবত আমাকে নাস্তিক ভাবলেন। তাদের রাগত শারীরিক ভাষা তাই জানান দিলো। আশ্চর্য নয়, একটা বিষয় নিয়ে আমি প্রতিবাদ করছি, সে বিষয়ের পুরোটা আমি জানবো না! নিজ ভূখণ্ড থেকে বিতারিত একটা জনগোষ্ঠী। তাদের ভূখণ্ড দখল করে দখলদাররা একটি রাষ্ট্র বানিয়েছে, যে রাষ্ট্রটাই বৈধ নয়, স্রেফ গায়ের জোরে টিকে আছে। যে রাষ্ট্রের নাম ইসরায়েল। যে রাষ্ট্রের সকল শাসক নিপীড়ক ও শোষকের ভূমিকায়। যারা একটি জনগোষ্ঠীর প্রতি নিত্যই মানবতাবিরোধী অপরাধ করে চলেছে। এমন দখলদারদের বিরুদ্ধতা করতে ধর্মীয় পরিচয়ের প্রয়োজন হবে কেন? নির্যাতিত ফিলিস্তিনি পরিচয়টাই কি যথেষ্ট নয়? ফিলিস্তিনিদের প্রতি অন্য ধর্মের মানুষদেরও সমর্থন রয়েছে, প্রতিবাদ প্রতিরোধে তাদের অংশগ্রহণ ও সমর্থন আছে। এই সমর্থন ধর্মীয় পরিচয়ে নয়, নির্যাতিত, নিপীড়িত ফিলিস্তিনি হিসেবে।

এবারে হামাসের কর্মকাণ্ডের কথায় আসি। আল কায়েদা ও আইসিসের প্রতিও কেউ কেউ মনে একধরণের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ধরে রাখেন এবং তা ধর্মীয় মতান্ধতা থেকে। অথচ এই এক্সট্রিমিস্ট গোষ্ঠীগুলোর নীতি ও কার্যকলাপ 'ইসলাম' নামটির সঙ্গেই সাংঘর্ষিক। ইসলাম শব্দের একটা অর্থ 'শান্তি'। আর এদের কাজ অশান্তি উৎপাদন করা। হামাসের এবারের আক্রমণও তাই। এই আক্রমণের পেছনে রয়েছে ভূ-রাজনীতি। সারাবিশ্বে যখন কর্তৃত্ববাদীদের রাজত্ব-কর্তৃত্ব প্রশ্নের মুখে, ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠছে এবং যার নেতৃত্ব দিচ্ছে পশ্চিমারা, যাদের প্রধান স্টেক হোল্ডার যুক্তরাষ্ট্র তখন হামাসের এই যুদ্ধ। যার পেছনে রয়েছে মূলত রাশিয়া, সঙ্গে চীনের প্রচ্ছন্ন সমর্থন। ইউক্রেন যুদ্ধে যখন রাশিয়ার অর্থনীতি ভেঙে পড়ার অবস্থা। সামরিক শক্তিও কমে আসছে আশঙ্কাজনক ভাবে। ঠিক সেই সময়ে রাশিয়া হামাসকে উস্কে দিয়ে এই যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। ওয়ার স্ট্র্যাটেজি বলে একটা কথা রয়েছে। হামাসের এই যুদ্ধে স্ট্র্যাটেজি কী ছিল! তারা কি জানতো না, ইসরায়েলের এয়ার স্ট্রাইকের ক্ষমতা? তা ঠেকানোর কী ব্যবস্থা নিয়েছিলো তারা? আদৌ ঠেকানোর ব্যবস্থা ছিলো কি? এই যে হাজারো মানুষের মৃত্যু হামাসকে কী দিলো? কয়েকজন বন্দীর সমতুল্য কি এই হাজারো মানুষের জীবন? তবে কি হামাস তাদেরকে গাজার নিরীহ মানুষদের চেয়ে উন্নতর মনে করে? আশরাফ-আতরাফের পার্থক্যতে বিশ্বাস করে? না হলে তাদের গুটিকয়েক বন্দির জন্য হাজারো মানুষের জীবন বিপন্ন করার মানে কী? জানি, বর্তমানে ধর্মীয় জোশে মানুষের মনে এ প্রশ্নগুলো জাগবে না, উল্টো বিমান হামলায় বিধ্বস্ত গাজা ও মৃত মানুষের শরীর দেখে তারা আবেগতাড়িত হয়ে হামাসের পক্ষে স্লোগান ধরবেন। কিন্তু প্রশ্ন করবেন না, এই যে এতো নিরীহ মানুষের মৃত্যু তার কি কোনো প্রয়োজন ছিলো? পাগলাকে নাও ডুবিয়ে দেবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পেছনে উদ্দেশ্যটা কী ছিলো? একটা দখলদার রক্তপিপাসু গোষ্ঠী, যাদের নেতা নেতানিয়াহুর মতন এক ঠাণ্ডা মাথার খুনি। যার কাছে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই, আত্মরক্ষার প্রস্তুতি ছাড়া তাকে আক্রমনে উস্কে দেয়া কেমন যুদ্ধ পরিকল্পনার অংশ। এসব কথা সত্যিকার অর্থেই এ মুহূর্তে অন্তত ভেবে দেখার ক্ষমতা নেই জোশে হুশ হারানো আমাদেরসহ বিভিন্ন দেশের মানুষগুলোর।

আর এর পেছনে যে অর্থনীতিও কাজ করছে সেটাও হুশ হারানো মানুষের জোশের মাথায় আসবে না। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার অর্থনীতি বিধ্বস্ত। এখন ইসরায়েলকে যুদ্ধে জড়ানো গেলে ইসরায়েলের কৌশলগত মিত্র যুক্তরাষ্ট্রকে সেই যুদ্ধে অংশ নিতেই হবে এবং তা প্রধানত অর্থনৈতিক ভাবে। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেন ও ইসরায়েলের জন্য সহায়তার প্রস্তাবনা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তাদের দুটো যুদ্ধের খরচ জোগাতে সমস্যা হবে না। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন তো, এই খরচের পুরোটাই যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের জন্য দিতে পারতো, কিন্তু এখন দু'ভাগ হয়ে গেলো। তাতে অনেকটাই চাপ কমলো রাশিয়ার উপর থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সারা পশ্চিমের অর্থও ভাগ হবে দুটো যুদ্ধে। ইউক্রেনের প্রতি মনোযোগও কমবে তাদের। আর সম্প্রসারণ ও সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া এ সুযোগে ইউক্রেনকে দখল করে নেবে। যদি এমনটা হয়ও তবু আমাদের দেশের কিছু জোশে হুশ হারানো পাবলিক সঙ্গে কিছু ধান্ধাবাজ খুশি হবে। হুশ হারানো এসব মানুষ ভেবেও দেখবে না, ইউক্রেন তার স্বাধীনতা হারালে ছোট ছোট স্বাধীন দেশগুলোর কী হবে। আমাদের পাশেই ২৯টা অঙ্গরাজ্য নিয়ে রয়েছে ভারত। আমরা তাদের একটি অঙ্গরাজ্যের সামান্য কম-বেশি ভূখণ্ড নিয়ে স্বাধীন পরিচয়ে টিকে আছি। কিন্তু ইউক্রেন তার স্বাধীনতা হারালে আমাদের এই টিকে থাকাও কি সংশয়ের মুখে পড়বে না? আমরা কি আবারও পাকিস্তানের বদলে আরেক শাসক-শোষক গোষ্ঠীর শাসন-শোষণের সম্মুখীন হবো না? হায়দ্রাবাদ, সিকিমের কথা কি আমরা

বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (OCTOBER 20 - 26, 2023) | Promo Code : PSP42

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase

DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY
(multiple sales cannot be combined)

SALE $3.99/LB — SIZE 5/8

HILSHA CK OR MASALA BRAND

SALE $13.99/EA — SIZE 8/10

HILSHA CK OR MASALA BRAND

SALE $8.49/LB — SIZE 10/12

HILSHA CK OR MASALA BRAND

SALE $1.89/LB — SIZE 2/3 KG

ROHU CK OR MASALA BRAND

SALE $3.99/LB — SIZE 1 KG

MASALA BRAND
FROZEN SHOIL

SALE $8.99/EA — 2 LB BAG

CK BRAND
LOOSE KOI

SALE $15.99/EA — SIZE 6/8 — 2 LB BOX

CK BRAND
GOLDA SHRIMP

SALE $9.99/EA — BLUE SEA SHELL ON EZ-PEEL — 31/40-2 LB BAG

MASALA BRAND
RAW SHRIMP

SALE $3.99/EA — 500 GM

CK BRAND
BAILA TRAY

SALE 3/$4.99 — 200 GM

CK BRAND
KESKI TRAY

SALE $2.49/LB

FRESH WHOLE
REGULAR CHICKEN

SALE 99¢/LB — NO CUT NO CLEAN

FRESH CHICKEN
QUATER LEG

SALE $1.29/LB — NO CUT NO CLEAN

FRESH CHICKEN
DRUMSTICK

SALE $14.99/EA — 20 LB

CAROLINA
PARBOILED RICE

SALE $19.99/EA — 20 LB

NOYA PARBOILED
BASMATI RICE

SALE $13.99/EA — 1 GALLON

OLIO VILLA
POMACE OIL

SALE 2/$6.99 — 1 LITR

RAJDHANI
MUSTARD OIL

SALE $4.99/EA — 2000 GM

SHAHAJALAL
PLAIN PARATA

SALE 3/$4.99 — 400 GM

SHAHAJALAL DAL /
ALOO PURI / SINGARA

SALE 3/$4.99 — ONE DOZEN

MEDIUM
BROWN EGG

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"

STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP & WIN
$250 RAFFLE DRAW

Premium Supermarket

6TH WEEK LUCKY WINNERS OCT 7TH TO OCT 13TH 2023

BELLEROSE
ALAM, J. MOHIUDDIN, SAIF
TEL: 347-657-8911

BRONX
LOOKMAN MOHAMMED, MD SOHEL HASAN, SHAMIM
TEL: 347-658-0134

JACKSON HEIGHTS
BHUBON, RUMA ABEDIN, IQBAL IAQUAT
TEL: 347-658-4362

JAMAICA
MD MUKTAR ALI, RUNA, AMIT KUMAR BAUL
TEL: 347-626-8798

OZONE PARK
DELOWER, NOOR NOBI, SHAFEEK KALAMADEEN
TEL: 347-658-0972

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

HELP WANTED

MANAGER - SUPERMARKETS (BRONX) (3-4 years' work experience required)
MANAGER – RESTUARANTS (BRONX) (3-4 years' work experience required)
OPERATIONS MANAGER – RESTUARNT (All Locations) (5 years' work experience required)

Very Attractive Salary and Incentives waiting for the right candidate

email your resume to **HR@PremiumGroupNYC.com**
or Call **718-679-9983** for details.

আবশ্যক

ম্যানেজার - সুপারমার্কেটস (ব্রঙ্কস) (৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ (ব্রঙ্কস) (৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
অপারেশন ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ (সকল অবস্থানসমূহে) (৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)

অনেক আকর্ষণীয় বেতন এবং প্রণোদনা সঠিক প্রার্থীর জন্য অপেক্ষা করছে।

আপনার জীবন বৃত্তান্ত ইমেল করুন HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৬৭৯-৯৯৮৩ নম্বরে কল করুন।

আমাদের স্পষ্ট অবস্থান আ

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট ও ফিলিস্তিনী-ইসরায়েল যুদ্ধ পরি

Our Definitive Stand for America

On the contemporary Bangladesh scenario and Pa

ALEGRA® HOME CARE INC. Care With Love Is Humanity www.alegracare.com 888-212-3237 info@alegracare.com

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS® POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

মেরিকার বিদেশনীতির পক্ষে

স্থিতি প্রসঙ্গে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

an Foriegn Policy - Sir Dr. Abu Zafar Mahmood

lestine-Israel War situation Global Peace Ambassador

ব্রুকলিনে বাংলাদেশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক্ আয়োজিত মৌসুমের শেষ পথমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

Abu Zafar Mahmood, Global Peace Ambassador, Inaugurates the season's last Street Fair at Brooklyn, organiozed by Bangladesh ent Association USA Inc. as Chief Guest

জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH MEDIA INC.
JBTV
JOY BANGLADESH TELEVISION
CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

ফুলকপির ১০ পুষ্টিগুণ

পুষ্টিগুনে ভরপুর সবজি ফুলকপি। শীতকাল হল এই সবজিটি উৎপাদনের মূল সময়কাল। যদিও বর্তমানে ফুলকপি সারা বছর পাওয়া যায়। তবে স্বাদের কথা বিবেচনা করলে শীতকালের ফুলকপি স্বাদে উৎকৃষ্ট। আমাদের দেশে ফুলকপি সাদা এবং হালকা হলুদ বা বাদামী বর্নের পাওয়া গেলেও বাইরের দেশে সাদা,হলুদ বা পার্পল বর্ণেরও পাওয়া যায়।

প্রতি ১০০ গ্রাম ফুলকপিতে ক্যালরি রয়েছে ৩১, প্রোটিন ৩.৩ গ্রাম, ফ্যাট ০.৮ গ্রাম, ফাইবার ১.১ গ্রাম, শর্করা ০.৮ গ্রাম। সুতরাং বুঝতেই পারছেন দামে বেশ সস্তা হলেও পুষ্টিগত দিক দিয়ে খুবই উপকারি ফুলকপি। পাশাপাশি,স্বাদের দিক থেকেও দারুণ সুস্বাদু। আর এই সবজিটিতে নানাভাবে রান্না করে খাওয়া যায়। ফুলকপি মাংসের সাথে, ডালের সাথে, চাপ বা কাবাব হিসাবে, মাছের সাথে ঝোল বা স্যুপ বা সালাদ অনেক ভাবে খাওয়া যায়।

ফুলকপির বিশেষ কিছু গুণ আছে, যা সবার জেনে রাখা ভালো:

১. কোলস্টেরল কমায়: এতে প্রচুর ফাইবার আছে, যা শরীরে কোলস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতে সাহায্য করে।

২. ওজন কমাতে: গবেষণায় দেখা গেছে, ফুলকপি মস্তিষ্ক ভালো রাখে, ওজন কমায় এবং সর্দি-কাশিসহ নানা রোগ প্রতিরোধ করে।

৩. হাড় ও দাঁত শক্ত করে: ফুলকপিতে রয়েছে দাঁত ও মাড়ির উপকারী ক্যালসিয়াম ও ফ্লোরাইড। এর ক্যালসিয়াম হাড় শক্ত করে।

৪. ক্যানসার প্রতিরোধ করে: মারাত্মক ক্যানসার প্রতিরোধ করতে পারে ফুলকপি। এতে আছে সালফোরাপেন, যা ক্যানসার কোষকে মেরে টিউমার বাড়তে দেয় না। স্তন ক্যানসার, কোলন ও মূত্রথলির ক্যানসারের জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতাও আছে ফুলকপির।

৫. হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী: ফুলকপি হৃদযন্ত্রের জন্য ভালো। এতে যে সালফোরাপেন আছে, তা হৃদ্রোগের বিরুদ্ধে লড়তে পারে।

৬. রোগ প্রতিরোধ করে: ফুলকপিতে আছে ভিটামিন ‘বি’, ‘সি’ ও ‘কে’, যা এ সময়ের সর্দি, ঠান্ডা, কাশি জ্বর ভাব, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, গা-ব্যথা দূর করতে সাহায্য করে।

ওজন কমাতে লেবু-পানির উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এক গ্লাস লেবু-পানি শরীরের জন্য নানামুখী উপকারে আসে। এটা অনেকেই জানেন। লেবুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, যা রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। লেবু একটি সাইট্রাস জাতীয় ফল। সাইট্রাস ফলের মধ্যে ভিটামিন সি বেশি থাকে, এটি একটি প্রাথমিক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট যা কোষকে ক্ষতিকারক ফ্রি র‍্যাডিকল থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। শরীরের বাড়তি ওজন কমাতেও সাহায্য করে এই পানীয়। জেনে নিন ওজন কমাতে লেবু-পানির ভূমিকা:

শরীরের ফ্যাট কমাতে লেবু-পানির ভূমিকা

আমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যারা সকালে লেবু-পানি পান করে থাকেন। এমনকি লেবু-পানির সাথে অনেকে মধু মিশিয়েও পান করে থাকেন। তবে প্রতিদিন সকালে কুসুম গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে খেলে এটি শরীরের ফ্যাট কমাতে সাহায্য করে। সেক্ষেত্রে চিনি বা মিষ্টি কিছু মিশিয়ে খাওয়া যাবে না। তবে ১ কাপ সমপরিমাণ পানিতে অর্ধেক পরিমাণ লেবু মিশিয়ে খেতে পারেন।

শরীরকে হাইড্রেট থাকতে সহায়তা করে লেবু-পানি

শরীরকে হাইড্রেট থাকতে সহায়তা করে লেবু-পানি। আবার গবেষণা বলছে, শরীরের ওজন কমাতে সহায়তা করে হাইড্রেশন। আবার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যদি শরীরে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহলে লেবু-পানি শরীরের ফ্যাট দূর করে ওজন কমাতে সহায়তা করে।

বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধিতে সহায়তা করে লেবু-পানি

বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে লেবু-পানি। যার ফলে শরীরের ওজন কমতে পারে আরও দ্রুত। গবেষণায় দেখা গেছে, বেশি পরিমাণে পানি পান করার ফলে বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়ে ওজন কমাতে সহায়তা করে। সেক্ষেত্রে লেবু-পানিকে বেছে নিতে পারেন ।

ক্ষুধা কমাতে সহায়তা করে লেবু-পানি

লেবু-পানি ক্ষুধা কমাতেও সহায়তা করে । খাবার খাওয়ার পূর্বে লেবু-পানি খেলে তা কম খাবার খেতে সহায়তা করবে। আবার ২০০৮ সালে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যদি খাবার খাওয়ার পূর্বে পানি পান করা যায় তাহলে তা শরীরে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত কম ক্যালোরি প্রবেশ করাতে পারে।

কচুর লতির গুনাগুন

নানা ধরনের কচু রয়েছে। পানি কচু, মুখি কচু, কচুর লতি, ওলকচু প্রভৃতি। তবে পুষ্টি ও গুণাগুণের দিক থেকে কচু এবং কচুপাতা অনেক উপকারী। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতে, কালো কচুর ডাঁটা এবং পাতায় পুষ্টির মোটামুটি সব উপাদানই থাকে। কচুতে আয়রন, মিনারেল এবং সব ধরনের ভিটামিন বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। পাঠকদের সামনে কচুর কয়েকটি গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করা হলো:

আয়রন : কচুর লতিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আয়রন। এটা প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। গর্ভস্থ অবস্থা, খেলোয়াড়, বাড়ন্ত শিশু, কেমোথেরাপি পাচ্ছে- এমন রোগীদের জন্য কচুর লতি ভীষণ উপকারী। এতে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম হাড় শক্ত করে ও চুলের ভঙ্গুরতা রোধ করে।

ফাইবার : এই সবজিতে ডায়াটারি ফাইবার বা আঁশের পরিমাণ খুব বেশি। এই আঁশ খাবার হজমে সাহায্য করে, দীর্ঘ বছরের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, যেকোনো বড় অপারেশনের পর খাবার হজমে উপকারী পথ্য হিসেবে কাজ করে এটি।

ভিটামিন : ভিটামিন ‘সি’ও রয়েছে কচুর লতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে, যা সংক্রামক রোগ থেকে আমাদের দূরে রাখে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে করে দ্বিগুণ শক্তিশালী। ভিটামিন ‘সি’ চর্মরোগের বিরুদ্ধে কাজ করে।

কোলেস্টেরল বা চর্বি : কিছু পরিমাণ ভিটামিন ‘বি’ হাত, পা, মাথার উপরিভাগে গরম হয়ে যাওয়া, হাত-পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরা বা অবশ ভাব-এ সমস্যাগুলো দূর করে। মস্তিষ্কে সুষ্ঠুভাবে রক্ত চলাচলের জন্য ভিটামিন ‘বি’ ভীষণ জরুরি। এতে কোলেস্টেরল বা চর্বি নেয়। তাই ওজন কমানোর জন্য কচুর লতি খেতে বারণ নেই।

আয়োডিন : খাবার হজমের পর বর্জ্য দেহ থেকে সঠিকভাবে বের হতে সাহায্য করে। তাই কচুর লতি খেলে অ্যাসিডিটি ও গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে খুব কম। আয়োডিনও বসতি গড়েছে কচুর লতিতে। আয়োডিন দাঁত, হাড় ও চুল মজবুত করে।

ডায়াবেটিস : অনেকেই কচুর লতি খান চিংড়ি মাছ দিয়ে। চিংড়ি মাছে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কোলেস্টেরল। তাই যারা হৃদরোগী, ডায়াবেটিস ও উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরলজনিত সমস্যায় আক্রান্ত বা উচ্চ রক্তচাপে (হাই ব্লাড প্রেশারের) ভুগছেন তারা চিংড়ি মাছ শুঁটকি মাছ বর্জন করুন।

ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, হাই ব্লাডপ্রেশার নিয়ন্ত্রণে থাকলে অল্প পরিমাণে চিংড়ি মাছ খেতে পারেন কচুর লতিতে। তবে মাসে এক দিন অবশ্য ছোট চিংড়ি মাছ দিয়ে খেতে পারেন। বড় চিংড়িতে ফ্যাটের পরিমাণ বেশি, তাই পরিহার করা ভালো।

কচুর লতি রক্তে চিনির মাত্রা বাড়ায় না। তাই ডায়াবেটিসের রোগীরা নিঃসংকোচে খেতে পারেন কচুর লতি।

কচুর লতি আরো যে কারণে খাবেন : গরমে শরীর থেকে পানি বেরিয়ে যায়। কচুর ডাঁটায় প্রচুর পানি থাকে। সে কারণে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় কচুর ডাঁটা বা কচু রাখা যেতে পারে। এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ফোলেট, থায়োমিনও রয়েছে। কচু রক্তের কোলেস্টরলের মাত্রা কমায়। কোলন ক্যান্সার ও ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধে কাজ করে।শিশুদের কচুশাক বেশি করে তেল দিয়ে খাওয়ানো ভালো। এতে রাতকানা রোগের আশঙ্কা কমে।কচুতে অক্সলেট রয়েছে। তাই রান্নার পরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে গলা খানিকটা চুলকায়। তাই কচুর তরকারি খাওয়ার সময় কিছুটা লেবুর রস মিশিয়ে নিন।

যারা খাবেন না কচুর লতি

কচুরলতি আমাদের পরিচিত একটি সবজি। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, কচুর লতিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তবে যে কোনো কিছুরই ভাল-খারাও দুটি দিক থাকে। কচুরলতি শরীরের জন্য যেমন ভাল, তেমন কারো কারো জন্য তা আবার খারাও হয়েও দাঁড়ায়। আসুন জেনে নেই লতি খেতে পারবে না যারা।

১. কচুতে অক্সলেট রয়েছে। তাই রান্নার পরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে গলা খানিকটা চুলকায়। তাই কচুর লতির তরকারি খাওয়ার সময় কিছুটা লেবুর রস মিশিয়ে নিন।

৩ খাবারেই বশে রাখুন ডায়াবেটিস

পরিচয় ডেস্ক:বিশ্বজুড়েই বেড়ে চলেছে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা। ছোটরা ভুগছে টাইপ ১ ডায়াবেটিসে অন্যদিকে বড়রা ভুগছেন টাইপ ২ ডায়াবেটিসে। দীর্ঘমেয়াদী এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা বেশ মুশকিল। যদি না আপনি নিয়মে মেনে ও সুস্থ জীবনধারণ করেন।বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। শুধু মিষ্টি বাদ দিলেই হবে না, বরং আপনি প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় কী কী রাখছেন সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।

কোনো খাবার খাওয়ার আগে জানতে হবে সেটি শরীরে কেমন প্রভাব ফেলবে। তবে অনেক ডায়াবেটিস রোগীই একই ধরনের খাবার দৈনিক খান। আবার মিষ্টির লোভ সামলাতে না পেরে ভুল খাবারও খেয়ে বসেন।তবে খাদ্য তালিকায় ৩টি খাবার নিয়মিত রাখলে আপনার মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতাও কমবে আর শরীরেও মিলবে পুষ্টি। এমনকি এই খাবারগুলো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও রাখবে। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক কোন খাবারগুলো খাবেন-

বিশেষজ্ঞরা বলেন, দৈনিক একটি করে আপেল খেলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। অনেকেই ভাবেন ডায়াবেটিস রোগীদের ফল খাওয়া একেবারেই নিষেধ। এ ধারণা ভুল।আপেলের গ্লাইসেমিক মান বেশ কম। অর্থাৎ আপেল খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণে খুব একটা পরিবর্তন হয় না। পাশাপাশি এতে থাকে ফাইবার ও ভিটামিন সি।তাই নিয়মিত অল্প পরিমাণে আপেল খেতেই পারেন ডায়াবেটিস রোগীরা। এই ফল খেলে মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতাও কমে।

বাদামের স্বাস্থ্যগুণ অনেক। বিশেষ করে আমন্ড বাদামে থাকে প্রচুর পরিমাণ ম্যাগনেশিয়াম। শরীরে উপস্থিত ইনসুলিনকে সঠিকভাবে কাজ করতে সহায়তা করে ম্যাগনেশিয়াম।কাজেই রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে বেশ কার্যকর এই বাদাম। এতে আরও থাকে মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন ও ফাইবার।কিছুক্ষণ পরপর যদের ক্ষুধা লাগে তারা সঙ্গে আমন্ড রেখে দিতে পারেন। ক্ষুধা পেলেই ২-৩টি আমন্ড খেয়ে নিন।

প্রতিদিন কত ঘণ্টার ঘুম হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে

পরিচয় ডেস্ক:আমরা দ্রুত গতির জীবনযাত্রায় এখন অভ্যস্ত। মাঝেমাঝেই রেস্তোরাঁর খাবার খাওয়া, অত্যধিক রাত করে ঘুমানো, শরীরচর্চায় অনীহা এই ধরনের অভ্যেসগুলোকে প্রশ্রয় দিতে দিতে কখন যে বিপদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ি সেটা নিজেরাই জানি না। ফলে যে কোনো বয়সেই হঠাৎ করে থাবা বসাচ্ছে হৃদ্রোগ। অতিরিক্ত ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস অনেক ক্ষেত্রেই ডেকে আনে হৃদ্যন্ত্রের সমস্যা। কোন কোন অভ্যাস বাড়িয়ে দিতে পারে এই রোগের ঝুঁকি?

অ্যামেরিকান হার্ট অ্যাসোশিয়েশন হৃদ্রোগের ঝুঁকি এড়াতে বেশ কিছু অভ্যাসে বদল আনার কথা বলেছে। চলুন তবে জেনে নেয়া যাক সেগুলো কী কী-

>>> পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব হৃদ্রোগের অন্যতম বড় অনুঘটক। শরীর সুস্থ রাখতে প্রতিদিন সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুম অবশ্যই প্রয়োজন। সচেতন ভাবে উপলব্ধি করতে না পারলেও প্রাত্যহিক ক্লান্তি কাটিয়ে শরীর সতেজ রাখতে পর্যাপ্ত ঘুমের বিকল্প নেই।

ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, অতিরিক্ত ট্রাইগ্লিসারাইড এবং বাড়তি ওজনের মতো সমস্যাগুলো হৃদ্রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় অনেক গুণ। হৃদ্রোগ ঠেকাতে সবার আগে এই রোগগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ভীষণ জরুরি। নিয়মিত চেকআপ ও চিকিৎসকরের পরামর্শ নিতে হবে। মনে রাখা দরকার, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া বা ওষুধ বন্ধ করা, দুই-ই ডেকে আনতে পারে বড় বিপদ।

অনেকেই সুস্থ থাকতে শরীরচর্চা করেন নিয়মিত। কিন্তু অতিরিক্ত বা অনিয়ন্ত্রিত শরীরচর্চাও ভালো নয় শরীরের জন্য। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়া শরীরচর্চা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। অপরিকল্পিত শরীরচর্চায় হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার বেশ কিছু ঘটনাও শোনা যাচ্ছে ইদানীং। শরীরচর্চার পাশাপাশি ডায়েটেও নজর রাখতে হবে।

শরীরে ভিটামিনের অভাব নিজেই যেভাবে বুঝবেন

পরিচয় ডেস্ক:একজন মানুষের শরীর সুস্থ থাকার জন্য ১৩ রকম ভিটামিনের প্রয়োজন হয়। আমেরিকার 'ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস'-এর তথ্য অনুসারে,'শরীরে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনের অভাব ঘটলে শারীরিক নানা সমস্যা দেখা দেয়। সুষম খাবারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুষ্টি শরীরে প্রবেশ করে। কারো ক্ষেত্রে পুষ্টির ঘাটতি পড়লে আলাদা করে প্রয়োজন পড়ে পরিপূরকের।'

চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, ১৩ রকমের ভিটামিনের কার্যকারিতা ভিন্ন। ভিটামিনের ঘাটতিই বিভিন্ন অসুস্থতার কারণ হয়ে ওঠে। সাধারণ ভাবে ভিটামিনের ঘাটতি হলে ক্লান্তি, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, অস্থিরতার মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়াও বিভিন্ন উপসর্গের মাধ্যমে ভিটামিনের ঘাটতি প্রকাশ পেতে থাকে।

নিজেই যেভাবে বুঝবেন

১. শরীরের ভিটামিন সি-র ঘাটতি তৈরি হলে মাড়ি থেকে রক্ত বেরোয়। শরীরের যে কোনও ক্ষত দ্রুত সারাতে এই ভিটামিন দারুণ কার্যকরী। শরীরে কোষের ক্ষয় রোধ করতে ভিটামিন সি অত্যন্ত জরুরি। রোজের খাবারে তাই ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে রাখুন। শীতকাল আসছে। এই সময়ে কমলালেবুর বাজারে আসে। ভিটামিন সি পেতে রোজ একটি করে কমলালেবু খান। এ ছাড়াও স্ট্রবেরি, বাঁধাকপি, টম্যাটোর মতো খাবার খাওয়া জরুরি।

২. নখ ভেঙে যাওয়া এবং চুল পড়ার সমস্যা- এই দুইটি

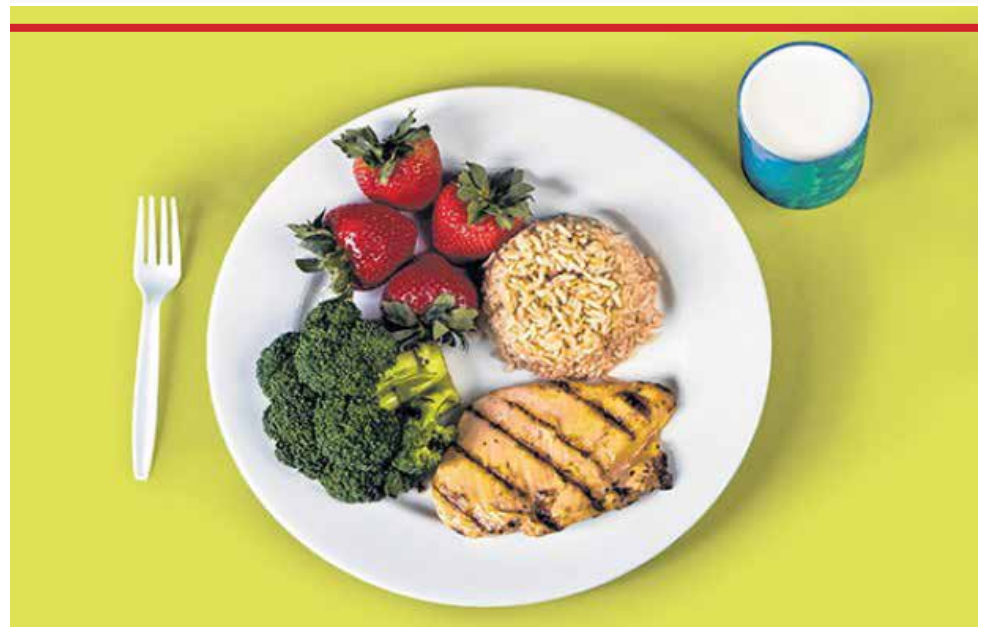

ফুসফুস চাঙ্গা রাখতে কোন খাবারগুলো খাবেন?

বর্তমানের অতিমারি কবলিত সময়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা সবচেয়ে মারাত্মক রূপে দেখা দেয়। এই ধরনের সমস্যার উৎস যেখানে সে অঙ্গটির নাম ফুসফুস। পর্যাপ্ত যত্ন না পেলে ফুসফুস বিগড়ে যেতে পারে।

এর জন্য দরকার নিয়মিত কিছু সুষম খাদ্য। ফুসফুস সুস্থ রাখতে ধূমপান ত্যাগ করা প্রাথমিক শর্ত। ফুসফুস ভালো রাখতে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় কিছু খাবার রাখাও প্রয়োজন। যেগুলো নিয়মিত খেলে ফুসফুসের স্বাস্থ্য থাকে তরতাজা। চলুন জেনে নেয়া যাক ফুসফুসের জন্য উপকারী কিছু খাবার সম্পর্কে:

বেদানা : ফুসফুস ভালো রাখতে একটি অপরিহার্য উপাদান হলো বেদানা। হাঁপানির সমস্যায় যারা ভুগছেন, বেদানা তাদের জন্য বেশ উপকারী।

কফি : শ্বাসনালীর প্রদাহ হ্রাস করতেও কফি আমাদের কাজে লাগে। এতে রয়েছে পলিফেনল, যা ফুসফুস চাঙ্গা রাখতে বিশেষ সহায়ক। তবে কফি অতিরিক্ত মাত্রায় খেলে সমস্যা হতে পারে।

আপেল : ফুসফুসের যত্ন নিতে আরো একটি অপরিহার্য খাবার হলো আপেল। সমীক্ষা বলছে, নিয়মিত আপেল খেলে 'ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ' (সিওপিডি)-এর ঝুঁকি অনেকাংশে কমে।

বেরি : স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি কিংবা ব্ল্যাকবেরিতে রয়েছে অ্যান্থোসায়ানিন। ফুসফুস যখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কমজোর হয়ে পড়ে, নিয়মিত এই ফলটি খেলে বেরির মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ফুসফুসের অবস্থার সেই অবনতির মাত্রা কিছুটা হলেও কমাতে সাহায্য করে।

কচুর লতি দিয়ে চিংড়ি মাছ

পরিচয় ডেস্ক: অনেকেই সবজি দিয়ে মাছ খেতে পছন্দ করেন। তাই রান্নায় মাছের সঙ্গে দিয়ে থাকেন নানা রকম সবজি। এতে করে মাছের স্বাদটিও নেয়া হয় সেই সাথে সবজিও খাওয়া হলো। এ ধরনের রান্নার যেমন কচুর লতির সাথে চিংড়ি বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে সবার মাঝে।

উপকরণ: কচুর লতি ছোট ছোট করে কেটে নিতে হবে। চিংড়ি মাছ -পরিমাণ মত, লবণ - স্বাদ অনুযায়ী, হলুদ -১চা চামচ, জিরা গুঁড়া ও ধনিয়া গুঁড়া-১ চা চামচ, আদা রসুন বাটা -১চা চামচ, মরিচ গুড়া -১ চা চামচ, সয়াবিন তেল -১/২ কাপ, পিঁয়াজ কুচি -পরিমাণ মত

যেভাবে রান্না করবেন : প্রথমে চুলায় একটি কড়াই নিন। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে নিয়ে তারপর একে একে সব মসলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন।

এবার চিংড়ি মাছ গুলো দিয়ে ভালো করে আবারো কসাতে হবে। কষানো হয়ে গেলে কচুর লতি দিয়ে আবারও কষিয়ে নিয়ে অল্প পানি দিয়ে ঢেকে দিন। তারপর ৫মিনিট পর ঢাকনা তুলে দেখে নিন। ব্যাস হয়ে গেল আমাদের মজার কচুর লোতি দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না।

দম বিরিয়ানি

পরিচয় ডেস্ক: নানা রকম বিরিয়ানির ভিড়ে অনেকের পছন্দের শীর্ষে থাকে দম বিরিয়ানি।

উপকরণ : মাংস মাখাতে: গরু অথবা খাসির মাংস ১ কেজি, টক দই ১/২ কাপ, কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া ২ চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, জিরা বাটা ১ চা চামচ, গরম মসলা বাটা ১ চা চামচ, পোস্তদানা বাটা ১চা চামচ., ঘি ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো

উপকরণ : দম বিরিয়ানির জন্য :বাসমতি চাল ১/২ কেজি, বড় এলাচ ১টি, ছোট এলাচ ৩টি, দারুচিনি ২ টুকরা, তেজপাতা ২টি, কিশমিশ ১ টেবিল চামচ, কাজু বাদাম ১০/১২টি, কাঁচামরিচ ৬/৭টি, জাফরান ভেজানো দুধ ১ কাপ, জাফরান ১ চিমটি, গোলাপজল ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১/৪ কাপ, ঘি ৩ টেবিল চামচ এবং লবণ স্বাদমতো

প্রস্তুত প্রণালী : মাংস মাখানোর সমস্ত উপকরণ একসঙ্গে মেখে ২/৩ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। এবার চাল ১৫ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর হাঁড়িতে পরিমাণমতো পানি বসিয়ে তাতে লবণ ও আস্ত গরম মসলা দিয়ে ভালো করে পানি ফুটিয়ে তাতে চাল দিন। তারপর চাল আধা সিদ্ধ হলে নামিয়ে ঝরিয়ে নিবেন। এবার যে পাত্রে বিরিয়ানি দমে বসাবেন সেই পাত্রে মেখে রাখা মাংস বিছিয়ে বেরেস্তা, বাদাম, কিশমিশ, আধাসিদ্ধ চাল, জাফরান, বাদাম, গোলাপজল, কাঁচা মরিচ ও জাফরান ভেজানো দুধ দিয়ে ফয়েল পেপার অথবা ময়দার রুটি বানিয়ে হাঁড়ির মুখ চারপাশ দিয়ে মুড়ে বন্ধ করে দিবেন, যাতে করে কোনো ভাপ বের হতে না পারে। এ পর্যায়ে গরম লোহার তাওয়ার উপর হাঁড়ি বসিয়ে মৃদু আঁচে এক থেকে দেড় ঘণ্টা রেখে দিন। সবশেষে ফয়েল পেপার খুলে পছন্দমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন দারুণ মজার 'দম বিরিয়ানি'।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

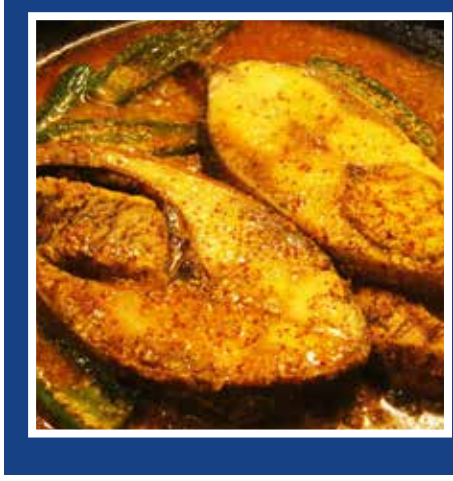

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ইলিশ পোলাও

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ মাছের সঙ্গে সুগন্ধি চালের মেলবন্ধনে তৈরি এ পদটি বিশেষ দিনকে করে তোলা আরও বিশিষ্ট।

উপকরণ: ইলিশ মাছ ৬ টুকরা, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, পেঁয়াজবাটা ৩ টেবিল চামচ, অদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ৪টি,মিষ্টি দই সিকি কাপ,নারকেলের দুধ ১ কাপ, লবণ ১ টেবিল চামচ, পোলাওয়ের জন্য,সুগন্ধি চাল ২ কাপ, কুসুম গরম পানি ৩ কাপ, তেল আধা কাপ, তেজপাতা ১টি

প্রণালি: পোলাওয়ের চাল ২০ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। কড়াইয়ে ৩ টেবিল চামচ তেল গরম করুন আর কাটা পেঁয়াজ ভাজুন যতক্ষণ না পেঁয়াজ বাদামি রঙের হয়ে যায়। নেড়ে এবার বাটা পেঁয়াজ, আদা ও রসুনবাটা যোগ করুন এবং তেল আলাদা না হওয়া পর্যন্ত কষান। প্রয়োজনে মাঝখানে অল্প পানি ছিটিয়ে নিন। ভালো করে কষিয়ে নিন। মসলা তৈরি হয়ে গেলে এতে ফেটানো মিষ্টি দই ও অন্যান্য লবণ দিয়ে দিন। মসলার সঙ্গে ভালোভাবে মেশান। নারকেল দুধ দিয়ে ১০ মিনিট রান্না করুন। হয়ে গেলে মাছ ঢেকে রাখুন, না হলে ঝোল শুকিয়ে যাবে। এবার কড়াইয়ে ১ টেবিল চামচ তেল গরম করুন ও তেজপাতা দিন। তারপর গরম পানির সঙ্গে ইলিশের অর্ধেক ঝোল যোগ করুন এবং মিশ্রণটি ফুটতে দিন। এতে আগে থেকে ভেজানো চাল যোগ করুন এবং ১০ থেকে ২০ মিনিটের জন্য রান্না হতে দিন, অর্ধেক সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। দমে রেখে আরও ১০ মিনিটের জন্য ঢেকে রান্না করুন। এবার চালের ওপর বিছিয়ে ইলিশের টুকরা সাজিয়ে কাঁচা মরিচ দিয়ে আবার ঢেকে মৃদু আঁচে দম দিন।

লেবু পাতায় ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক: লেবুপাতার সঙ্গে ইলিশের দারুণ সম্পর্ক রয়েছে। ইলিশের ঘ্রাণের সঙ্গে লেবু পাতার ঘ্রাণ মিলে খাবার হয়ে ওঠে আরও সুস্বাদু। এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে ইলিশ মাছ। চাইলে রাঁধতে পারেন লেবুপাতায় সবুজ ইলিশ।

উপকরণ : ইলিশ মাছ- ১টি (৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ), পেঁয়াজ বাটা- ১/২ কাপ, কাঁচামরিচ বাটা- ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতা বাটা- দেড় টেবিল চামচ, কালিজিরা- ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া- ১/২ চা চামচ, সরিষার তেল- ১/২ কাপ, লেবুপাতা- ৪/৫টি, লবণ- স্বাদমতো, পানি- পরিমাণমতো

প্রণালি : ইলিশ মাছ পছন্দমতো টুকরা করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। পানি ঝরিয়ে ফেলুন। এবার মরিচের গুঁড়া আর লবণ দিয়ে মাছগুলো মেখে রাখুন।

একটি ননস্টিক প্যানে অল্প তেল গরম করে মাছগুলো হালকা বাদামি করে ভেজে তুলে রাখুন। এবার অন্য একটি হাঁড়িতে বাকি তেল গরম করে কালোজিরা ফোঁড়ন দিয়ে পেঁয়াজ বাটা মিশিয়ে নিন। ভালোভাবে পেঁয়াজ কষানো হলে কাঁচামরিচ বাটা ও ধনেপাতা বাটা মিশিয়ে পরিমাণমতো পানি দিন।

পানি ফুটে উঠলে ভেজে রাখা মাছ দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ৫-৬ মিনিট রান্না করুন। ৫ মিনিট পর চুলা থেকে হাঁড়ি নামিয়ে লেবুপাতা ছড়িয়ে আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখুন। গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন দারুণ মজার পদটি।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রক্ষেপণ ছিল ৭০ বিলিয়ন ডলার, নেমে এসেছে ২০ বিলিয়নের নিচে

১০ পৃষ্ঠার পর

ব্যাংকের সে প্রক্ষেপণ বাস্তব রূপ পায়নি। উল্টো ক্ষয় হতে হতে রিজার্ভ এখন নেমে এসেছে ২০ বিলিয়ন ডলারের ঘরে।

'ইকোনমিক অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ইমপ্লিকেশনস অব কভিড-১৯: বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যান্ড গভর্নমেন্টস পলিসি রেসপন্স' শীর্ষক বিশেষ ওই প্রকাশনায় পরবর্তী দুই বছরে রিজার্ভ নিয়ে প্রক্ষেপণ তুলে ধরা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল, ২০২১ সাল শেষে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হবে ৪ হাজার ৯৫৯ কোটি বা ৪৯ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার। এর পরের বছর ২০২২ সাল শেষে তা উন্নীত হবে ৫৯ দশমিক ৪২ বিলিয়ন ডলারে। আর ২০২৩ সাল শেষে এটি আরো বেড়ে দাঁড়াবে ৬৯ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলারে। বিশেষ ওই প্রকাশনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষণ ছিল, '২০২০ সালে কভিডের মধ্যেও রিজার্ভের আকার ব্যাপক হারে বেড়েছে। এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রেখেছে প্রবাসী আয় ও বিদেশী ঋণের উচ্চপ্রবাহ। আমদানিতে অর্থ পরিশোধ হ্রাস ও ধীরগতির বিপরীতে রফতানি পুনরুদ্ধারের কারণেও রিজার্ভে প্রবৃদ্ধি হয়েছে।'

বাংলাদেশ ব্যাংক কিসের ভিত্তিতে রিজার্ভের প্রক্ষেপণ দিয়েছিল, সেটি বোধগম্য নয় বলে জানান বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'যে গবেষণার ভিত্তিতে অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রক্ষেপণ করেছিল, সেটির পদ্ধতি সঠিক ছিল কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন আসতে পারে। আমার মনে হয় না, এসব গবেষণার আদৌ কোনো গুরুত্ব আছে। গত দুই বছর দেশের অর্থনীতিতে যেসব অঘটন ঘটেছে, সেগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিনির্ধারকদের ভাবনারও বাইরে ছিল। অর্থনৈতিক দুর্যোগ যখন-তখন আসতে পারে। এটি সব সময় পূর্বাভাস দিয়ে হয় না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, অর্থনীতি এতটা নাজুক হলো কেন? যেকোনো দেশের অর্থনীতির দুর্যোগ মোকাবেলার নিজস্ব কিছু শক্তি থাকে। আমাদের সেসব শক্তি গেল কোথায়? তার মানে আমাদের অর্থনীতি অভিঘাত সহ্য করার উপযুক্ত হয়ে বেড়ে ওঠেনি।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের ভুল নীতিকেই রিজার্ভ ক্ষয়ের পেছনের কারণ হিসেবে দেখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের এ অধ্যাপক। তিনি বলেন, 'গত কয়েক বছর কৃত্রিমভাবে ডলারের বিনিময় হার বেঁধে রাখা হয়েছিল। রিজার্ভ যখন শক্তিশালী ছিল, তখন বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে পারত। কিন্তু সেটি করা হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে ক্রমাগতভাবে ডলার বিক্রি করে টাকার মান ধরে রাখার চেষ্টা করছে। এভাবে চলতে থাকলে রিজার্ভের পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। সংকট এত বেশি বেড়েছে যে এখন এক দিকে বাঁধ দিলে অন্য দিক শুকিয়ে যাচ্ছে।'

দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রিজার্ভ ছিল ২০২১ সালের আগস্টে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব হিসাবায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী, ওই সময় রিজার্ভের পরিমাণ ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। এর পর থেকেই শুরু হয় রিজার্ভের ক্ষয়। গত দুই বছরে প্রতি মাসে গড়ে ১ বিলিয়ন ডলার করে রিজার্ভ কমেছে। ১৮ অক্টোবর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী (বিপিএম৬) রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২০ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, ব্যাংকগুলোর আমদানি দায় পরিশোধের জন্য প্রতি মাসে রিজার্ভ থেকে অন্তত ১ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করতে হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারের ঋণ পরিশোধ করতে গিয়েও রিজার্ভের ক্ষয় বাড়ছে। আগামী মাসের (নভেম্বর) প্রথম সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) ১৩০-১৪০ কোটি ডলারের এলসি দায় পরিশোধ করতে হবে। তখন এক ধাক্কায় রিজার্ভের পরিমাণ ১৯ বিলিয়নের ঘরে নেমে আসবে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গণনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস তথা জুলাই থেকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে ঋণপ্রাপ্তির শর্ত হিসেবে এটি অনুসরণ করা হচ্ছে। ২০১২ সাল থেকে আইএমএফের সদস্য দেশগুলো ব্যালান্স অব পেমেন্টস এবং ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়াল (বিপিএম৬) অনুযায়ী রিজার্ভের হিসাবায়ন করে আসছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক তা শুরু করতে সময় নিয়েছে প্রায় এক যুগ। বিপিএম৬ মূলনীতি অনুযায়ী হিসাব করা রিজার্ভও বাংলাদেশের নিট বা প্রকৃত রিজার্ভ নয়। নিট রিজার্ভ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে আইএমএফ থেকে নেয়া এসডিআরসহ স্বল্পমেয়াদি বেশকিছু দায় বাদ দেয়া হয়। সে হিসাবে বাংলাদেশের নিট রিজার্ভের পরিমাণ এখন ১৭ বিলিয়ন ডলারের ঘরে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব হিসাবায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী, ১৮ অক্টোবর রিজার্ভের পরিমাণ ২৬ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন ডলার দেখানো হয়েছে।

রিজার্ভের প্রক্ষেপণ আর বাস্তবতার বিপরীতমুখিতার বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মো. হাবিবুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, 'ভবিষ্যতে কী হবে, কেউ যদি সেটি আগেই জানত তাহলে অর্থনীতি পড়ার প্রয়োজন হতো না। ভবিষ্যৎ আমরা দেখতে পাই না, এজন্যই অর্থনীতি আর অর্থনীতিবিদের প্রয়োজন হয়। যখন রিজার্ভের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রক্ষেপণ করেছিল, তখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ছিল না। অর্থনীতির যেকোনো দিক নিয়ে যখন প্রক্ষেপণ করা হয়, তখন তা করা হয় কতগুলো অনুমানের ওপর ভিত্তি করে। সে অনুমানগুলো সত্য না হলে প্রক্ষেপণ ভুল হবে, সেটিই স্বাভাবিক। দুই বছর আগে যেসব অনুমানের ওপর ভিত্তি করে রিজার্ভের বিষয়ে প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল, সেগুলো ঘটেনি। এ কারণে রিজার্ভ না বেড়ে কমে গেছে।'

রিজার্ভের অস্বাভাবিক ক্ষয়ের জন্য কেবল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে দায়ী করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যেই উঠে এসেছে, দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্ষয়ের সূচনা হয়েছিল ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর ছয় মাস আগে। এর শুরু হয় রিজার্ভ থেকে অব্যাহতভাবে ডলার বিক্রির মাধ্যমে। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত শুরু হয় ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে। আর ২০২১ সালের আগস্টে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেবল ২০২১-২২ অর্থবছরে রিজার্ভ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলার বিক্রির পরিমাণ ছিল ৭ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার। এরপর ২০২২-২৩ অর্থবছরে রিজার্ভ থেকে রেকর্ড ১৩ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করা হয়েছিল। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সাড়ে তিন মাসেই রিজার্ভ থেকে ৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিক্রি করতে হয়েছে। মূলত দেশের ব্যাংকগুলোর আমদানি ঋণপত্রের (এলসি) দায় ও বিদেশী ঋণ পরিশোধের জন্য এ ডলার বিক্রি শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

ডলার সংকট কমাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুরু থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের আমদানির লাগাম টেনে ধরেছিল। এজন্য এলসি খোলার শর্ত কঠোর করা হয়। ব্যাংকগুলোও ডলার সংকটের কারণে নিজেদের এলসি খোলা কমিয়ে দেয়। ফলে অর্থবছর শেষে আমদানির পরিমাণ প্রায় ১৬ শতাংশ কমে গেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসেও (জুলাই-আগস্ট) আমদানির পরিমাণ ২২ দশমিক ৪৭ শতাংশ কমেছে। ডলার সংকটের কারণে ব্যাংকগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির এলসিও খুলতে পারছে না। আবার দেশের অনেক ব্যাংক এখনো নির্দিষ্ট সময়ে এলসি দায় পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছে।

আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে এনেও ডলার সংকট কাটানোর চেষ্টায় সফল হতে পারেনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বরং রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের বড় বিপর্যয় সম্প্রতি এ সংকটকে আরো উসকে দিয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৩ দশমিক ৩৪ শতাংশ কমেছে। সর্বশেষ সেপ্টেম্বরে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১৩৪ কোটি ডলার, যা গত ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। ডলারের বিনিময় হার নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর অবস্থানের কারণেই রেমিট্যান্সের বড় পতন হয়েছে বলে মনে করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা। চলতি অক্টোবরের শুরু থেকে ডলারের দর নিয়ে আবারো উদার নীতি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ফলে চলতি মাসের প্রথম ২০ দিনে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। ২০ অক্টোবর পর্যন্ত ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১২৫ কোটি ডলারের।

তবে দেশে যে পরিমাণ ডলার ঢুকছে, এখনো তার চেয়ে বেশি পরিমাণে বেরিয়ে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় নেতিবাচক ধারায় চলে গেছে দেশের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট বা আর্থিক হিসাব। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টের ঘাটতি ছিল ২ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলার, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসেই (জুলাই-আগস্ট) ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টের ঘাটতি ২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এ কারণে ডলারের সংকট কিংবা রিজার্ভের ক্ষয় শিগগিরই কমে আসার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

অর্থনীতিবিদদের সুপারিশ উপেক্ষা করে গত এক দশক ডলারের বিপরীতে টাকার শক্তিশালী অবস্থান ধরে রেখেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। গত বছরের শুরুতেও দেশে প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৫ টাকা। বর্তমানে ব্যাংকগুলোয়ই প্রতি ডলার ১১০ টাকা ৫০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছে। এ সময়ে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। দেশের ইতিহাসে স্বল্প সময়ে টাকার এত বড় অবমূল্যায়ন এর আগে কখনো দেখা যায়নি। বর্তমানে দেশের খুচরা বাজারে (কার্ব মার্কেট) প্রতি ডলার ১১৯-১২০ টাকায় লেনদেন হচ্ছে।

রিজার্ভের ক্ষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে অর্থনীতিবিদ ড. আহসান এইচ মনসুর বণিক বার্তাকে বলেন, 'দুই বছর আগে বিশ্ববাজারে কম সুদে ঋণ পাওয়া যেত। আমদানি একেবারেই কমে গিয়েছিল। আমদানি দায়ও পরিশোধ করতে হয়নি। বিপরীতে রেমিট্যান্সে বড় প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। বিদেশযাত্রা বন্ধ থাকায় ডলারের ওপর তেমন কোনো চাপও ছিল না। এ কারণে কোনো কিছু না করেই সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক দেখল, অর্থনীতি আকাশে উড়ছে।' তিনি বলেন, 'সে সময় রিজার্ভের পরিমাণ ৩০ থেকে বেড়ে এক ধাক্কায় ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উঠে যায়। এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করেছিল, রিজার্ভ বাড়তেই থাকবে। রিজার্ভ থেকে বেসরকারি খাতে ঋণ দেয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। তখন আমাদের মতো মানুষগুলো সংযত হওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা? দুই বছর পর এখন দেখা যাচ্ছে, সব জায়গায় হাহাকার। আসলে সঠিক সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে অর্থনীতি কখনই টেকসই হয় না।' - হাছান আদনান, দৈনিক বণিকবার্তা

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.

363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

York Holding Realty

Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- **Now Hiring Sales Persons**
- **Free Training** (Free course fees for selected people)
- **Earn up to 300K Yearly**

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- ☑ TAX FILING
- ☑ NOTARY PUBLIC
- ☑ IMMIGRATION
- ☑ TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490

OPEN 7 DAYS A WEEK

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকের প্রক্ষেপণ ছিল সর্বোচ্চ ৮১ বিলিয়ন ডলার, ঠেকেছে ৯৯ বিলিয়নে

১০ পৃষ্ঠার পর

ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি বিভাগের তৈরি করা ওই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল ২০২১ সালের মার্চে। প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের বিদেশী ঋণপ্রবাহের চিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এতে সরকারি-বেসরকারি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বিদেশী ঋণকে আমলে নেয়া হয়।

বিশেষ ওই প্রকাশনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষণ ছিল, ২০২০ সালে বিদেশী ঋণ বাড়ে ৪ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন ডলার। আশা করা যায়, ২০২১ সালে বিদেশী ঋণপ্রবাহ বাড়বে। এরপর স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পরিস্থিতি বিরাজমান থাকলে ২০২৩ সালে বিদেশী ঋণের স্থিতি ৭৬ দশমিক ২৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াতে পারে। দেশে বিদেশী ঋণের ওপর নির্ভরশীল অনেক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। আরো অনেক মেগা প্রকল্প পাইপলাইনে রয়েছে। এ অবস্থায় বিদেশী ঋণ উচ্চাভিলাষী মাত্রায় বাড়লে ২০২৩ সালে তা ৮০ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকতে পারে।

চিন্তার সরলীকরণের কারণেই বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রক্ষেপণ আর বাস্তবতার বিস্তর ফারাক তৈরি হচ্ছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক এ গভর্নর বণিক বার্তাকে বলেন, 'অর্থনীতির নানা পূর্বাভাস ও প্রক্ষেপণ দেয়ার সময় আমাদের নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠানগুলো দায়সারা কাজ করে। তারা সরকারের মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পূর্বাভাস দেয়। এ কারণে পূর্বাভাস ও বাস্তবতার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। দুই বছর আগে বিদেশী ঋণ ও রিজার্ভ নিয়ে পূর্বাভাস দেয়ার সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের চিন্তার সরলীকরণ ঘটেছিল। ওই সময় চ্যালেঞ্জগুলোকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। এ কারণে কোনো হিসাব মেলানো সম্ভব হচ্ছে না।'

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো অত্যন্ত নাজুক। সামান্য অভিঘাতেই এটি ভেঙে পড়েছে। দুই বছর ধরে বিশেষজ্ঞরা বলে আসছিলেন, দেশের অর্থনীতির বর্তমান সংকটের অভ্যন্তরীণ কারণই বেশি। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিনির্ধারকরা বলে আসছিলেন, ইউক্রেন যুদ্ধসহ বহিস্থ কারণে অর্থনীতি সংকটে পড়েছে। এতদিন পর এসে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও বলা হচ্ছে, অর্থনীতিতে ভেতরের সমস্যা বেশি। চিন্তার এ পরিবর্তন আগে হলে অর্থনীতি এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতো না।'

সরকারি অন্যান্য মেগা প্রকল্পের পাশাপাশি গত এক দশকে বিদ্যুৎ খাতে বিপুল পরিমাণ বিদেশী ঋণ এসেছে। যেমন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ১১ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলার ঋণ এসেছে রাশিয়া থেকে। পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ২ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার ঋণ নেয়া হয়েছে চীন থেকে। আর রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার ঋণসহায়তা ভারত থেকে নেয়া হয়েছে। এছাড়া মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ অন্যান্য প্রকল্প ঘিরে জাপান থেকে ৪৩ হাজার ৯২১ কোটি টাকা মূল্যের ঋণসহায়তা নেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন শেষে দেশের সরকারি-বেসরকারি খাতে বিদেশী ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৯৮ দশমিক ৯৩ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৭৬ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে সরকার ও সরকারি সংস্থা। বিভিন্ন দেশ ও বহুজাতিক সংস্থা থেকে নেয়া ঋণের উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিনিয়োগ হয়েছে। বাকি ২২ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে দেশের বেসরকারি খাত। সরকারি-বেসরকারি বিদেশী ঋণের বর্তমান স্থিতি দেশের মোট জিডিপির ২১ দশমিক ৮ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মোট বিদেশী ঋণের মধ্যে ৮২ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলারই দীর্ঘমেয়াদি। আর ১৬ দশমিক শূন্য ৩ বিলিয়ন ডলার স্বল্পমেয়াদি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে বিদেশী উৎস থেকে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৪১ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৩৪ দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলার ছিল দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। বাকি ৬ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন ডলার ঋণ ছিল স্বল্পমেয়াদি। ওই অর্থবছরে বিদেশী ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ৯ দশমিক ৭ শতাংশ। ওই সময় বিদেশী ঋণ ছিল দেশের মোট জিডিপির ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ। এর পর থেকে বিদেশী ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে উচ্চহারে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এটি ১৯ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। আর ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদেশী ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৬ দশমিক ৯ শতাংশে।

সরকারের পাশাপাশি দেশের বেসরকারি খাতে বিদেশী ঋণ বেড়েছে দ্রুতগতিতে। ২০১৭ সালেও দেশের বেসরকারি খাতে বিদেশী ঋণের পরিমাণ ছিল ১২ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরে বেসরকারি খাতে বিদেশী এ ঋণের পরিমাণ ২৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে বেসরকারি খাতে বিদেশী ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলার। তবে এর পর থেকে পরিশোধের চাপে বেসরকারি খাতে ঋণ স্থিতি কমেছে। চলতি বছরের জুনে এসে এ ঋণের স্থিতি ২২ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মুস্তফা কে মুজেরী মনে করেন, গত দুই-তিন বছরে বিশ্বে অপ্রত্যাশিত বেশকিছু ঘটনা ঘটেছে। কভিড শুরুর আগে কেউ ভাবেনি মহামারীর কারণে বিশ্ব অর্থনীতি এতটা স্থবির হয়ে যেতে পারে। আবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম যেভাবে বেড়ে গিয়েছিল, সেটিও ছিল ভাবনার বাইরে। এসব কারণে পূর্বাভাস অনুযায়ী দেশের অর্থনীতি এগোয়নি। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক এসব পূর্বাভাস দেয়ার আগে আরেকটু দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারত। কারণ যেকোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পূর্বাভাস অর্থনীতির নীতি প্রণয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিদেশী ঋণ প্রক্ষেপণের তুলনায় অনেক বেড়ে গেলেও রিজার্ভের ক্ষেত্রে বিপরীতটি ঘটেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই প্রকাশনায় বলা হয়েছিল, ২০২২ ও ২০২৩ সালে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ১০ বিলিয়ন ডলার করে যুক্ত হবে। সব মিলিয়ে ২০২৩ সাল শেষে দেশের রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়াবে ৭০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের সে প্রক্ষেপণ বাস্তব রূপ পায়নি। উল্টো ক্ষয় হতে হতে রিজার্ভ এখন ২০ বিলিয়ন ডলারের ঘরে নেমে এসেছে। - হাছান আদনান, দৈনিক বণিকবার্তা

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

SUMMER PROGRAM CAMPS

FROM JUNE TO SEPTEMBER

KT KHAN'S TUTORIAL

ADVANCED ENRICHMENT CAMP GRADES 3 - 8

NEW YORK STATE WRITING, ELA, MATH EXAMS

TUESDAY - THURSDAY: IN-PERSON OR
FRIDAY - SUNDAY: DIGITALLY

LEARN NEXT YEAR'S MATERIAL AHEAD OF TIME!

FAMILIES WIN MEDALS AND OFFICIAL CERTIFICATES

SPECIALIZED HIGH SCHOOLS ADMISSIONS TEST (SHSAT)

ENROLLING ALL 6TH, 7TH, & 8TH GRADERS

TUESDAYS - FRIDAYS: BOOTCAMPS & WORKSHOPS
SATURDAYS / SUNDAYS: GROUP CLASSES

SHSAT TEST DATE: OCTOBER 2023
NEXT KHAN'S DIAGNOSTIC: JUNE 24, 2023

4,000 ACCEPTANCES! MOST ACCEPTANCES IN NYC!

SAT & COLLEGE ADMISSIONS REGENTS & HIGH SCHOOL SUBJECTS

2023 SAT TEST DATES: JUNE, AUGUST, OCTOBER

TUESDAY - FRIDAY: SAT SUMMER ELITE
SATURDAY - SUNDAY: SAT SUMMER PREMIUM

NEW STUDENTS ALSO RECIEVE OUR KHAN'S SAT BOOKS FOR FREE!

FREE COLLEGE ADMISSIONS WORKSHOPS

FEATURED IN:

WSJ BBC SPECTRUM NEWS1 PBS NEWSHOUR

CALL NOW AT 718-938-9451 OR VISIT KHANSTUTORIAL.COM

বিএনপি নেতাদের সঙ্গে নৈশভোজের ব্যাখ্যা দিলো ঢাকার মার্কিন দূতাবাস

৯ পৃষ্ঠার পর

খাতের কৃষি ব্যবসা বিষয়ক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'যুক্তরাষ্ট্র গতবছর ৯০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি কৃষিপণ্য বাংলাদেশে রপ্তানি করেছে। কৃষি ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে সয়াবিন, গম, তুলাসহ বিভিন্ন পণ্য বাংলাদেশে সরবরাহ করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারবে।'

'বৈঠকে ঋণপত্রসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতা মোকাবিলা ও রপ্তানি বাড়াতে কৃষি ব্যবসায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন রাষ্ট্রদূত ও কৃষি অ্যাটাসে', যোগ করে মার্কিন দূতাবাস।

এর আগে, গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় গুলশানে বিএনপিপন্থি ব্যবসায়ী সৈয়দ আলতাফ হোসেনের বাসায় যান মার্কিন রাষ্ট্রদূত। নৈশভোজে বিদেশি কূটনীতিকদের মধ্যে ছিলেন- সিঙ্গাপুর দূতাবাসের ইউসুফ এম আশরাফ, শিলা পিল্লাই, মার্কিন দূতাবাসের চিফ পলিটিক্যাল কাউন্সিলর শ্রেয়ান সি. ফিজারল্ড প্রমুখ।

বিএনপি নেতাদের মধ্যে নৈশভোজে অংশ নেন- দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জয়নুল আবদিন ফারুক, বরকত উল্লাহ বুলু, আবদুল আউয়াল মিন্টু, আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য তাবিথ আউয়াল, গাজীপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ফজলুল হক মিলন, নির্বাহী কমিটির সদস্য মীর হেলালসহ অর্ধশতাধিক নেতা।

নৈশভোজে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীও অংশ নেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

তফসিল ঘোষণা থেকেই বর্তমান সরকার নির্বাচনকালীন সরকার

৯ পৃষ্ঠার পর

পদক্ষেপ নিয়েছে।'

আইনমন্ত্রী বলেন, 'সংবিধানে বলা আছে, নির্বাচন কখন হবে, সেই অনুসারে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে। আমরা চাই, সবাই নির্বাচনে আসুক এবং নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হবে। সংবিধান অনুসারে ৩০ অক্টোবর থেকে ৩০ জানুয়ারি এই নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচনের বাধ্যবাধকতা।'

৩০ অক্টোবর থেকেই কি নির্বাচনকালীন সরকার? সংবিধান কী বলে?প্রশ্ন করা হলে আইনমন্ত্রী বলেন, 'আমি পরিষ্কারভাবে বলেছি, সংবিধানে নির্বাচনকালীন সরকার বলে কিছু নেই। এখন কথা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালেও এটা করেছেন, তার কারণ তিনি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এটা করেছেন। এখন তার ওপর নির্ভর করে তিনি কীভাবে নির্বাচনকালীন সরকার দেবেন, বা কী করবেন, কী করবেন না। আবার সংবিধান অনুযায়ী যদি আমরা বলি, যখন নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ঘোষণা করবে, সেই মুহূর্ত থেকে এই সরকার নির্বাচনকালীন সরকার।'

সংবিধান সংশোধনের জন্য ৩০ অক্টোবর আইন মন্ত্রণালয়ের অভিমুখে ঘেরাও কর্মসূচি দিয়েছে বিএনপি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'এ ব্যাপারে শুধু আমি একটা কথাই বলতে চাই, রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়ার অধিকার তাদের আছে। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে একটি বিষয় আমি পরিষ্কার বলে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংসদ পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করেছে। এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারা ফিরিয়ে আনার কোনো সম্ভাবনা নেই। এবং এটাকে আবার রিভিজিট করে সংবিধান সংশোধনের কোনো সম্ভাবনা নেই।'

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
(F Train to 179th Street (South Side))
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes
NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!
BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!
Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

VISA MasterCard Discover — Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SEC

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

বাংলাদেশ সরকারের যে নীতি হুন্ডির সহায়ক, জানালেন বিশ্বব্যাংকের সাবেক অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ

১০ পৃষ্ঠার পর

আবাসিক মিশনের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থসচিব খাইরুল আলম, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও প্রধান অর্থনীতিবিদসহ সংশ্লিষ্টরা।

ড. জাহিদ বলেন, 'দেশে চলমান ডলার সংকট নিরসনে নতুন করে ঘোষিত আড়াই শতাংশ প্রণোদনার সিদ্ধান্ত দীর্ঘ মেয়াদে কার্যকর করতে ডলার রেট পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। তা না হলে ডলার অবৈধ চ্যানেলে লেনদেনের পথটা শক্তিশালী হবে। পাশাপাশি বাজারের নজরদারি বাড়াতে হবে।'

দুর্দশাগ্রস্ত ঋণের বিষয়ে জানতে চাইলে অর্থনীতিবাদ জাহিদ হোসেন বলেন, 'খেলাপি ঋণ ছাড়াও যে দুর্দশাগ্রস্ত ঋণগুলো ছিল সেগুলো এরই মধ্যে প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু সেগুলো নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইন বাস্তবায়ন করাটা খুব জরুরি।'

তিনি আরও বলেন, 'সম্প্রতি ব্যাংকের পক্ষ থেকে রেমিট্যান্স কেনার ক্ষেত্রে আড়াই শতাংশ পর্যন্ত প্রণোদনা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, দীর্ঘ মেয়াদে এটা কাজে আসবে না। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত ডলারের অফিশিয়াল এবং আনঅফিশিয়াল রেটে পার্থক্য থাকবে ততক্ষণ রেমিটাররা অবৈধ পথেই ডলার পাঠাবেন।'-সূত্র দৈনিক আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের দেড় ডজন ঋণখেলাপি পালিয়েছেন কানাডায়

১০ পৃষ্ঠার পর

মতে, দুই ঋণখেলাপিকে সরকার ফেরাতে পারলে দেশের ব্যাংক খাতে মাইলফলক সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি কমে আসবে লুটপাটও।

এর আগে চলতি বছরের ৯ মে চট্টগ্রাম অর্থঋণ আদালত মহসিনকে দেশে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন। আদালত জানতে পারেন, তিনি বর্তমানে কানাডায় রয়েছেন। খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য এই ব্যবসায়ীকে দেশে ফেরত আনতে অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে নির্দেশ দেন আদালত।

এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ ড. মইনুল ইসলাম বলেন, আদালতের এমন আদেশ ব্যাংক খাতের জন্য ইতিবাচক। রায় বাস্তবায়নের উদ্যোগও ইতিবাচক। তবে সরকারের উদ্যোগ কতটুকু সফল হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কেননা যারা টাকা পাচার করে বিদেশে গেছেন, তারা সবাই পরিবার-পরিজন নিয়ে অভিবাসন নিয়েছেন। নাগরিকত্ব নিয়ে পাচারকৃত টাকা ওই দেশে বৈধ করেছেন। ওই দেশের সরকার কেন তাদের নাগরিককে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে? অর্থঋণ আদালতের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জিয়া হাবিব আহসান বলেন, ঋণখেলাপিদের এ চক্র ভাঙতে চট্টগ্রাম অর্থঋণ আদালতের বিচারক মুজাহিদুর রহমান বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়নে সরকারও উদ্যোগ নিয়েছে। এটি সফল হলে ব্যাংক খাতে লুটপাট কমে যাবে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রামের ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড জুবলি রোড শাখার ২০১ কোটি টাকার অর্থঋণ মামলায় মেসার্স মুছা অ্যান্ড ইছা ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের ১৮ জানুয়ারি ডিক্রি জারি হয়। একই বছরের ৫ মে ডিক্রি বাস্তবায়নে একটি জারি মামলা হয়। খেলাপি ঋণ পরিশোধে মহসিনকে ৬ মাসের আটকাদেশসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইস্যু করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আরও ৫টি অর্থঋণ জারি মামলা চলমান। গত ৯ অক্টোবর এবি ব্যাংকের মামলায় ঋণখেলাপি আশিকুর রহমান লস্করের বিরুদ্ধে ১ হাজার ১২৫ কোটি টাকার ডিক্রি দেন আদালত। লস্করকে দেশে ফেরাতে অর্থ বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব ও বাংলাদশে ব্যাংকের গর্ভনরকে আদেশের অনুলিপি পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

জানা গেছে, চট্টগ্রামের অন্তত দেড় ডজন শীর্ষ ঋণখেলাপি সপরিবারে কানাডায় পালিয়ে গেছেন। তাদের মধ্যে হাজার কোটি টাকা নিয়ে মেসার্স ইয়াছির এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ মোজাহের হোসেন, ৮০০ কোটি টাকা নিয়ে ম্যাক ইন্টারন্যাশনালের মালিক জয়নাল আবেদিন, ৬০০ কোটি টাকা নিয়ে সীতাকুণ্ডের জাহাজভাঙা ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন কুসুম, ৫২৫ কোটি টাকা নিয়ে লিজেন্ড হোল্ডিংসের স্বত্বাধিকারী এসএম আবদুল হাই, মিশম্যাক গ্রুপের কর্ণধার মিজানুর রহমান শাহীন ও হুমায়ুন কবির, প্যাসিফিক মেরিন সার্ভিসের স্বত্বাধিকারী আবু সালেহ মো. জাফর, বাগদাদ গ্রুপের কর্ণধার ফেরদৌস খান আলমগীর, ইফফাত ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী দিদারুল আলম ও ইমাম গ্রুপের কর্ণধার মোহাম্মদ আলী কানাডায় পালিয়ে গেছেন।- আহমেদ কুতুব, দৈনিক সমকাল, চট্টগ্রাম

আমাদের মূল কাজ গাজায় রক্তপাত থামানো বললেন পুতিন

নিরপরাধ লোকজনকে দেয়া যাবে না।

'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলতে পারে, তবে সেই যুদ্ধের নামে নারী, শিশু ও বয়স্ক লোকজনকে হত্যা করা, দিনের পর দিন লাখ লাখ মানুষকে খাদ্য, পানি, স্বাস্থ্যসেবা ও বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত করে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়াড় এসব পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য।'- খবর রয়টার্সের।

নিন্দা জানানোর মধ্যেই আছে আরব দেশগুলো

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ হামাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পশ্চিমা দেশগুলোকে সামরিক জোট গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। এর বিপরীতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান, হামলার নিন্দা, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব, ত্রাণ সহায়তা -এসবের মধ্যেই নিজেদের কার্যক্রম সীমিত রেখেছে। মিশর ও জর্ডান তাদের ভূমিতে ফিলিস্তিনিদের প্রবেশ করতে হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। সৌদি আরব জানিয়েছে, তারা যুদ্ধে বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করছে। গত ২৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার যৌথ বিবৃতিতে বাহরাইন, মিশর, জর্ডান, কুয়েত, মরক্কো, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বলেছেন, আত্মরক্ষার অধিকার আইন ভঙ্গ ও ফিলিস্তিনিদের অধিকারকে উপেক্ষা করার ন্যায্যতা দেয় না। তারা গাজা উপত্যকায় জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি এবং ইসরায়েলি হামলাকে ফিলিস্তিনিদের প্রতি যৌথ শাস্তি হিসাবে বর্ণনা করে এর নিন্দা জানিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন সংশয় জানানোর পর নিহতের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করল গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

১২ পৃষ্ঠার পর

যায়।'বুধবার হোয়াইট হাউসে এক ব্রিফিংয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়েছিলেন, ইসরায়েল ও হামাসের চলমান যুদ্ধে নিহত ফিলিস্তিনিদের যে সংখ্যা জানাচ্ছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ, তাতে আস্থা নেই তার। তিনি বলেছিলেন, 'যুদ্ধ শুরু হলে নিরপরাধ লোকজনকে প্রাণ দিয়ে তার মূল্য শোধ করতে হয়। আমি নিশ্চিত যে ইসরায়েলের অভিযানে বেসামরিক লোকজন প্রাণ হারাচ্ছেন।' 'কিন্তু ফিলিস্তিন নিহতের যে সংখ্যা জানাচ্ছে, তার সত্যতা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই।

গাজায় স্থল অভিযান চান না অর্ধেক ইসরায়েলি-নতুন জরিপ প্রকাশ

১২ পৃষ্ঠার পর

হয়েছিল। তখন প্রায় ৬৫ শতাংশ ইসরায়েলি মতামত দিয়েছিলেন তারা চানড় গাজায় সেনারা গিয়ে হামাসকে নির্মূল করুক। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছেন অনেকে।

নতুন এ জরিপটি চালিয়েছে ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যম মারিভ। এই জরিপে অংশ নেওয়া ৪৯ শতাংশ ইসরায়েলি জানিয়েছেন, তারা গাজায় স্থল অভিযান চান না। ২৯ শতাংশ স্থল হামলার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। আর ২২ শতাংশ কোনোটিরই পক্ষে মত দেননি।

সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, গত ১৯ অক্টোবর একই প্রশ্নে চালানো জরিপে ৬৫ শতাংশ ইসরায়েলি গাজায় হামলা চালানোর পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এরমাধ্যমেই ফুটে উঠেছে ইসরায়েলিরা গাজায় স্থল অভিযানের পরিকল্পনার সমর্থন থেকে সরে আসছেন।

সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, মূলত হামাস তাদের হাতে আটক চার বন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার পর সাধারণ মানুষের মতামতে পরিবর্তন এসেছে। তারা এখন চান কূটনীতির মাধ্যমে বন্দিদের ছাড়িয়ে নেওয়ার পথে হাঁটা হোক।

এদিকে হামাস জানিয়েছে, ইসরায়েলের অব্যাহত বোমা হামলায় তাদের কাছে থাকা অন্তত ৫০ জিম্মি প্রাণ হারিয়েছেন। তবে তাদের এ দাবির সত্যতা যাচাই করতে পারেনি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো।

রক্তের বিভাজন

১৫ পৃষ্ঠার পর

সুনীল বলে, মা আপনি এগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন না। ভাগ্যে থাকলে টাকা আবার হবে। আগে আপনি সুস্থ হয়ে নিন। কথা শেষ করেই সুনীল বসা থেকে উঠে কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়।

মা তুমি একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো। বলে তানিয়াও কেবিন থেকে বেরিয়ে হাসপাতালের ওয়েটিং রুমের চেয়ার যেয়ে বসে। হাসপাতালের মেঝের দিকে তাকিয়ে আনমনে পায়ের আঙুলগুলো নাড়াতে থাকে আর ভাবে, শেষ পর্যন্ত সুনীল নিজের এতো কষ্টের জমানো টাকাগুলো মায়ের জন্য দিয়ে দিবে? তাছাড়া আর তো কোনো উপায়ও নেই! আমার অফিসের লোনের অপেক্ষায় থেকে থেকে যদি মায়ের কিছু হয়ে যায়! এ কথা ভাবতেই মুহূর্তেই একটা ভয়ানক ভয় তাকে আঁকড়ে ধরে। তার গলা শুকিয়ে আসে। মাকে ছাড়া নিজেকে বড় অবলম্বনহীন মনে হয়। মায়ের মুখটা তার স্মৃতিতে ভাসতে থাকে।

ওয়েটিং রুমে তানিয়াকে বিষন্ন, একাকী বসে থাকতে দেখে সুনীল তার পাশে এসে বসে। কাঁধে হাত রাখে। মলিন মুখখানি দেখে বলে, অত ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তানিয়া মুখ তুলে সুনীলের চোখের দিকে তাকায়। সুনীল যেন ওর বুকের কাঁপন টের পায়।

সুনীলের কথায় তানিয়ার নিজেকে খানিকটা নির্ভার মনে হয়। সে ওড়না দিয়ে চোখ মোছে। হাতের আঙুলগুলোর সাহায্যে চুলগুলো ঠিক করে নেয়। এখন তার মুখে আর কোনো দুঃসহ চিন্তার চিহ্ন নেই।

পরদিন অপারেশনের জন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে অপারেশন থিয়েটারে যাবার আগে ডাক্তার জানান, পেশেন্টের জন্য 'ও পজেটিভ' ব্লাড লাগবে। আপনারা ডোনার রেডি রাখুন। যাতে প্রয়োজন হলেই আমরা ব্লাড কালেক্ট করতে পারি।

ডক্টর, ব্লাড নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। আমার ব্লাড গ্রুপ 'ও পজেটিভ'। সুনীল বলে।

ঠিক আছে। আপনি তাহলে আসুন আমাদের সঙ্গে।

তানিয়াও সুনীলের পিছু নিয়ে যেতে চাইলে তানিয়ার মা তার ডান হাতটা ধরে মৃদু টান দেন। শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলেন, দাঁড়া। তোরে একটা কথা কওনের আছিল।

তানিয়া বিব্রত চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে- কি কথা? বল।

আমি জানি, তুই চাইলেই সুনীলের টাকা ফেরত দিতে পারবি। তার জন্য হয়তো কিছুটা সময় লাগব। সেইজন্যই তখন ওর কাছ থেইকা টাকা নেয়ার ব্যাপারে আর কোনো কথা আমি বাড়াই নাই। তাই বইলা কোনো হিন্দুর রক্ত আমার শরীরে থ াকব, সেইটা তো হইতে পারে না। আমি মইরা গেলেও সুনীলের রক্ত আমার শরীরে দিবি না। দরকার হইলে রক্তের ব্যবস্থা তুই অন্য কোথাও থেইকা কর।

মায়ের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তানিয়া। চোখ দুটো স্থির, নিস্পলক চেয়ে থাকে মায়ের উদ্ধত চাহনির দিকে। একটা গাঢ় নিস্পৃহতা পেয়ে বসে তাকে। অসীম এক শূন্যতা উপহাস করে। অসম্ভব অর্ন্তজালার উত্তাপে চোখ দুটো থেকে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ে।

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন বাইডেনের বেসামরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতের তাগিদ

১২ পৃষ্ঠার পর

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া ম্যালোনি এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রিসি সুনাকের সঙ্গে কথা বলেন।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের হামাস যোদ্ধারা ইসরায়েলে আকস্মিক হামলা চালায়। এতে ইসরায়েলের ১৪০০ লোক প্রাণ হারায়। হামাস প্রায় ২০০ ইসরায়েলিকে জিম্মি হিসেবে আটক করে। এর জবাবে ইসরায়েল গাজায় বোমা বর্ষণ শুরু করে। গাজায় অব্যাহত বোমা বর্ষণে ৪ হাজার ৬০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে। গাজায় চলছে ভয়াবহ মানবিক সংকট। রোববার গাজায় দ্বিতীয় ধাপে ১৭টি ত্রাণবাহী ট্রাক প্রবেশ করেছে। নেতারা গাজায় খাদ্য, পানি ও চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিতে সমন্বয়ের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। বিবৃতিতে হামাস কর্তৃক দুই জিম্মিকে মুক্তি দেয়াকে স্বাগত এবং সব জিম্মিকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। পৃথকভাবে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে কথা বলেছেন বাইডেন। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, তারা উত্তেজনা প্রতিরোধ এবং মধ্যপ্রাচ্যে একটি টেকসই শান্তির জন্য কাজ করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।-খবর রয়টার্সের।

জনগণ কোন পক্ষে

১৬ পৃষ্ঠার পর

অভিজ্ঞতা অচেনা নয় আমাদের। সুষ্ঠু নির্বাচনের আরও লাভ রয়েছে। নির্বাচন সুষ্ঠু হলে ক্ষমতা হারানোর ভয় থাকে। ক্ষমতা হারালে গণমাধ্যমে উন্মোচিত হওয়ার, মামলার মুখে পড়ার ও হয়রানির শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে ক্ষমতাসীন দলগুলো কিছুটা হলেও রয়েসয়ে খারাপ কাজ করে। সাজানো নির্বাচন নিশ্চিত হয়ে গেলে এই ভয় থাকে না। তখন বিরোধী দল শুধু নয়, ন্যায়সংগত দাবি ও অরাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নির্যাতনও সীমাহীন হয়ে ওঠে। কোটা সংস্কার আন্দোলন, এমনকি রাজপথে শিশু-কিশোরদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় আমরা সবাই এসব দেখেছি। বাংলাদেশের ইতিহাস বলে যে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে ক্ষমতার পালাবদল হয়। ফলে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষে পছন্দমতো লোকদের বসিয়ে এগুলোকে পুরোপুরিভাবে নিজ দলের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায় না। নতুন সরকার এলে আগের আমলে বৈষম্যের শিকার ব্যক্তিরা পুরস্কৃত হন। এ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাচর্চায় কিছুটা হলেও ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু সাজানো নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করা হয় বলে এ ভারসাম্য তখন আর থাকে না। প্রতিষ্ঠান তখন হয়ে ওঠে জবাবদিহিহীন। বিরোধী দল শুধু নয়, সাধারণ মানুষকে পোহাতে হয় অসীম ভোগান্তি।

সুষ্ঠু নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় সুবিধার ভারসাম্যমূলক বণ্টন হয় বলে এতে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অসাম্য কম মাত্রায় থাকে। সংসদে ও রাজপথে শক্তিশালী বিরোধী দল, তুলনামূলক মুক্ত গণমাধ্যম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় জনগণের কিছুটা হলেও অংশগ্রহণ থাকে বলে শাসনকাজে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। উন্নয়নের মনগড়া বয়ান তৈরি করা কষ্টকর হয়ে ওঠে।

৪.

সুষ্ঠু নির্বাচনে তাই জনগণ লাভবান হয়। তাতে যে-ই ক্ষমতায় আসুক, তাদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা তুলনামূলকভাবে অনেক কম থাকে। কাজেই পাঁচ বছর পরপর সুষ্ঠু নির্বাচন হলে জনগণ হারে না। জনগণ হেরে যায় পাঁচ বছর পরপর সাজানো নির্বাচন হলে, এটা হতেই থাকলে। আমরা সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণির অনেকে এই সত্যটা বুঝি না বা বুঝতে চাই না। বরং দু-দুটো সাজানো নির্বাচনের পরও বর্তমান রাজনৈতিক সংকটকে শুধু আওয়ামী লীগ-বিএনপির দ্বৈরথ হিসেবে দেখি। এভাবে নিজেরাই সাজানো নির্বাচনপ্রক্রিয়ার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠি।

জনগণের অধিকারের প্রতি ন্যূনতম আস্থা থাকলে আমাদের সুষ্ঠু নির্বাচনের সঙ্গে জনস্বার্থের সম্পর্ক স্বীকার করতে হবে, এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার বা পক্ষ হিসেবে জনগণকে দেখতে হবে। সুষ্ঠু নির্বাচন এ দেশে কীভাবে সম্ভব, তা এ দেশের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী ইতিহাস থেকে সততার সঙ্গে খুঁজে বের করতে হবে। এ কাজ খুব কঠিন নয়। আসিফ নজরুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

যুদ্ধ, ভূ-রাজনীতি, অর্থনীতি ও তার পেছনের

২০ পৃষ্ঠার পর

এতো তাড়াতাড়ি ভুলে গেলাম? অবশ্য 'গোল্ড ফিস মেমোরি' বলে আমাদের খ্যাতি রয়েছে। আমরা প্রায়ই ভুলে যাই, গোড়া কেটে আগায় পানি ঢাললে চোখের পানিতে ভেসে যাই। অতীতের একটা ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং সেই আবেগে ভর করে হাজার ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেও আমরা অতীতের ঘটনাটিকেই স্মরণে রাখি। অন্য ঘটনাগুলোকে সেই একটা ঘটনা দিয়ে সর্বজনীন করে ফেলি। আমরা এমনই আবেগপ্রবণ 'বেকুব'। আবেগ সবসময় বিবেককে বশে রাখতে চেষ্টা করে, এটা আমাদের আবেগিত চিন্তাতে আসে না। আর এই না আসাটাই ক্রমশ আমাদের বেকুবে পরিণত করেছে। কাকন রেজা লেখক, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।

গাজায় ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে আছে ১ হাজার মরদেহ বলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

১২ পৃষ্ঠার পর

ইসরায়েলিকে ধরে নিয়ে গেছে তাদের ফিরিয়ে আনতে যা প্রয়োজন তার সবই করবেন তারা।’

ইসরায়েলের অবৈধ বসতিগুলো লক্ষ্য করে গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস চালানোর পরই গাজায় বিমান হামলা শুরু করে ইসরায়েল। তাদের এসব নির্বিচার হামলায় এখন পর্যন্ত ৭ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হন, যার বেশিরভাগই বেসামরিক মানুষ ও শিশু। গাজায় পূর্ণমাত্রার সম্ভাব্য স্থল অভিযান চালানোর আগে এখন ট্যাংক নিয়ে ছোট ছোট অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। বুধ এবং বৃহস্পতিবার টানা দুই রাত তারা ট্যাংক ও অন্যান্য সাঁজোয়া যান নিয়ে গাজার ভেতর প্রবেশ করেছিল।

এদিকে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বোমা হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৮১ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এ নিয়ে ২১ দিনের এ যুদ্ধে গাজায় নিহতের সংখ্যা সাত হাজার ছাড়াল। গত শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে আল-জাজিরা। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত সাত হাজার ২৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী ও শিশু।খবর আল-জাজিরার।

বিশ্বব্যাপী রেকর্ড ১১৪ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত বলেছে জাতিসংঘ

৫ পৃষ্ঠার পর

জাতিসংঘ বলেছে।

১৯৭৫ সালে পরিসংখ্যান রাখা ও ডেটা নিবন্ধন শুরু করার পর থেকে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর-এর রেকর্ড করা বাস্তুচ্যুত মানুষের এই সংখ্যাটিই সর্বোচ্চ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের শরণার্থী ইউএনএইচসিআর বুধবার জানিয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, নিপীড়ন, সহিংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা সেপ্টেম্বরের শেষে ১১৪ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাস্তুচ্যুত মানুষের এই সংখ্যা গত বছরের শেষের তুলনায় ৫৬ লাখ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউএনএইচসিআর জানিয়েছে, ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে বাস্তুচ্যুতির প্রধান কারণগুলো ছিল- ইউক্রেন, সুদান, মিয়ানমার ও ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে সংঘাত, আফগানিস্তানে মানবিক বিপর্যয় এবং সোমালিয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অস্থিতিশীলতা।

২০২৩ সালের মাঝামাঝি যারা নতুন করে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন তাদের মধ্যে ১১ মিলিয়ন ইউক্রেনীয় রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছেন এবং ৩ মিলিয়ন সুদানি নাগরিক আধাসামরিক র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের বিরুদ্ধে দেশটির সেনাবাহিনীর সংঘাতে ঘরবাড়ি হারিয়েছেন।

ক্রমবর্ধমান এই বাস্তুচ্যুতির সংখ্যার সঙ্গে ফিলিস্তিনিও সংখ্যাও নতুন করে যোগ হয়েছে। কেবল ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসেই, অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের সর্বাত্মক বোমা হামলার ঘটনায় ১.৪ মিলিয়ন ফিলিস্তিনি তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। জাতিসংঘের মানবিক সংস্থা ওসিএইচএ জানিয়েছে, গাজা উপত্যকায় অনেক এলাকা ইসরায়েলি বিমানের অবিরাম হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে।

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার প্রধান ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি বাস্তুচ্যুত মানুষের দুর্দশার সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যর্থতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং সংকট সমাধানের জন্য নতুন করে চাপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।গ্র্যান্ডি এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘আমরা গাজা, সুদান এবং তার বাইরের ঘটনাগুলো যখন দেখছি, তখন শরণার্থী এবং অন্যান্য বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য শান্তি ও সমাধানের সম্ভাবনা বেশ দূরের মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি না। অংশীদারদের সাথে নিয়ে শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানে পথ খুঁজে বের করার জন্য আমরা চাপ দিতে থাকব।’

ইউএনএইচসিআরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকই আফগানিস্তান, সিরিয়া এবং ইউক্রেনের। বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যার দিক থেকে সিরিয়ার অবস্থান বরাবরের মতো শীর্ষে রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশটির ৬৫ লাখ মানুষ বিশ্বের ১৩০টি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে এবং দেশটিতে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা আরও ৬৭ লাখ। যা অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম।

কলম্বিয়ায় সামরিক, সশস্ত্র গোষ্ঠী ও আধা সামরিক বাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের কারণে সেখানে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, যার সংখ্যা ৬৯ লাখ। - আল জাজিরা।

বিস্তৃত স্থল অভিযান চালিয়েছে ইসরায়েল, বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন গাজা

৫ পৃষ্ঠার পর

কয়েক ঘণ্টায় গাজায় অবিরাম বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। সংবাদমাধ্যমটির প্রতিনিধি সাফওয়াত আল-কাহলুত গাজা থেকে বলেন, ইসরায়েলি বোমা হামলা যে হারে বেড়েছে, তাতে মানবিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি যোগাযোগ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। মনে হয়েছিল, (শুক্রবার ২৭ অক্টোবর) রাতে বড় কিছু ঘটবে।

ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচালক মারওয়ান জিলানি অধিকৃত পশ্চিম তীরের রামাল্লা থেকে আল জাজিরাকে জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ প্রায় দুই ঘণ্টা আগে গাজায় তাদের দলের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ হারিয়েছে। জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফ ও আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা অ্যাকশনএইডও জানিয়েছে, তারা গাজায় কর্মরত কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়েছে।

গাজার খান ইউনিস এলাকায় কর্মরত আল জাজিরার সাংবাদিক তারেক আবু আজজুম বলেন, গাজার মানবিক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হয়েছে। এখানকার ২৩ লাখ মানুষ বর্তমানে পুরো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তারা আত্মীয় বা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না।

ফিলিস্তিন টেলিযোগাযোগ কোম্পানি (প্যালটেল) ও ইন্টারনেট মনিটরিং গ্রুপ নেটব্লকস পৃথক বিবৃতিতে গাজায় তাদের নেটওয়ার্ক বিপর্যয়ের কথা জানিয়েছে। স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার হামজা ইউসেফ জানিয়েছেন যে, তিনি গাজায় তার পরিবারের সদস্যদের কোনো খোঁজ পাচ্ছেন না।

দিকে হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসাম ব্রিগেড বলছে, তারা বেইত হানুন ও বুরেজের পূর্বে ইসরায়েলি স্থল অনুপ্রবেশকে ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। তবে সংঘর্ষ এখনো চলছে।

হামাসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ওসামা হামদান এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ইসরায়েল বিজয়ের ছবি তৈরির চেষ্টা করছে। গাজা উপত্যকার সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা ইসরায়েলি দখলদারত্বের অপরাধগুলোকে কোনো তদারকি বা জবাবদিহিতা ছাড়াই ধামাচাপা দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা। দিকে, ইসরায়েলের সেনাবাহিনী ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছে যে, গাজায় তাদের সাংবাদিকদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে না। বিবিসির প্রতিনিধিরা বলছেন, আগের তুলনায় সেখানে আরও ভারি বোমা বর্ষণ শুরু করেছে ইসরায়েল। বেশির ভাগ বোমা হামলা চালানো হচ্ছে বিমান থেকে। এর পাশাপাশি শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) রাত থেকেই ইসরায়েলি স্থলবাহিনী গাজায় বিস্তৃত পরিসরে অভিযানে নেমেছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হ্যাগারি বলেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা গাজায় হামলার মাত্রা বাড়িয়েছি। বিমান বাহিনী মাটির নিচের নিশানা ও সন্ত্রাসী অবকাঠামোর ওপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ করছে। গত কয়েকদিন ধরে আমাদের চলমান এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে স্থলবাহিনীও শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে স্থলভাগে অভিযান শুরু করছে। হামাসকে নির্মূল করতে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী চারদিক থেকে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে কাজ করছে বলে জানান হ্যাগারি। ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চল থেকে বিবিসির এক সাংবাদিক জানিয়েছেন, ইসরায়েল স্পষ্টতই গাজায় তাদের তৎপরতা বাড়াচ্ছে। এতে সন্দেহাতীতভাবে আরও বেশি মানুষ মারা পড়বে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কোনো বিশেষ দলকে সমর্থন করে না - আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া

৫ পৃষ্ঠার পর

আজরা জেয়া ১২ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা করেন এবং তাদের জন্য মার্কিন সমর্থন অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। নির্বাচন ইস্যুতে উভয়ই মনে করেন যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তনের একমাত্র উপায় হচ্ছে নির্বাচন। উপদেষ্টা রহমান আসন্ন নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার এবং বাংলাদেশ দূতাবাস ও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্পফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চলছে

৫ পৃষ্ঠার পর

নেবে, পুনর্গঠিত হবে এবং আবারও ইসরায়েলে হামলা চালাবে।' যেটিকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে না। তিনি আরও বলেছেন, 'গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে প্রথমবার হামলা চালানোর পর; হামাস প্রতিদিন রকেট ছুড়েছে, আজও রকেট ছুড়েছে, গতকালও ছুড়েছে। তারা নিরীহ ইসরায়েলিদের লক্ষ্য করছে।' 'হামাসের হামলা অব্যাহত রাখতে সহায়ক হবে এমন যে কোনো ধরনের যুদ্ধবিরতির বিরোধীতা করব আমরা।' যোগ করেন মিলার। যুদ্ধবিরতির বদলে যুক্তরাষ্ট্র গাজায় ত্রাণ প্রবেশে 'মানবতামূলক বিরতির' বিষয়টিকে সমর্থন জানাবেন বলে জানিয়েছেন মিলার।তিনি বলেছেন, 'আমি বলব এবং আমরা সমর্থন করি এবং মনে করি যুদ্ধে জড়িত পক্ষগুলো একটি মানবিক বিরতির বিষয়ে ভাবতে পারে। যার মাধ্যমে গাজায় মানবিক সহায়তা পাঠানো যাবে। এ কারণে গাজার দক্ষিণ দিকে আমরা রাফাহ ক্রসিং খোলার ক্ষেত্রে অনেক কাজ করেছি।' বিবিসির পক্ষ থেকে মিলারকে বলা হয়ড় হামাস দাবি করেছে, ইসরায়েলের বিমান হামলায় গাজায় অন্তত ৫০ জিম্মি নিহত হয়েছেন। এই দাবির ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন কিনা। এমন প্রশ্নের জবাবে মিলার বলেছেন, 'আমরা জিম্মিদের ব্যাপারে সরাসরি কোনো কিছু জানি না।' তবে কাতারের সহায়তায় দুই আমেরিকান মুক্তি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

যুদ্ধবিরতি ছাড়া জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে হামাস

পরিচয় ডেস্ক: যুদ্ধবিরতি ছাড়া ইসরায়েল থেকে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনির স্বাধীনতাকামী সশস্ত্রগোষ্ঠী হামাস। রাশিয়া সফররত সংগঠনটির এক সদস্য স্থানীয় গণমাধ্যমকে এমনটি জানিয়েছেন।

আবু হামিদ নামের হামাসের এক সদস্য রুশ সংবাদমাধ্যম কমার্স্যান্তকে জানান, আটক ইসরায়েলিদের খোঁজ পেতে সময় প্রয়োজন। হামাসের এ সদস্য বলেন, 'শত শত মানুষকে আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। তাঁদের গাজায় খুঁজতে আমাদের সময় প্রয়োজন। এরপর তাঁদের মুক্তি দিতে হবে।' এর আগে রাশিয়ার বার্তা সংস্থা তাস জানায়, ইসরায়েল থেকে জিম্মি করা ব্যক্তিদের মুক্তির বিষয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার মস্কোতে হামাসের একটি প্রতিনিধি দল ও রুশ সরকারের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। তিন সপ্তাহ ধরে গাজায় ফিলিস্তিনির স্বাধীনতাকামী সশস্ত্রগোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। গত ৭ অক্টোবর থেকে চলমান ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত সাড়ে ৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে বলে দাবি গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের। এর মধ্যে শিশুর সংখ্যা প্রায় ২ হাজার ৭০০। আর আহত ১৭ হাজারের বেশি মানুষ। এ পর্যন্ত ইসরায়েলি ৪ জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস।

হামাস-ইসরায়েলে সংঘাত : জাতিসংঘেও ১২০ দেশের সমর্থনে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাস

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় মানবিক সহায়তার জন্য অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে। শুক্রবার (২৮ অক্টোবর) মধ্যপ্রাচ্যের দেশ জর্ডান পরিষদের অধিবেশনে ওই প্রস্তাব দেয়, যার পক্ষে বিপুল ভোট পড়ে। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় পরিষদের ১২০ সদস্য। বিপক্ষে ভোট দেয় ১৪ সদস্য। অন্যদিকে, ৪৫ সদস্য ভোটদানে বিরত ছিল। সাধারণ পরিষদে তোলা ওই প্রস্তাবে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাস ও নির্বিচার হামলাসহ' সব সহিংস কর্মকাণ্ডের নিন্দাও জানানো হয়। একইসঙ্গে বেসামরিক লোকজনের সুরক্ষা ও বাধাহীন ত্রাণসহায়তার আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবে চলমান সংঘাতের সময় জিম্মি বেসামরিক ব্যক্তিদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তাঁদের নিরাপত্তা, সুস্থতা ও তাঁদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করার আহ্বানও জানানো হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে কোনো প্রস্তাব পাস হওয়ার পর তা মেনে চলার কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। তবে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এই পরিষদের সদস্য হওয়ায় পাস হওয়া প্রস্তাবগুলোর নৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে অতর্কিত হামলা চালায় হামাস। এরপর থেকে গাজায় অব্যাহত বোমা হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। একই সঙ্গে উপত্যকাটি অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এতে বিদ্যুৎ, পানি, খাবার, জ্বালানি ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাবে চরম মানবিক সংকটে রয়েছেন সেখানকার বাসিন্দারা। প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য ত্রাণসহায়তা পাচ্ছেন তাঁরা।

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত ৭ হাজার ৩২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬৬ শতাংশই নারী ও শিশু। একই সময়ে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের অভিযানে ১১০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে, হামাসের হামলায় ইসরায়েলে ১ হাজার ৪০০ জনের বেশি মানুষ মারা গেছেন।সূত্র: আল জাজিরা

পৃথিবীর নানা প্রান্তে যুদ্ধ বাধিয়ে নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহে সবাইকে টেক্কা দিচ্ছেন বাইডেন : সিএনএন এর রিপোর্ট

৫ পৃষ্ঠার পর

বছরের এপ্রিলে প্রচারণা শুরুর পর প্রথম মেয়াদে উঠেছিল ৭ কোটি ২০ লাখ ডলার। বাইডেনের এই বিপুল নির্বাচনী তহবিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে রাখবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

যুদ্ধবাজ বাইডেন : গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে বাইডেনকে একজন 'ধারাবাহিক যুদ্ধ আহ্বানকারী' আখ্যা দেন মার্কিন সিনেটর র‍্যান্ড পল। ইরাক যুদ্ধে সরাসরি সমর্থন দেয়ায় তার কঠোর সমালোচনাও করেন তিনি।

সেই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রকে আরও যুদ্ধ ও সংঘাতে জড়াতে পারেন। সিনেটর র‍্যান্ড পলের সেই কথাই সত্যি হয়েছে। একের পর এক যুদ্ধ ও সংঘাত বাধাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাইডেন। ওই সময় সিরিয়া ও লিবিয়া যুদ্ধে জড়ায় যুক্তরাষ্ট্র। যে যুদ্ধ এখনও কার্যত শেষ হয়নি।

ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন সিনেটর ছিলেন বাইডেন। এই সময়ে সার্বিয়া, আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধের মতো দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তার সরাসরি সমর্থন ছিল। এসব যুদ্ধে তার সমর্থনের কারণে প্রাণ হারায় প্রায় সাত লাখ মানুষ। বাস্তুচ্যুত হয় আরও লাখ লাখ মানুষ।

২০০২ সালে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ অভিযোগ তোলেন, ১সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্র রয়েছে। পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে চাচ্ছেন তিনি। সন্ত্রাসবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন সাদ্দাম হোসেন, যা শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি।'

২০০২ সালের অক্টোবরে সিনেটর বাইডেন ইরাক যুদ্ধের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। যার মাধ্যমে বুশ প্রশাসনকে ইরাকে সামরিক অভিযান চালানোর ক্ষমতা দেয়া হয়। ২০০৩ সালের ২০ মার্চ ইরাকে আক্রমণের নির্দশ দেন বুশ। যে যুদ্ধ চলে ২০১১ সালের ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ইরাক যুদ্ধে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় বাথ পার্টিকে। ফাঁসি দেয়া হয় প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে। বর্তমানে ইরাকি বাহিনী প্রশিক্ষণের নামে দেশটিতে মার্কিন বাহিনীর কয়েক হাজার সদস্য রয়েছে। ওই যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন পরিসংখ্যান রয়েছে। ২০০৬ সালে প্রকাশিত চিকিৎসা সাময়িকী দ্য ল্যানসেটের চালানো এক গবেষণা প্রতিবেদন মতে, ৬ লাখ ৫৫ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে।

তবে মার্কিন বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানায়, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১ লাখ ৮৫ হাজার থেকে ২ লাখ ৮ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা জানা যায়নি।

সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, যে গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার অভিযোগে ইরাকে আগ্রাসান চালানো হয় তেমন কোনো অস্ত্র সেখানে পাওয়া যায়নি। ২০০৫ সালে এক সাক্ষাৎকারে ইরাক যুদ্ধের পক্ষে দেয়া ভোট দেয়ার বিষয় জানতে চাওয়া হলে বাইডেন বলেন, এটি তার 'ভুল সিদ্ধান্ত ছিল'।

২০১১ সালে সিরিয়ায় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পদত্যাগ, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের দাবি জানায় বিক্ষোভকারীরা। সরকার বিক্ষোভে বলপ্রয়োগ করলে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিদেশি শক্তি ও সন্ত্রাসী সংগঠন।

২০১১ সাল থেকে আসাদকে সরে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে আসছিল যুক্তরাষ্ট্র। এরপর ২০১৪ সালে বারাক ওবামা প্রশাসন সিরিয়ায় আইএসের বিরুদ্ধে বিমান হামলা শুরু করে। ২০১৫ সালে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটিকে প্রতিহত করতে দেশটিতে সেনা মোতায়েন করে ওয়াশিংটন।

গত নির্বাচনের আগে বাইডেনের প্রচারণা শিবির দাবি করে, আইএস মোকাবিলাসহ নানা কারণে ওবামা-বাইডেন প্রশাসন সিরিয়ার বিরোধীদের সহায়তা করেছে।

সিরিয়া যুদ্ধে অনুমানিক ৩ লাখ ৮৪ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। ঘরবাড়ি হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। যার প্রকৃত সংখ্যা অজানা। এরপর প্রায় একই সময়ে লিবিয়ার দীর্ঘদিনের শাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ন্যাটোকে সর্বাত্মক সহায়তা করে যুক্তরাষ্ট্র।

সে সময় প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেন, লিবিয়ার সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী দিয়ে নির্যাতন চালাচ্ছেন গাদ্দাফি। নাগরিকদের হত্যা করা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে লিবিয়ার নাগরিকরা প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নিচ্ছে। লিবিয়াসহ প্রতিবেশী মিশর, তিউনিসিয়ায় মানবিক সংকট তৈরি করছে। ২০১১ সালে ক্ষমতাচ্যুতের পর গাদ্দাফিকে হত্যা করে মার্কিন সমর্থিত বিদ্রোহীরা। সংঘাতে কত মানুষ হতাহত হয়েছে প্রকৃত সংখ্যা জানা যায় না। আড়াই থেকে ২৫ হাজার পর্যন্ত মানুষ মারা গিয়ে থাকতে পারে বলে বিভিন্ন সময়ের পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১১ সালে শুরু হওয়া সংঘাত এখনও চলছে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনা ঘটে। দায়ী করা হয় আল কায়েদাকে। আল কায়েদাকে আশ্রয় দেয়ার অভিযোগ তোলা হয় সে সময়কার আফগান শাসক তালেবানের বিরুদ্ধে।

একই বছরের ৭ অক্টোবর আফগানিস্তানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। তখন ক্ষমতায় প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। আফগানিস্তানে মার্কিন অভিযান জোরদারের পক্ষে সমর্থন দিয়েছিলেন বাইডেন। আফগান যুদ্ধে কত মানুষ নিহত হয়েছে তার সঠিক তথ্য নেই। বিভিন্ন পরিসংখ্যান বলছে, ১ লাখ থেকে দেড় লাখ মানুষ নিহত হয়েছে। প্রায় দুই দশকের আগ্রাসনের পর ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তালেবানের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে যুক্তরাষ্ট্র। এরপর ওই বছরের আগস্ট মাসের মধ্যে আফগানিস্তান ছাড়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো সেনারা। কাবুলের দখল নেয় তালেবান।

১৯৯৯ যুগোস্লেভিয়ায় (সার্বিয়া ও মন্টিনেগ্রো) বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে সমর্থন দেন বাইডেন। ওই বছরের মার্চে যুগোস্লেভিয়ায় বিমান হামলা চালায় ক্লিনটন প্রশাসন। কসোভো প্রদেশে আলবেনিয়া জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেশটির সরকারে চালানো নির্যাতনের অভিযোগে ওই হামলা চালানো হয়। ওই যুদ্ধ দেড় লাখের মতো মানুষ প্রাণ হারায়।

খালেদার 'অবনতিশীল স্বাস্থ্যের বিষয়টি' পর্যবেক্ষণ করছে' যুক্তরাষ্ট্র

৯ পৃষ্ঠার পর

থেকে চিকিৎসক আনার সিদ্ধান্ত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির স্কুল অব মেডিসিনের লিভার ও কিডনি প্রতিস্থাপন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হামিদ আহমাদ আবদুর রব, ইন্টারভেনশনাল অনকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ক্রিসটোস স্যাভাস জর্জিয়াডেস এবং হেপাটোলজির অধ্যাপক জেমস পিটার হ্যামিলটন বুধবার রাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকায় পৌঁছান। তাদের আগে যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ রফিকুল আলম গত বুধবার (২৫ অক্টোবর) রাতে ঢাকায় আসেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা তিন চিকিৎসক বৃহস্পতিবার (২৬ অক্টোবর) সকালে এভারকেয়ার হাসপাতালে গিয়ে খালেদা জিয়াকে দেখেন এবং মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে সন্ধ্যায় 'ট্র্যান্সজাগুলার ইন্ট্রাহেপেটিক পোরটোসিসটেমিক শান্ট (টিপস)' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার লিভারে দুই রক্তনালীর মধ্যে একটি নতুন সংযোগ তৈরি করে দেন চিকিৎসকরা। খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকদের সফরের বিষয় তুলে ধরে করা প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অবস্থান জানান পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আখতার ঢাকা সফরে এসে '৩ নভেম্বরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে বলেছেন' এমন একটি কথা এসেছে টেলিভিশনের আলোচনায়। এর সত্যাসত্য জানতে চাওয়া হয় মিলারের কাছে। উত্তরে তিনি বলেন, "আমি শুধু বলব, না, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে আমরা কারও পক্ষ নিই না।" ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সমাবেশ ঘিরে উত্তেজনা এবং বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে মন্তব্য জানতে চান এক সাংবাদিক।

উত্তরে মিলার বলেন, "আমাদের মন্তব্য হচ্ছে, যেটা ইতোমধ্যে বলা হয়েছে সেটাই- আমরা বিশ্বাস করি আসন্ন নির্বাচন হতে হবে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ। এবং এর বাইরে বাড়তি মন্তব্য আমার নেই।"

নদীর নিচে বাংলাদেশের প্রথম টানেল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

করেছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্যে যোগাযোগ আরও সহজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে কর্ণফুলী নদীর ওপর দুই সেতুতে যানজটও কমে আসবে।

এর আগে ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রতিদিন ১৭ হাজার ২৬০টি যানবাহন টানেলটি ব্যবহার করতে পারবে। বছরে যা হবে প্রায় ৭ দশমিক ৬ মিলিয়ন যানবাহন। টানেলটি দেশের বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি শূন্য দশমিক ১৬৬ শতাংশ বাড়াতে সহায়তা করবে।

BEGINNER'S DRIVING ACADEMY

5 HOURS PRE LICENSING COURSE

OUR SERVICES

- Professional Certified Male & Lady Instructor.
- Flexible Lesson Timing
- Pickup, Drop Off from your Convenient Location
- All Types of DMV Express Services

6 Hours Defensive Driving Course (DDC)

BEGINNER'S DMV EXPRESS SERVICE

DMV এর সকল ধরনের জরুরী
সেবা পেতে আজই যোগাযোগ করুন

PLEASE CALL
(929) 244 7730
www.bdacademy.nyc

71-16 35th Avenue,
Jackson Heights, NY 11372.

129-20 Liberty Avenue,
South Richmond Hill, NY 11419.

বিশ্বের সবচেয়ে দামি গরুর মাংস (কোবে বিফ) বাংলাদেশে এনে বেচতে চায় জাপান

৮ পৃষ্ঠার পর

সাংবাদিকদের সালমান এফ রহমান বলেছেন, "দেশের পাঁচ তারকা হোটেল, দেশে অবস্থানরত বিদেশি ও পর্যটকদের কাছে কোবে বিফের চাহিদা থাকবে।"

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শরীফ নেওয়াজ বলেন, "কোবে বিফ বিশ্বের এক নাম্বার ব্র্যান্ড। জাপানের অন্যতম বড় প্রতিষ্ঠান এস ফুডস কোবে বিফ নিয়ে আসছে। এটা খুবই সুস্বাদু মাংস। তারা দুবাইতে হালাল উপায়ে রপ্তানি করেন। এখন তারা হালালভাবে বাংলাদেশে প্রসেসড করতে চাচ্ছেন।"

প্রাণিসম্পদ খাতে ঈর্ষণীয় সাফল্য সত্ত্বেও গত ৭-৮ বছরে বাংলাদেশে গরু ও খাসির মাংসের দাম বেড়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে ঢাকার বাজারে এক কেজি গরুর মাংসের দাম ছিল ২৩০-২৫০ টাকা। এখন তা ৭৫০ থেকে ৮০০ টাকা এবং খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮৫০ থেকে ১,১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

গরুর মাংসের দাম বাড়ার পেছনে ব্যবসায়ীরা বলছেন, গরু পালনে উৎপাদন খরচ বেশি। গরুর খাবারে দাম বেশি। এছাড়া ভারত বাংলাদেশে গবাদি পশু রপ্তানি বন্ধ করায় এই প্রভাব তৈরি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ বাদে দেশের অধিকাংশের ক্রয়ক্ষমতা দিনদিন কমে যাচ্ছে। দেশে নিত্যপণ্য কিনতেই হিমশিম খাচ্ছেন অল্পআয়ের মানুষেরা। মাছ-মাংস অনেক পরিবারের জন্য উৎসবকেন্দ্রীক খাবারে পরিণত হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশ পাচ্ছে।

৫ বছরে বাংলাদেশে স্নাতক ডিগ্রিধারী বেকারের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে ৮ লাখ

৮ পৃষ্ঠার পর

বছর সামগ্রিক শ্রমশক্তি বেড়েছে ৭ কোটি ৩০ লাখ, গত পাঁচ বছরে বেড়েছে ৯৫ লাখ। জরিপ অনুযায়ী- উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণকারী মানুষের মধ্যে বেকারত্ব কমায় বেকারের সংখ্যা ২৭ লাখ থেকে কমে ২৫ দশমিক ৮ লাখে দাঁড়িয়েছে। ২০২২ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাস করাদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল ৮ দশমিক ৮৭ শতাংশ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ কারীদের মধ্যে ছিল ২ দশমিক ৮২ শতাংশ।

যারা কোনো ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করেননি তাদের মধ্যেও বেকারত্বের হার কমেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সায়েমা হক বিদিশা বলেন, নিয়োগদাতা ও চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে প্রত্যাশার বিরাট ঘাটতি আছে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা দিতে পারে না উল্লেখ করে তিনি বলেন,ও তাই নিয়োগকারীরা দক্ষ কর্মী পাচ্ছেন না। অন্যদিকে প্রত্যাশার সঙ্গে না মেলায় বিপুল সংখ্যক গ্র্যাজুয়েট চাকরির বাজারে প্রবেশ করতে পারেনি।ও অধ্যাপক সায়েমা হক বিদিশা দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাতেও গুণগত মানের অভাব দেখছেন। তিনি বলেন,ও এই ঘাটতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে গেছে এবং সবাই এটি কাটিয়ে উঠতে পারে না।ও এই অর্থনীতিবিদ উচ্চমাধ্যমিক পাস করা সব শিক্ষার্থীকে স্নাতকে ভর্তি করার ধারণাটিকে সমর্থন করেন না।

তিনি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ও শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষায় যেতে না চাইলে বেকার গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা কমবে না।ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের মহাপরিচালক বিনায়ক সেন বলছেন, গ্রাজুয়েট পর্যায়ে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি অপ্রত্যাশিত নয়।

তিনি জানান, করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে গ্রাজুয়েট পর্যায়ে বেকারত্বের হার বাড়তে পারে। জরিপে ইতিবাচক দিকও আছে। যেমন- গ্রামীণ অঞ্চলে নারী বেকারত্বের হার ২০১৭ অর্থবছরের ২৬ দশমিক ১ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ১৮ দশমিক ৬৬ শতাংশে নেমে এসেছে।ও এটি ইঙ্গিত দেয় যে, এনজিও এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য গ্রামীণ নারীরা কর্মক্ষেত্রে অংশ নিয়েছেন।ও বলেন বিনায়ক সেন।সূত্র দ্য ডেইলি ষ্টার

সাত দেশকে বিনা মূল্যে পর্যটন ভিসা দেবে শ্রীলঙ্কা, তালিকায় নেই বাংলাদেশ

৮ পৃষ্ঠার পর

স্থানেই রয়েছে রাশিয়া। দেশটির ১ লাখ ৩২ হাজার ৩০০ জন পর্যটক চলতি বছর শ্রীলঙ্কা সফল করেছে। শ্রীলঙ্কা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, বছরের প্রথম আট মাসে পর্যটন খাত থেকে শ্রীলঙ্কা ১৩০ কোটি ডলার আয় করেছে গত বছর একই সময়ে পর্যটন খাত থেকে আয় ছিল মাত্র ৮৩৩ মিলিয়ন ডলার।

বঙ্গবন্ধু টানেল দিয়ে দৈনিক চলতে পারবে ১৭ হাজারের বেশি যানবাহন

৯ পৃষ্ঠার পর

ভাগে কর্ণফুলী সুড়ঙ্গ সড়কটি অবস্থান করবে মাটি থেকে ১৫০ ফুট গভীরে। এর নির্মাণকাজ শেষ করে চায়না কমিউনিকেশন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (সিসিসিসি)। এই সুড়ঙ্গ কর্ণফুলী নদীর দুই তীরের অঞ্চলকে যুক্ত করবে। এটিই হবে বাংলাদেশের প্রথম টানেল এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নদীর তলদেশের দীর্ঘতম সড়ক সুড়ঙ্গপথ।"

তিনি বলেন, "দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলকে আগলে রেখেছে যে কর্ণফুলী, তার বুক চিরে তৈরি হয়েছে ৩.৩১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দেশের প্রথম সুড়ঙ্গপথ। দেশের এ প্রবেশদ্বারে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিত্তি আরও মজবুত করতে আলাদা শক্তি জোগাবে এই টানেল। বাণিজ্যিক এই রাজধানীতে আরও স্থাপন হবে নতুন নতুন শিল্প ও কলকারখানা, পরিধি বাড়বে আমদানি-রপ্তানির, গতি পাবে অর্থনীতি। সমৃদ্ধির অধিগম্যতায় প্রবেশ করবে চট্টগ্রাম।"

কাদের বলেন, "টানেলটি চালুর পর চট্টগ্রাম মূল শহরের সঙ্গে সাগর ও বিমানবন্দরেরও দূরত্ব কমে আসবে। অর্থনীতির গতিপথ আরও গতিশীল করতে এই টানেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। স্বপ্নের বঙ্গবন্ধু টানেল ঘিরে নদীর দক্ষিণ পাড়ের আনোয়ারা, কর্ণফুলী, পটিয়াসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামে দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে এই উপজেলায় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ শুরু হয়েছে।"

মন্ত্রী বলেন, "কক্সবাজারে আমানত শাহ সেতু হয়ে যেতে অনেক সময় লাগত। এখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল হয়ে যেতে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের সে পথ তিন মিনিটেই যাওয়া যাবে। এতে বাঁচবে খরচ ও সময়।"

২৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধনের পরদিন ভোর ৬টা থেকে যানবাহন চলাচলের জন্য টানেল উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক হারুনুর রশীদ।

তিনি বলেন, "মনে রাখতে হবে, এটা কোনো সাধারণ ব্রিজ বা কালভার্ট নয়, এটা টানেল। থ্রি হুইলার, মোটরসাইকেল কোনোভাবেই টানেলে প্রবেশ করতে পারবে না। আমাদের নিয়ন্ত্রণকক্ষ থাকবে। সেখান থেকে সবকিছু মনিটর হবে। এফ এম রেডিওতে যেভাবে ঘোষণা দেওয়া হয় বা তথ্য জানানো হয়, এখানেও সার্বক্ষণিকভাবে সেটা থাকবে। বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট্রি দেওয়া হবে।"

টোল

বঙ্গবন্ধু টানেল দিয়ে যানবাহন চলাচলের জন্য গত আগস্টে টোল হার চূড়ান্ত করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগ। টানেলের মধ্য দিয়ে যেতে হলে ব্যক্তিগত গাড়ি (প্রাইভেট কার), জিপ ও পিকআপকে দিতে হবে ২০০ টাকা করে। আর মাইক্রোবাসের জন্য দিতে হবে ২৫০ টাকা। ৩১ বা এর চেয়ে কম আসনের বাসের জন্য ৩০০ এবং ৩২ বা তার চেয়ে বেশি আসনের জন্য ৪০০ টাকা টোল দিতে হবে।

টানেলে দিয়ে যেতে হলে ৫ টন পর্যন্ত ট্রাককে ৪০০ টাকা, ৫.১ টন থেকে ৮ টনের ট্রাককে ৫০০, ৮.১ টন থেকে ১১ টনের ট্রাককে ৬০০ টাকা টোল দিতে হবে। তিন এক্সেলবিশিষ্ট ট্রাক-ট্রেইলরের টোল চূড়ান্ত করা হয়েছে ৮০০ টাকা। চার এক্সেলের ট্রাক-ট্রেইলরকে দিতে হবে ১,০০০ টাকা। এর বেশি ওজনের ট্রাক-ট্রেইলরকে প্রতি এক্সেলের জন্য ২০০ টাকা করে অতিরিক্ত দিতে হবে।

৩,৫০০ শ্রমিকের ঘাম-শ্রমের টানেল

দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র নদীর তলদেশের টানেলটি নির্মাণ করতে চীন ও বাংলাদেশ মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক দিনরাত পরিশ্রম করেছেন। তাদের ঘামে-শ্রমেই অসাধ্য সাধন করেছে বাংলাদেশ।

প্রকল্প পরিচালক হারুনুর রশীদ বলেন, "আমরা সেতু বিভাগের প্রকৌশলী থেকে কর্মকর্তারা তো ছিলামই, কিন্তু গত ছয় বছর ধরে শ্রমিকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। প্রথমদিকে প্রায় ২,৫০০ জন শ্রমিক এখানে কাজ করেছেন। শেষের দিকে চীনের আরও ৭ থেকে ৮০০ শ্রমিক যুক্ত করা হয়। যখন যেরকম প্রয়োজন ছিল, সেভাবেই শ্রমিক কাজ করেছে। গড়ে চাইনিজ-বাংলাদেশি মিলে ৩,৫০০ জনের মতো শ্রমিক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে সেটা আস্তে আস্তে কমে।

লাইফটাইম ১০০ বছর

প্রকল্প পরিচালক হারুনুর রশীদ বলেন, "লাইফটাইম ১০০ বছর ধরে প্রণীত নকশায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণ করা হয়েছে। এটি ১০০ বছর লাইফটাইমের গ্যারান্টি। প্রথম পাঁচ বছর চায়না কমিউনিকেশন কনস্ট্রাকশন্স লিমিটেডের অপারেশন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। এর মধ্যে আমাদের প্রকৌশলীসহ কর্মীরা এটা পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ পাবেন। আমার চাইব যে, পাঁচ বছরে আমরা নিজেরাই যেন টানেলের অপারেশন ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা অর্জন করি।"

টানেলের ভেতর দুর্ঘটনা ঘটলে করনীয়

হারুনুর রশীদ বলেন, "টানেলের ভেতর পথ হারানোর কোনো সুযোগই নেই। সেফটি-সিকিউরিটির বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা মহড়াও করেছি। টানেলের ভেতরে কোনো বাস-ট্রাক অথবা অন্য কোনো গাড়ি বিকল হলে কিংবা আগুনও যদি ধরে যায়, সেটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে উদ্ধার হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সব প্রস্তুতি আমাদের আছে। ১০০ সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে। মুহূর্তের মধ্যেই সব তথ্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পৌঁছে যাবে।"

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের বিষয়ে তিনি বলেন, "টানেলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে, আমাদের ট্রান্সফরমার আছে, জেনারেটর আছে। জেনারেটরের সাহায্যে চলবে। এর মধ্যে ইউপিএসও আছে। কারেন্ট যদি চলে যায়, জেনারেটর চালু হতে যে সময়টুকু লাগবে সেই সময়টুকু ইউপিএস চালাবে। তার মানে টানেলের মধ্যে কেউ থাকা অবস্থায় যদি বিদ্যুৎ চলে যায়, সে বুঝতেও পারবে না। এতটুকু বোঝা যাবে যে, আগে হয়তো ১০টি লাইট জ্বলত, এখন চারটি লাইট জ্বলছে। এটা কিছু সময়ের জন্য। সেটা হতে পারে ১০ থেকে ২০ সেকেন্ডের জন্য।"

টানেলের ভেতরে মোবাইল নেটওয়ার্ক সচল থাকবে জানিয়ে তিনি বলেন, "মোবাইল নেটওয়ার্ক এখনও আছে। শুধু ৫০০ থেকে ৬০০ গজের মধ্যে একটু সমস্যা হয়। সেটাও সচল হয়ে যাবে।"

প্রকল্প

কর্ণফুলী নদীর দুই তীরে চীনের সাংহাই সিটির আদলে "ওয়ান সিটি টু টাউন" গড়ে তুলতে টানেল প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ শুরু হয় ২০১৭ সালে। এর আগে ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং যৌথ ভাবে বঙ্গবন্ধু টানেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম টানেল টিউব নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন। এর মধ্য দিয়েই মূল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। টানেল নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ১০,৬৮৯ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ও চীন সরকারের যৌথ অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশে সরকার অর্থসহায়তা দেয় ৪,৬১৯ কোটি টাকা ও চায়না এক্সিম ব্যাংক থেকে সহায়তা নেওয়া হয় ৬,০৭০ কোটি টাকা।

নির্মাণকাজ করেছে চীনা কোম্পানি "চায়না কমিউনিকেশন কনস্ট্রাকশন লিমিটেড"। প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ৩.৩২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই টানেলে প্রতিটি টিউব বা সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য ২.৪৫ কিলোমিটার। একটির সঙ্গে অপর টিউবের দূরত্ব ১২ মিটারের মতো। প্রতিটি টিউবে দুটি করে মোট চারটি লেইন তৈরি করা হয়েছে। টানেলের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে থাকছে ৫.৩৫ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক। এছাড়া ৭২৭ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ওভারব্রিজ রয়েছে আনোয়ারা প্রান্তে।

নগরীর পতেঙ্গায় নেভাল একাডেমির পাশ থেকে ১৮ থেকে ৩১ মিটার গভীরতায় নেমে যাওয়া এই টানেল কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ-পূর্বে আনোয়ারায় সিইউএফএল ও কাফকোর মাঝামাঝি এলাকা দিয়ে স্থলপথে বের হবে। ৩৫ ফুট প্রশস্ত ও ১৬ ফুট উচ্চতার টানেলে দুটি টিউব দিয়ে যানবাহন চলাচল করবে। টানেলের উত্তরে নগরীর দিকে আউটার রিং রোড, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কাটগড় সড়ক, বিমানবন্দর সড়ক এবং পতেঙ্গা বিচ সড়ক দিয়ে টানেলে প্রবেশ করা যাবে।

এই টানেল দিয়ে যানবাহন ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার বেগে চলবে। প্রকল্পের বিবরণ অনুযায়ী, টানেলটি প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়েকে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করবে এবং চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার কমিয়ে দেবে।

ঢাকায় প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা

৯ পৃষ্ঠার পর

যায়। এ সময় তারা বাসভবনের দিকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। দুপুর ১টা ২০ মিনিটে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সংঘর্ষ চলছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি মিছিল মগবাজার থেকে কাকরাইলের দিকে যাওয়ার সময় দুইটি নীল পিকআপ-গাড়ি আটকে ভাঙচুর চালিয়ে পালিয়ে যায়।

একই সময়ে কাকরাইল মোড়ে বৈশাখী পরিবহনের একটি বাস ভাঙচুর করা হয়েছে। তবে কে বা কারা বাসটিতে ভাঙচুর করেছে তা নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ। ভাঙচুরের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তিকে আটক করে তারা।

পুলিশ জানিয়েছে, আটক ব্যক্তির নাম পরিচয় তারা এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি। এ ছাড়া কোন দলের লোকজন এই গাড়িটিতে ভাঙচুর করেছে তা তারা এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। তবে মিছিলটি বিএনপির ছিল। আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের পর এসব তথ্য জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র -পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন

৭ পৃষ্ঠার পর

না। আমরা চাই না যে এই যুদ্ধ (হামাস-ইসরায়েল) আরও বিস্তৃত হোক। কিন্তু ইরান বা তার প্রক্সিরা যদি কোথাও মার্কিন সেনাদের ওপর হামলা করে, তাহলে আমরা আমাদের জনগণকে রক্ষা করব, আমরা আমাদের নিরাপত্তা দ্রুত এবং কঠোরভাবে রক্ষা করব।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের সংঘাত ১৯ দিনে গড়িয়েছে। চলমান সংঘাত আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং ইরান ও তার মিত্ররা এই সংঘাতে যোগ দিতে পারে, এমন আশঙ্কার মধ্যে ব্লিংকেন এই মন্তব্য করলেন।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অন্য কোনো ফ্রন্টে সংঘাত শুরুর কথা বিবেচনা করছে এমন দেশ বা গোষ্ঠীগুলোকে হুঁশিয়ারি করে মঙ্গলবার এক বার্তায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন বলেছেন, আগুনে জ্বালানি নিক্ষেপ করবেন না।

অন্যদিকে জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত আমির সাইদ ইরাভানি পরে নিরাপত্তা পরিষদে বলেন, ব্লিংকেন ইসরায়েল-হামাস সংঘর্ষের জন্য ইরানকে ভুলভাবে দোষারোপ করার চেষ্টা করেছেন এবং তেহরান স্পষ্টভাবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই 'ভিত্তিহীন অভিযোগ' প্রত্যাখ্যান করছে।

তিনি বলেন, 'আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার অটুট রয়েছে। নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের ওপর আগ্রাসন পরিচালনাকারী বাহিনীর সঙ্গে প্রকাশ্যে নিজেকে দাঁড় করিয়ে চলমান সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে যুক্তরাষ্ট্র।

এদিকে জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদি জাতিসংঘে সাংবাদিকদের বলেছেন, চলমান সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার যে হুমকি রয়েছে সেটি 'প্রকৃত অর্থেই বিপদ'। তিনি বলেন, আমরা সবাই এটা এড়ানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। রয়টার্স।

যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে হাইপারসনিক প্রযুক্তিতে 'যুগান্তকারী' সাফল্য পেল চীন

৭ পৃষ্ঠার পর

তথ্য জানা গেছে।

সাধারণত হাইপারসনিক (সাধারণত শব্দের গতির চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি গতিসম্পন্ন কোনো যানকে হাইপারসনিক যান বলা হয়।) কোনো যানঙসাধারণত যুদ্ধবিমান বা ক্ষেপণাস্ত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়ঙখন দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়, তখন বাতাসে ভাসমান বিভিন্ন কণার সঙ্গে তীব্র গতিতে সংঘর্ষের কারণে সেই যানের বহিরাবরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু চীনা বিজ্ঞানীরা এমন পদার্থ আবিষ্কার করেছেন, যা কেবল যানের বহিরাবরণকেই রক্ষা করবে না, পাশাপাশি যানের ভেতরের অংশকে বাইরের অংশে সংঘর্ষের কারণে সৃষ্ট তাপ থেকেও রক্ষা করবে।

সম্প্রতি চীনা বিজ্ঞানীরা 'ওয়েভরেইডার' নামে একধরনের হাইপারসনিক বিমানের বহিরাবরণে এই পদার্থ ব্যবহার করে পরীক্ষা চালিয়েছেন। সাধারণত হাইপারসনিক বিমানগুলো নিজস্ব ইঞ্জিনের সৃষ্ট শক ওয়েভ ব্যবহার করে ওপরের দিকে উঠে যায়। তবে এ সময় ইঞ্জিন থেকে ব্যাপক জ্বালানি পোড়ানোর কারণে বিপুল পরিমাণ তাপ নির্গত হয়, যা বিমানটির পেছন দিকের অংশটাকে উত্তপ্ত করে তোলে।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, নতুন এই পদার্থের বহিরাবরণ শক ওয়েভের কার্যকারিতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, পাশাপাশি বিমানের অভ্যন্তরের যন্ত্রপাতিকেও ঠান্ডা রাখছে। এর বাইরে বিমানের ওয়্যারলেস যোগাযোগও মসৃণ করে তুলেছে। কারণ নতুন এই পদার্থের তৈরি বহিরাবরণ ভেদ পরে খুব সহজেই যোগাযোগের সংকেত আসা-যাওয়া করতে পারে, যার ফলে এসব যুদ্ধবিমানের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার সক্ষমতাও বেড়ে গেছে।

পদার্থটি আবিষ্কারক গবেষক দলের প্রধান আই ব্যাংচেং। তাঁর নেতৃত্বে এই আবিষ্কারবিষয়ক একটি নিবন্ধ পিয়ার রিভিউড জার্নাল ফিজিকস অব গ্লাসে প্রকাশিত হয়েছে গত মাসে। তবে ওই নিবন্ধে ঠিক কোন সময় পরীক্ষাটি চালানো হয়, তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে সেখানে দাবি করা হয়েছে, 'পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন সফলভাবেই শেষ হয়েছে।'

ওই নিবন্ধে বেইজিংয়ে অবস্থিত চায়না একাডেমি অব অ্যারোস্পেস অ্যারোডাইনামিকসের উপপরিচালক ব্যাংচেং বলেছেন, এ ধরনের উচ্চ তাপ সহনীয় প্রযুক্তি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের পুনর্ব্যবহারযোগ্য হাইপারসনিক যান তৈরির পথে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে, যা হবে আরও বেশি দূরপাল্লার এবং আরও বেশি গতিসম্পন্ন।

চীনা বিজ্ঞানীর কোন পদ্ধতিতে ওই পদার্থ আবিষ্কার করেছেন, তা নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়নি। তবে তাঁরা বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য পথের কথা বলেছেন। যেমনঙযে পদার্থ দিয়েই তৈরি হোক না কেন, হাইপারসনিক যানের বহিরাবরণ যত বেশি মসৃণ বিশেষজ্ঞ হবে, তত বেশি টিকে থাকবে। আবার যানের কাঠামোর গায়ে নিওবিয়াম, মলিবডিনাম এবং বোরনের আবরণ ক্ষয় রোধ করবে। এর বাইরে তাঁরা বলেছেনড় এমন কাঠামো তৈরি করা হবে, যার ফলে যানের ওজন কমে যাবে। পাশাপাশি ইঞ্জিন থেকে যে তাপ বের হয়, তাকে তরলীকরণ করে প্রপালশন থার্স্ট বা ইঞ্জিনের গতিবেগ বাড়ানো যায় কি না, সেই প্রচেষ্টার কথাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

চীনের আগে এ ধরনের প্রযুক্তি আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু করলেও যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এখনো এই আবিষ্কারে সফল হতে পারেনি। দেশটি এই প্রযুক্তি নিয়ে বিপুলসংখ্যক পরীক্ষা চালিয়েছে, কিন্তু কোনো ফলাফল আসেনি। চীনের এই আবিষ্কার যুক্তরাষ্ট্রকে এই প্রযুক্তি আবিষ্কারের পথে আরও বিনিয়োগে বাধ্য করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিশ্বজুড়ে মানুষ ২৪ ঘণ্টা কীভাবে কাটায়, জানালেন গবেষকেরা

৫২ পৃষ্ঠার পর

স্থানে বিভিন্ন বয়স, শ্রেণি ও পেশার মানুষ কীভাবে এ ২৪ ঘণ্টা কাটায় করে সে সম্পর্কে তথ্য জড়ো করে একটি 'গড় বৈশ্বিক দিনযাপন'এর একটি হিসাব বের করেছেন।

বিজ্ঞানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম সায়েন্টিফিক আমেরিকানের প্রতিবেদনে সেই গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। চলতি বছরের জুন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে উপাত্ত সংগ্রহ করে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, দিনের একতৃতীয়াংশই মানুষ বিছানায় কাটায়। দিনের বাকি সময়কে বিজ্ঞানীরা তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন: মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব পড়ে এমন কর্মকাণ্ড, ভৌত জাগতিক তৎপরতা এবং সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা।

গবেষণায় দেখা গেছে, ধনী দেশগুলোর তুলনায় দরিদ্র দেশগুলোতে কৃষিকাজে বেশি সময় ব্যয় করা হয়। তবে মানুষের যাতায়াতের মতো আরও কিছু বিষয়ে সময় ব্যয়ের পরিমাণ পৃথিবীর সব দেশে প্রায় সমান।

এ ছাড়া মানুষ গড়ে দিনের অন্তত ৫ মিনিট এমনসব কাজ করে যা পরিবেশের পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। যেমনঃশক্তি শোষণ ব্যবহার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

গবেষণাটির সহলেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এরিক গালব্রেইথ বলেন, 'আমাদের জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসতে হবে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে জোর দিতে হবে। যদি দেখা যায়, আমাদের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনে অনেক সময় বরাদ্দ প্রয়োজন এবং সেসব কাজ আমরা এখন থেকেই করছি না, তবে এ পরিবর্তন আনা অসম্ভব হবে। কিন্তু আমরা প্রতিদিন কয়েক মিনিট সময় নিয়েই এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারি।'

ঘুমের বাইরে মানুষ সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে এমন সব কাজে যা মানুষের প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ড।

ঘুমের পেছনে বিশ্বজুড়ে মানুষ গড়ে ৯ দশমিক ১ ঘণ্টা ব্যয় করে, আর প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ডে ব্যয় করে ৯ দশমিক ৪ ঘণ্টা সময়।

গবেষণাটিতে প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ড বলতে, যেসব কর্মকাণ্ড সরাসরি মানুষের শারীরিক অথবা মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। এ ধরনের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে রয়েছেড় খাওয়া, টেলিভিশন দেখা, খেলাধুলা, স্কুলে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া।

গবেষণা অনুসারে, মানুষ এ সময়ের বড় একটি অংশ ব্যয় করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায়, যা প্রায় ৪ দশমিক ৬ ঘণ্টা।

মানুষ এরপর সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে ভৌত জাগতিক কাজে, যা প্রায় দিনের ৩ দশমিক ৪ ঘণ্টা।

এর মধ্যে খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য মানুষ চাষাবাদ করে, পশু লালনপালন করে, খাবার প্রক্রিয়াজাত করে এবং রান্না করে। এর পেছনে মানুষের গড়ে ব্যয় হয় ১ দশমিক ৮ ঘণ্টা। বাকি সময় ব্যয় হয় চারপাশ ব্যবস্থাপনায় ও টেকনোস্ফিয়ার সৃষ্টিতে। টেকনোস্ফিয়ার হলোড়শিল্পকর্ম, ভবন ও অবকাঠামো, জ্বালানি ও নানা উপাদান তৈরি।

দিনের বাকি ২ দশমিক ১ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয় সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে। এর মধ্যে মানুষের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের জন্যই দৈনিক গড়ে ০ দশমিক ৯ ঘণ্টা অর্থাৎ প্রায় এক ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। আর বাকি সময়টা মানুষ সরকারি, সামরিক, বাণিজ্য, খুচরা বেচাকেনা, আইন, রিয়েল এস্টেট ও অর্থনৈতিক খাতে ব্যয় করে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।

সান ফ্রান্সিসকোতে মুখোমুখি বৈঠকে বসছেন শি-বাইডেন

৭ পৃষ্ঠার পর

বৈঠকের বিষয়টি হোয়াইট হাউস নিশ্চিত না করলেও শুক্রবার চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই ও মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভানের মধ্যে এক বৈঠকের পর দেওয়া রিডআউটে বলা হয়েছে, দুই দেশের নেতার এই বৈঠক নিয়ে দুপক্ষই একসঙ্গে কাজ করছে। বর্তমানে তিন দিনের সফরে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং।

এবারের যুক্তরাষ্ট্র সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনসহ বিভিন্ন উচ্চপদস্থ মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং।

বৈঠকে বাইডেনকে ওয়াং বলেছেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও উইন-উইন সহযোগিতাড়এই তিন নীতির ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও স্থিতিশীল করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চীন। এ ছাড়া এর আগের দিন ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে বৈঠকেও একই কথা বলেছেন ওয়াং।

সবশেষ গত বছর বালিতে জি-২০ সম্মেলনের এক ফাঁকে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন শি ও বাইডেন। এরপর তাদের আর সরাসরি সাক্ষাৎ হয়নি। হোয়াইট হাউসের মতো শি-বাইডেনের বৈঠকের বিষয়টি চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও নিশ্চিত করেনি।

মেইন অঙ্গরাজ্যে ২২ জনকে গুলি করে হত্যায় সন্দেহভাজন রবার্ট কার্ডের মরদেহ উদ্ধার

৬ পৃষ্ঠার পর

রবার্ট কার্ডের মরদেহ খুঁজে পাওয়ার খবরটি পুরো এলাকায় স্বস্তি বয়ে এনেছে। লিসবন পুলিশের প্রধান রায়ান ম্যাকগি জানান, এলাকাবাসীর জন্য তিনি নিশ্চিত হয়েছেন। লুইস্টন সিটি কাউন্সিলর রবার্ট ম্যাকার্থি বলেন, 'এটা বিশাল স্বস্তির ব্যাপার। আশা করি যে, সমস্ত ভুক্তভোগী এবং তাদের পরিবার কিছুটা সান্ত্বনা পাবে যে, কার্ড আর বেঁচে নেই।'

ওয়াশিংটন থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং তাকে হালনাগাদ তথ্য জানানো হবে। মেইন অঙ্গরাজ্যের গভর্নর জ্যানেট মিলস এক বিবৃতিতে বলেছেন, তাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে।

মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলা : ইরানকে বাইডেনের হুঁশিয়ারি

৭ পৃষ্ঠার পর

ও বিদেশি নাগরিককে গাজায় জিম্মি করে নিয়ে আসে সংগঠনটি।

হামাসের হামলার জবাবে ওইদিনই গাজায় পাল্টা বোমা হামলা শুরু করে ইসরায়েল। নির্বিচারে বোমা হামলার মধ্যেই এবার সেখানে বড় ধরনের স্থল অভিযান চালাতে গাজা সীমান্তে হাজার হাজার সেনা ও রসদ জড়ো করেছে ইসরায়েল। - পেন্টাগনের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন আহ্বান বাইডেনের

৭ পৃষ্ঠার পর

হামাসের হামলার জবাবে গাজায় অবিরাম বোমা বর্ষণ করে আসছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, বুধবার পর্যন্ত নিহত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা ৬ হাজার ৫০০ ছাড়িয়েছে।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিহতের এই পরিসংখ্যান নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, 'কত লোক নিহত হয়েছেন তা সম্পর্কে ফিলিস্তিনিরা সত্য কথা বলেছে বলে আমি মনে করি না। আমি নিশ্চিত নিরাপরাধ মানুষেরা নিহত হয়েছেন এবং এটি যুদ্ধ শুরুর করার পরিণতি। তবে ফিলিস্তিনিরা যে সংখ্যার কথা বলছে তাতে আমার আস্থা নেই।- গার্ডিয়ান

লুইজিয়ানায় ঘন কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনায় দেড় শতাধিক গাড়ি, নিহত ৭

৬ পৃষ্ঠার পর

দৃষ্টিপথ মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল। ফলে সামনে দেখতে না পেয়ে মহাসড়কের বেশ কয়েকটি স্থানে ১৫৮টি গাড়ির সংঘর্ষ হয়।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, ঘটনাস্থলগুলো থেকে অন্তত ২৫ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

লুইজিয়ানার গভর্নর জন এডওয়ার্ডস আহতের সেবায় রক্তদাতাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি নিহতদের জন্য প্রার্থনারও আহ্বান জানান।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ধ্বংসাবশেষের ভিডিওগুলো থেকে দেখা গেছে, ম্যানচাক নামক একটি এলাকার ব্যস্ত মহাসড়কের ওপর গাড়িগুলো ভাঙারির মতো পড়ে আছে। অনেকগুলো গাড়ি পিষ্ট হয়ে গেছে। কিছু গাড়ি অপর গাড়ির নিচে চাপা পড়েছে এবং কিছু গাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে। আবার অনেক গাড়ি দুর্ঘটনাস্থলে আটকে পড়েছে। সেগুলোতে আটকে পড়া ব্যক্তিরা সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছেন।খবর বার্তা সংস্থা এপির।

সমস্যার মূলে যাওয়াই লেখকদের কাজ - গাজা পরিস্থিতি নিয়ে রুশদি

সালমান রুশদি। এতে ডয়েচে ভেলেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের ওপর হামলা, লেখালেখি, নতুন উপন্যাসের পাশাপাশি ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ নিয়ে তিনি কথা বলেছেন। রুশদির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, চলমান হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে সাহিত্য কী ভূমিকা রাখতে পারে?

উত্তরে এ উপন্যাসিক বলেন, চলমান যুদ্ধে সাহিত্যের ভূমিকা বেশ গৌণ। দেখুন, আমি কিন্তু সাহিত্যের শক্তিকে সব সময় বড় করে না দেখাতে চেষ্টা করি। বিপুল সংখ্যক মানুষ যে অবর্ণনীয় ব্যথা-বেদনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাকে ধরতে চাওয়াটাই লেখকদের কাজ। বিশ্ব মনোযোগ চলমান ঘটনার দিকে যথার্থভাবে ফেরাতে চেষ্টা করাই তাদের সাধনা হতে পারে। যুগে যুগে লেখরা এটাই করছেন। বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র লেখকরা তাই করছেন বলে আমার ধারণা। কোনো সমস্যার প্রকৃতি বোঝাতে চাওয়া, সমস্যার গভীরে যেতে চাওয়াটাই লেখকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এরপর মিডনাইটস চিলড্রেনের লেখকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হয়, চলমান মুহূর্তে শব্দ তার শক্তি হারিয়েছে, তাহলে আপনি কি তাই বলতে চাচ্ছেন?

একটু ব্যাখ্যা করে ৭৬ বছর বয়সি রুশদি জবাব দেন, এমন কিছু বিষয় আছে যা শব্দ করতে পারে না। এ মুহূর্তে আমি সেই সব বিষয় নিয়ে ভাবছি। দুঃখজনক হলো, সাহিত্য যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে না।

(একটু থেমে) যুদ্ধে সত্যকে সবার আগে হত্যা করা হয়। কারণ যুদ্ধ শুরু হলে প্রত্যেক পক্ষ তাদের মতো করে সত্য হাজির করে। প্রোপাগান্ডা চালায়। তাই যুদ্ধের সময় ফিকশন থেকে ফ্যাক্ট আলাদা করতে পারা বেশ কঠিন।

এ কারণেই যুদ্ধে সময় ফ্যাক্ট প্রতিষ্ঠা করাটাই প্রতিবেদক ও সাংবাদিকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধের মতো কঠিন সময়ে সাংবাদিকতা এমনটি করতে পারলে তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে সমাদর পাবে। বিশ্ববাসীর জন্য এর চেয়ে বড় সেবা আর হয় না।

১৯৪৭ সালে ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণকারী রুশদি তরুণ বয়সেই ব্রিটেনে পাড়ি জমান। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত তার মিডনাইটস চিলড্রেন বুকার পুরস্কার লাভ করে। ১৯৮৮ সালে দ্য স্যাটানিক ভার্সেস বের করে তিনি সমানতালে আলোচিত ও সমালোচিত হন। গত ফেব্রুয়ারিতে তার সর্বশেষ উপন্যাস ভিক্টরি সিটি বের হয়।

২০২২ সালের আগস্টে নিউইয়র্কের অদূরে এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় দর্শক সারি থেকে এক যুবক দৌড়ে দিয়ে রুশদিকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে। এতে তার ডান চোখের দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সুস্থ হলেও এক সময় রুশদির রাইটারস ব্লক তৈরি হয়। অর্থাৎ তিনি কিছু লিখতে পারছিলেন না। তবে তা এখন কেটে গেছে। ছুরিকাঘাতের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি এখন 'নাইফ' নামের একটা উপন্যাস লিখছেন। আগামী বসন্তে তা বাজারে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অদম্য সাহস। জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা। এবং গল্পের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে সমৃদ্ধ করার জন্য ২২ অক্টোবর রুশদিকে ফ্রাঙ্কফুর্ট বই মেলায় পিস প্রাইজ অব দ্য জার্মান বুক ট্রেড দেওয়া হয়। সূত্র : ডয়েচে ভেলে, দ্য ওয়্যার

এক্সে সঞ্চয় করা যাবে টাকা, খোলা যাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

গত বৃহস্পতিবার এক্সের প্রধান নির্বাহী লিন্ডা ইয়াকারিনার সঙ্গে এক বৈঠকে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

ধনকুবের ইলন মাস্ক টুইটার কিনে নেওয়ার পর একের পর এক পরিবর্তন আনছেন। এখন টুইটার চালালে দিতে হবে টাকা। এমনকি নামও পাল্টে ফেলেছেন। টুইটারে যাতে সব পরিষেবা মেলে, এমনভাবেই সাজানোর কথা বলেছিলেন মাস্ক।

এবার এতে ব্যাংক যুক্ত করার পরিকল্পনার কথা জানানো হলো। এরই মধ্যে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে এক্স। সবকিছু ঠিক থাকলে, ২০২৪ সালের শেষের দিকেই এই ব্যাংক চালু হবে। এর পর সেখানে অর্থ জমা করতে পারবেন ইউজাররা।

প্রযুক্তিভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ভার্গসের এক প্রতিবেদন বলছে, এক্সে চলবে অর্থনৈতিক কার্যক্রম। চীনেও এভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উইচ্যাট। এক্সে এখন সারাজীবন চালানোর খরচ আগেও দেওয়া লাগতে পারে। এমন নিয়ম এলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

তবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতো সব কার্যক্রম চালানো যাবে বলে জানান মাস্ক। তিনি বলেন, 'কাউকে টাকা পাঠাতে হলে এই অ্যাকাউন্ট থেকেও পাঠানো যাবে।'

দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির ৫ অভ্যাস

৫২ পৃষ্ঠার পর

রাখতে হবে। এটি এমন এক সমস্যা যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। জীবনের ছোট-বড় সব বিষয়কে দুর্বিষহ করে তোলে দুশ্চিন্তা। এই সমস্যা এড়াতে কিছু কাজ করতে হবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমন ৫ অভ্যাস সম্পর্কে:

মনোযোগের অভ্যাস তৈরি : মনোযোগের অভ্যাস তৈরি করতে হবে। এতে দুশ্চিন্তা করার প্রবণতা অনেকটাই কমে যায়। দুশ্চিন্তার সময় আমরা অতীত নয় ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি। সেটা না ভেবে সেই মুহূর্তে চোখের সামনে যা আছে তাতে মন দিতে হবে। এতেই তৈরি হবে মনোযোগের অভ্যাস।

প্রাণ খুলে হাসুন : ২০০৫ সালে পরিচালিত গবেষণায় জানা যায়, সবসময় গম্ভীর থাকার বদলে প্রাণ খুলে হাসলে শতকরা বিশভাগ বেশি ক্যালরি পোড়ানো যায়। প্রাপ্তবয়স্ক কিছু মানুষকে নিয়মিত হাস্যকর এবং তুলনামূলক গম্ভীর চলচ্চিত্র দেখানোর পর গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে আসেন।

নিয়মিত আমোদ-প্রমোদ হৃৎস্পন্দনের হার বাড়িয়ে দেয়। ২০১০ সালে প্রকাশিত আমেরিকান জার্নাল অফ কার্ডিওলজি'র তথ্যানুসারে, হাসি-ঠাট্টার ফলে দেহের সংবহনতন্ত্র বা বিভিন্ন নালীর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাই ঠোঁটের কোণে সবসময় এক চিলতে হাসি রাখুন কিংবা পারলে মন খুলে হাসুন।

পর্যাপ্ত ঘুম : রোজ অন্তত ছয় থেকে সাত ঘণ্টা ঘুমানো জরুরি। ঘুম দুশ্চিন্তা কমাতে অনেকটাই সাহায্য করে। একই সঙ্গে মন শান্ত রাখতেও ভূমিকা রাখে পরিমিত ঘুম। ঘুম পর্যাপ্ত হলে তা দুশ্চিন্তা দূর করতে জাদুকরি ভূমিকা রাখে। সেইসঙ্গে মনও শান্ত থাকে। তাই ঘুম যেন ভালো হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। ঘুম ভালো হলে আরও অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

প্রাণায়াম : মন শান্ত রাখতে প্রাণায়াম অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ। গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগই প্রাণায়ামের মূল নিয়ম। রোজ ভোরে ১০ মিনিট এই ব্যায়াম করলে অনেকটাই উপকার মেলে।

নিজেকে ব্যস্ত রাখুন : দুশ্চিন্তাকে মাথা থেকে দূরে রাখতে হলে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। আপনার মস্তিষ্ক এবং হাত ব্যস্ত থাকে এমন কোন কাজ করুন যেমন গেম খেলুন বা কোন হস্তশিল্প তৈরি করুন। বলা হয়ে থাকে,অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। এটি কিন্তু বাস্তবিকই সত্য। আপনি কোনো কাজ না করে অলসভাবে শুয়ে বসে থাকলে হতাশা আর দুশ্চিন্তা আপনাকে ঘিরে ধরবে- এটাই স্বাভাবিক। তাই যে কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন।

আর লুকোচুরি নয় এবার গুগল ম্যাপে জানুন সঙ্গীর অবস্থান

৫২ পৃষ্ঠার পর

থাকলেই হলো। সার্চ ইঞ্জিন গুগলের ম্যাপের সাহায্যে এখন যে কোনো স্থানে সহজেই যাতায়াত করতে পারবেন।

অবস্থান, দূরত্ব ও সেখানে পৌঁছাতে কোন পরিবহনে কত সময় লাগবে এমনকি সেখানে যাওয়ার কতগুলো রাস্তা আছে সবই জানান দেয় গুগল ম্যাপ।

তবে নিজের অবস্থান জানার পাশাপাশি আপনার প্রিয়জনদের অবস্থানও জানতে পারবেন। গুগল ম্যাপের মাধ্যমেই আপনার পরিচিত যে কাউকে ট্র্যাক করতে পারবেন।

প্রিয়জনের নিরাপত্তার খাতিরে এ কাজটি করতেই পারেন। তবে কোনো ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তাকে ট্র্যাকিং করা আইনত অপরাধ। তাই খুব কাছের কেউ না হলে ট্র্যাক করার আগে অবশ্যই তার অনুমতি নিন।

মূলত পরিজন বা বন্ধুরা কোনো অপরিচিত জায়গায় গেলে তাদের লোকেশন ট্র্যাক করতে পারেন। সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারলো কি না তা জানতে। এছাড়াও প্রথ মবার আপনার বাসায় কোনো আত্মীয় আসতে চাইলে তাকেও ট্র্যাক করে সাহায্য করতে পারেন।

চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে কাজটি খুব সহজেই করা যায়-

১. প্রথম আপনার মোবাইলে থাকা গুগল ম্যাপ ওপেন করুন।

২. এরপর ডানদিকের একদম উপরের কোণে থাকা আপনার প্রোফাইল ছবিতে ক্লিক করুন।

৩. এরপর লোকেশন শেয়ারিং অপশনে ক্লিক করুন। যে ব্যক্তির সঙ্গে লোকেশন শেয়ার করবেন সেই ব্যক্তিকে যুক্ত করুন।

৪. লোকেশন শেয়ারিং টাইম সেট করুন। এবং শেয়ার করুন।

৫. ডেস্কটপ থেকেও কাজটি করতে পারবেন। জেনে নিন পদ্ধতি-

৬. প্রথমে যে ব্যক্তির লোকেশন শেয়ার করবেন সেই ব্যক্তিকে আপনার গুগল কন্ট্যাক্টসে যোগ করুন।

৭. এরপর গুগল ম্যাপ ওপেন করুন।

৮. উপরের ডানদিকের একদম কোণে থাকা আপনার প্রোফাইল ছবিতে ক্লিক করুন। সেখানে শেয়ার ইওর লোকেশন (ঝযধৎব ণড়ঁৎ খড়পধঃরড়হ) অপশন থাকবে। ওই অপশনে ক্লিক করুন। সেখানে দেখতে পাবেন একাধিক কন্ট্যাক্টস। আপনার পছন্দের ব্যক্তির নামের উপর ক্লিক করুন।

৯. এরপর তার কাছে লাইভ লোকেশন শেয়ার করুন।

মেয়েরা সহজেই ৫ স্বভাবের পুরুষের প্রেমে পড়ে যান

৫২ পৃষ্ঠার পর

পাচ্ছেন না? কিংবা কেন তাঁদের মেয়েরা পছন্দ করছেন না? তবে এই প্রতিবেদনে ছেলেদের ৫টি গুণের কথা বলা হবে যেগুলি থাকলে মেয়েরা তাঁদের পছন্দ করেন। চলুন জেনে নিই সেই স্বভাবগুলি কী কী।

বর্তমান সময়ে ছেলে-মেয়েদের বন্ধুত্ব খুবই স্বাভাবিক। অনেক ছেলে পছন্দের সঙ্গী খুঁজে পান, আবার অনেকে অপেক্ষায় থাকেন। কারণ সেই যুবকরা বুঝতে পারেন না যে কেন তাঁরা পছন্দের সঙ্গী পাচ্ছেন না? কিংবা কেন তাঁদের মেয়েরা পছন্দ করছেন না? তবে এই প্রতিবেদনে ছেলেদের ৫টি গুণের কথা বলা হবে যেগুলি থাকলে মেয়েরা তাঁদের পছন্দ করেন। চলুন জেনে নিই সেই স্বভাবগুলি কী কী।

যে ছেলেরা মেয়েদের সম্মান করে : মেয়েরা এমন ছেলে পছন্দ করেন, যাঁরা মেয়েদের সম্মান করেন। কারণ মহিলাদের সম্মান করলে ছেলেরা মেয়েদের হৃদয় জয় করে নিতে পারেন। তাই যে ছেলেরা মেয়েদের সম্মান করেন মেয়েরাও তাঁদের প্রেমে পড়ে যান।

যে ছেলেরা সমস্যায় চিন্তিত হন না : যে ছেলেরা মানসিকভাবে দৃঢ়, সময়মত সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেন না, যেকোনও সংকটের মধ্যেও আতঙ্কিত হন না, বরং সর্বদা ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখেন, তাঁদের মেয়েরাও পছন্দ করেন। অর্থাৎ যে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা নিরাপদ বোধ করেন, তাঁদের মেয়েরাও ভালবাসেন।

হাসিখুশি ছেলে : মেয়েরা সবসময়ইত এমন হাসিখুশি প্রকৃতির ছেলেকে পছন্দ করেন। কিন্তু কোনও পুরুষ যদি রাগী বা গম্ভীর নয়, তাহলে মেয়েরা এড়িয়ে যান। তাই আপনিও যদি সদা হাসিখুশি থাকেন, তাহলে আপনারও দ্রুত সঙ্গী পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

পার্টনারের যত্ন নেওয়া ছেলে : মেয়েরা সেইসব ছেলেদেরই সঙ্গী হিসেবে পছন্দ করেন যাঁরা তাঁদের যত্ন নেন। তাই যাকে ভালবাসেন, সবসময় তাঁর পাশে থাকুন। প্রয়োজনে তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ান। নিজে কষ্ট পেলেও সঙ্গীকে খুশি রাখার চেষ্টা করুন। তাহলেই সঙ্গী হিসেবে পেয়ে যাবেন পছন্দের নারীকে।

ডেডিকেটেড ছেলে : সমস্ত মেয়েরই পছন্দ ডেডিকেটেড ছেলে, অর্থাৎ যে সবসময়-সারাজীবন শুধু তাকেই ভালবাসবে। কিন্তু কোনও ছেলের যদি ফ্লার্টিং করা স্বভাব থাকে, তাহলে তাকে মেয়েরা একদমই পছন্দ করেন না। তাই পছন্দের নারীকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে হলে কখনও অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে ফ্লার্ট করবেন না

ঢাকায় রাজনৈতিক সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

৫২ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছে। শনিবারই (২৮ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ তাদের এক্স হ্যান্ডলারে (সাবেক টুইটার) এই প্রতিক্রিয়া জানায়। এতে সব পক্ষকে শান্ত এবং নিজেদের সহিংসতা থেকে নিবৃত্ত থাকার আহ্বান জানানো হয়। সহিংসতার ঘটনায় সম্ভাব্য ভিসা বিধিনিষেধের বিষয়ও তাতে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২৮ অক্টোবর ঢাকায় যে রাজনৈতিক সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তার নিন্দা জানায়। একজন পুলিশ কর্মকর্তা, একজন রাজনৈতিক কর্মীহত্যা এবং একটি হাসপাতাল পোড়ানোর ঘটনা অগ্রহণযোগ্য। সাংবাদিকসহ বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতাও তেমনই।

মার্কিন দূতাবাস বলেছে, 'আমরা সব পক্ষকে শান্তি ও সংযমের আহ্বান জানাই। সম্ভাব্য ভিসা নিষেধাজ্ঞার জন্য আমরা সমস্ত সহিংস ঘটনার পর্যালোচনা করব।'

ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশ কেন্দ্র করে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সংঘর্ষ, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ ও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। এক পুলিশ সদস্যসহ অন্তত দুজন নিহত হন।

বিএনপির মহাসমাবেশও পণ্ড হয়ে গেছে। দলটি রোববার (২৯ অক্টোবর) সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছে। হরতাল ডেকেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীও।

কিশোরকে যৌন নির্যাতনের দায়ে নিউ ইয়র্কে এক বাংলাদেশী গ্রীনকার্ডধারী গ্রেফতার

৫২ পৃষ্ঠার পর

নাম কিংবা অন্য পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ৪০ বছর উক্ত বাংলাদেশী নাগরিক ২০০৯ সালের ৭ মার্চ একজন আমেরিকান নাগরিকের স্বামী হিসেবে স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে। ২০২২

সালের ১৬ই মে ব্রুকলীনের কিংস কাউন্টি সুপ্রীম ক্রিমিনাল কোর্টে তাকে ১৪ বছরের নিচের বয়সী কিশোরকে যৌন নিপীড়নের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি হিসেবে এক বছরের জেল দেওয়া হয়।

গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে নিউ ইয়র্কের গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশন বন্ধ করে দিলো বিক্ষোভকারীরা

৫২ পৃষ্ঠার পর

(যুদ্ধ) নয়' ইত্যাদি।

তাদের হাতে ছিল ফিলিস্তিনকে স্বাধীনতা দেওয়ার আহ্বানের ব্যানার। মুখে ছিল স্লোগান 'আর কোনও অস্ত্র নয়', 'আর কোনও যুদ্ধ নয়', 'যুদ্ধবিরতি চাই'।

ভিডিওতে দেখা গেছে, নিউ ইয়র্ক গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাল ফাঁকা করার জন্য পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ব্যানার খুলে ফেলে। তাছাড়া কয়েকজনকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যেতে দেখা গেছে।

জিউশ ভয়েস ফর পিস (জেভিপি) নামে ইহুদিদের একটি সংগঠন এই বিক্ষোভের আয়োজন করে। এর আগে গত সপ্তাহে এই সংগঠনটি গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটল হিলে বিক্ষোভ করেছিল।রয়টার্স

বিএনপি-পুলিশ সংঘর্ষে রণক্ষেত্র ঢাকা, প্রতিবাদে রোববার (২৯ অক্টোবর) হরতাল

৫২ পৃষ্ঠার পর

বাড়ি, রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতাল, পুলিশ বক্সে হামলা চালায়। বেশ কয়েকটি বাস ও অ্যাম্বুলেন্সে আগুন ধরিয়ে দেয়।

পুলিশও বিএনপি নেতা-কর্মীর উপর লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। সংঘর্ষের মধ্যে বেধড়ক পিটুনির শিকার হয়ে একজন পুলিশ সদস্য মারা গেছেন। আহত হয়েছেন বিএনপির বিপুলসংখ্যক কর্মী। প্রতিবাদে রোববার সারাদেশে হরতাল ডেকেছে দলটি।

বেলা সাড়ে ১২টার দিকে কাকরাইল মসজিদের সামনে ঘটনার সূত্রপাত। ওই পথ ধরে আওয়ামী লীগ কর্মীদের একটি বাস যাওয়ার সময় বাসের জানালায় ইট এসে পড়ে। তখন আওয়ামী লীগের কর্মীরা দ্রুত বাস থেকে নেমে ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। এর মধ্যে বিএনপির একটি মিছিল থেকে বাসে ভাঙচুর করা হয়। এ সময় পুলিশ এগিয়ে গেলে সংঘর্ষের শুরু হয়।

পুলিশ বিএনপির নেতা-কর্মীদের ধাওয়া দিতে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এরপর সংঘাত একটু করে বাড়তে থাকে। তখন বিএনপি নেতা-কর্মীরা পাশেই প্রধান বিচারপতির বাড়ির ফটকে হামলা চালায়। তারা বাড়ির নামফলক ভেঙে ফেলেন। গেটেও ভাঙচুর করেন।

বেলা একটার কিছু আগে সংঘর্ষের ছড়িয়ে পড়ে কাকরাইল মোড়ের দিকেও। পুলিশের কাঁদানে গ্যাসের জবাবে বিএনপি কর্মীরাও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। বেশ কয়েকজন বিএনপি কর্মীকে পুলিশের ছোড়া কাঁদানে গ্যাসের শেল তুলে উল্টো পুলিশের দিকে ছুড়ে মারতে দেখা যায়। কাকরাইল মোড়ে একটি ট্রাফিক পুলিশ বক্সে বেলা সোয়া একটার দিকে আগুন দেওয়া হয়।

ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) ভবনে রাখা গাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। কিছুক্ষণের মধ্যে কাকরাইল মসজিদের সামনে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) সদস্যদের মোতায়েন করা হয়।

সংঘর্ষের এক পর্যায়ে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে আগুন দেওয়া হয়। পুলিশ বলছে, বিএনপির নেতা-কর্মীরা হাসপাতালে আগুন দিয়েছে।

ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো. ফারুক হোসেন বলেন, রাজারবাগের পুলিশ হাসপাতালে আগুন দিয়েছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। সেখানে তারা দুটি অ্যাম্বুলেন্সে আগুন ধরিয়ে দেয়।

বেলা আড়াইটার দিকে পুলিশি বাধার মুখে বিএনপির নয়াপল্টনের সমাবেশ পণ্ড হয়ে যায়। সমাবেশ শেষ হওয়ার আগে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রোববার হরতালের ঘোষণা দেন। ধাওয়া খেয়ে নেতা-কর্মীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েন।

পরে নয়াপল্টন এবং রাজধানীর অন্যান্য স্থানে বিএনপি-পুলিশের সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এসব ঘটনায় বিএনপির বহু নেতা-কর্মীর পাশাপাশি পুলিশ ও সাংবাদিকেরা আহত হয়েছেন। পুলিশ দাবি করেছে, তাদের ৪১ জন সদস্য আহত হয়েছেন।

আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ সাংবাদিক

সংঘর্ষের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে অন্তত ১৫ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। দৈনিক বাংলা মোড়ে ফেসবুকে লাইভ করতে বিএনপির কর্মীদের হামলার শিকার হন ইত্তেফাক মাল্টিমিডিয়ার রিপোর্টার তানভীর আহমেদ। দুপুর ১ টার দিকে কাকরাইল তাবলীগ মসজিদ মোড়ে প্রধান বিচারপতির বাসভবনের সামনে লাইভ করতে গিয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের হামলার শিকার হন ইত্তেফাকের আরেক মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার শেখ নাছের।

এছাড়া সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন ঢাকা টাইমসের প্রতিবেদক সিরাজুম সালেকীন। তার একটি পা ভেঙ্গে গেছে। তাকে চিকিৎসার জন্য জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) ভর্তি করা হয়েছে।

এছাড়াও নিউ এজ পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি আহমেদ ফয়েজ, দৈনিক কালবেলার প্রতিবেদক রাফসান জানি, গ্রিন টিভির বিশেষ প্রতিনিধি রুদ্র সাইফুল্লাহ ও ক্যামেরাম্যান আরজু, ব্রেকিং নিউজের কাজী ইহসান বিন দিদার, আহসান হাবিব সবুজ, ইনকিলাবের ফটোসাংবাদিক এফ এ মাসুম, বাংলা ট্রিবিউনের সালমান তারেক শাকিল, দেশ রূপান্তরের প্রতিবেদক আরিফুর রহমান রাব্বি, বাংলানিউজের জাফর আহমেদ, ফ্রিল্যান্সার মারুফ আহত হয়েছেন।

মারা গেছেন এক পুলিশ সদস্য

ফকিরাপুল মোড়ে হামলার শিকার হয়ে পারভেজ নামে এক পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়েছেন। তার বাড়ি মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে। বিকেল সোয়া ৪টার দিকে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এরপর, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন জানান, মৃত অবস্থাতেই ওই পুলিশ সদস্যকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তার মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে।

ওই পুলিশ সদস্যকে হাসপাতালে নিয়ে আসা রায়হান রাবদি নামে এক যুবক জানান, ফকিরাপুল মোড়ে পুলিশের ওপর যখন হামলা হয় তখন ওই পুলিশ সদস্যসহ চার পুলিশ একটি ভবনে ঢুকে পড়েন। ভয়ে তাদের সঙ্গে ভবনটিতে ঢুকেন রায়হান। সেখান থেকে হঠাৎ ওই পুলিশ সদস্য বাইরে বেরিয়ে যান। তখনই তার উপর হামলা চালানো হয়।

বিক্ষোভকারীরা পুলিশ সদস্যের মাথায় আঘাত করেন। সেখান থেকে অন্য পুলিশের সহায়তায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

মারা গেছেন আরো একজন

নয়াপল্টনে পুলিশের সঙ্গে বিএনপির নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষের সময় আরেকজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত শামীম মোল্লা রাজধানীর মুগদা এলাকার বাসিন্দা। তিনি বিএনপির সহযোগী সংগঠন যুবদলের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি বলে সংগঠনটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

যুবদলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুপুরে পুলিশের সঙ্গে বিএনপির নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষের মধ্যে আহত হয়ে শামীম মোল্লা মারা গেছেন। বিকেলে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

তবে তার বাবা মুদি দোকানি ইউসুফ মিয়া ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''আমার ছেলে কোনো দল করে না। আমার দুই ছেলে, এক মেয়ে। এর মধ্যে শামীম সবার বড়। সে একজন চিকিৎসকের গাড়ি চালায়। কোনো ধরনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না। ওই এলাকায় কেন গিয়েছিল আমি জানি না।''

রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালের পরিচালক পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক মো. রেজাউল হায়দার বলেন, ''তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।''

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হারুন অর রশীদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''আমাদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বিনা উসকানিতে হামলা করেছে পুলিশ। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে পুলিশ হামলা চালিয়ে আমাদের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে। পুরো সমাবেশস্থলে তারা তাণ্ডব চালিয়েছে।"

দলের সিনিয়র নেতাদেরও বেধড়ক পেটানো হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ''আমি নিজেও চার-পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছেছি। আমি সব জায়গায় পুলিশকে এমন মারমুখি অবস্থায় দেখেছি।''

বিকেলে রাজধানীর তিনটি বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে। বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে সাড়ে ৫টার মধ্যে কাকরাইল, মালিবাগ ও কমলাপুরে আগুন দেওয়া হয়। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মালিবাগ-মৌচাক ফ্লাইওভারে বলাকা পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। একই সময়ে কমলাপুরে বিআরটিসির একটি বাসেও আগুন দেওয়া হয়।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ বলেছেন, ''বিএনপি শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অনুমতি নিলেও প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা চালিয়েছে। পুলিশের সঙ্গে তারা সংঘর্ষে জড়িয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ হাসপাতাল এবং রাষ্ট্রীয় অনেক ভবনে হামলা চালিয়েছে তারা।''

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে এই কর্মকর্তা বলেন, ''পুলিশ জনগণের জানমাল রক্ষা করার জন্য পাল্টা অ্যাকশনে গেছে। বিএনপি সন্ত্রাসী কায়দায় পুলিশের ওপর হামলা চালিয়েছে। ভিডিও ফুটেজ দেখে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।''

বিএনপির ডাকা হরতাল প্রসঙ্গে পুলিশ কর্মকর্তা হারুন বলেন, ''আমি এখনও বিএনপির হরতাল কর্মসূচির বিষয়ে জানি না। যদি তারা এ ধরনের কর্মসূচি দিয়ে থাকে এবং হরতালের নামে যদি কেউ নৈরাজ্য করে তাহলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।''

ডিএমপির গণমাধ্যম শাখার উপ-কমিশনার ফারুক হোসেন বলেন, ''শুধু ফকিরাপুল, রাজারবাগ হাসপাতাল নয়, কাকরাইলে আইডিবি ভবনে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ভাঙচুর চালিয়েছে। তাদের ইট-পাটকেলের আঘাতে মন্ত্রী পাড়ার বিভিন্ন ভবনের জানালার কাঁচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

''পুলিশের ওপর আঘাত করেছে। গাড়িতে আগুন দিয়েছে। সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবন্ধকতা করেছে।

বেশ কয়েকটি পুলিশ বক্সে আগুন দিয়েছে।"

এদিকে, একই সময় আরামবাগ মোড়ে সমাবেশ করেছে জামায়াত। বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করে আওয়ামী লীগ। এই দুই সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়েছে। তবে আওয়ামী লীগের সমাবেশে আসা সবার হাতে ছিল লাঠি। অনেকটা মারমুখী অবস্থানে ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা।

সমাবেশে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, ''হরতাল এখন ভোঁতা অস্ত্র। এ অস্ত্রে কোনো কাজ হবে না। আমরা শান্তি চাই। এজন্য সারা দেশে আগামীকাল শান্তি সমাবেশ করব।"

বিএনপিকে 'খুনি ও সন্ত্রাসীদের দল' আখ্যায়িত করে কাদের বলেন, ''তারা আজকে তাদের পুরোনো চেহারায় ফিরে এসেছে। এদের বিরুদ্ধে খেলা হবে।"

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''আজকে কী ঘটেছে তা সবাই দেখেছেন। বিএনপি যে একটা সন্ত্রাসী দল সেটা আমরা আগেই বলেছিলাম। আজ তারা প্রধান বিচারপতির বাড়িতে হামলা চালাল। এমনকি রাজারবাগ হাসপাতালেও তারা আগুন দিয়েছে। আজ তাদের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিহত করা হবে।"

বিএনপির ডাকা হরতালের ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি। শনিবার (২৮ অক্টোবর) সমিতির মহাসচিব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ বলেন, ''বিএনপির ডাকা আগামীকালের হরতালে ঢাকা শহর, শহরতলি ও আন্তঃজেলা রুটে বাস-মিনিবাস চলাচল অব্যাহত থাকবে।"

অন্যদিকে, রাজধানীর বিভিন্ন থানায় দায়ের করা নাশকতার অভিযোগের মামলায় গ্রেপ্তার বিএনপি-জামায়াতের ৮৪১ নেতা-কর্মীর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে শনিবার কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের একাধিক বিচারকেরা এই আদেশ দেন।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নিউইয়র্ক এর শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫ দিন ব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপিত হয়েছে। গত ২০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নিউইয়র্ক এর আয়োজনে হল উপচে পড়া ভক্তদের অংশগ্রহণে উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপিত হয়েছে।

গুলশান ট্যারেসে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নিউইয়র্ক'র শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস।

পূজা উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল পূজা, অঞ্জলি, আরাধনা, আরতি, যজ্ঞ, সন্ধি পূজা, সাংস্কৃতিক অনুষ্টান। পূজার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন জনপ্রিয় শিল্পী, কলাকুশলীদের উপস্থিতিও ছিল লক্ষ্যনীয়। সনাতন হিন্দু ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব শারদীয় পূজার প্রায় এক মাস আগ থেকেই পূজার প্রস্তুতি নেয় মন্দির ও হিন্দু ধর্মালম্বীদের সকল সংগঠনসমুহ।

আমেরিকাকে বলেছি, ভয় দেখিয়ে লাভ নাই- পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

৫২ পৃষ্ঠার পর

মোমেন বলেছেন, উপদেশ নয়, আমরা আমেরিকাকে বলেছি, ভয় দেখিয়ে লাভ নাই। আমাদের টাকা দরকার। আপনারা টাকা নিয়ে আসেন।

গত শনিবার (২৮ অক্টোবর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদ্য সমাপ্ত ব্রাসেলস সফরের বিষয় উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন বলেন, তারা শুধু উপদেশ দেয়, যা আপনারা (গণমাধ্যম) পছন্দ করেন। নির্বাচন, অমুক-তমুক এবারে এগুলো নিয়ে কোনো আলাপ করেনি। একবারে তারা বলেছে, ইন্দো-প্যাসিফিকে (ভারতপ্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল) বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করবে। তারা শুধু উপদেশ দেবে না বা ভয় দেখাবে না, তারা টাকা নিয়ে আসবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ৩০০ বিলিয়ন ইউরো খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জানিয়ে আবদুল মোমেন বলেন, আমরা প্রায় এক বিলিয়ন ইউরো সই করেছি। এর মধ্যে ৩৫০ মিলিয়ন হচ্ছে ঋণ। সেটির বিষয়ে আমরা ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি করেছি।

প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্র সফরের প্রসঙ্গ টেনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা আমেরিকাকে বলেছি আপনারা টাকা নিয়ে আসেন। আপনারা শুধু উপদেশ নিয়ে আসেন, উপদেশে আমাদের মন ভরে না।

আপনারা যদি চায়নাকে হারাতে চান, তাহলে আপনারাও চায়নিজদের মতো টাকার ঝুড়ি নিয়ে আসেন এবং সহনীয় প্রস্তাব নিয়ে আসেন। আহাম্মকি প্রস্তাব নিয়ে আসলে হবে না। যুক্তরাষ্ট্রও উন্নয়শীল দেশগুলোর জন্য ২৫০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল নিয়ে আসার চেষ্টা করছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি বলেন, স্বার্থ হাসিলের জন্য অনেক দেশ প্রোপাগান্ডা (অপপ্রচার) করছে। উদ্দেশ্য জিনিস বিক্রি করা, ব্যবসা করা। আমরা বলেছি, যুদ্ধতে আমরা নাই। আমরা বলেছি, বোয়িং কিনতে চাই। আর যায় কোথায়! তারা বলছে, বোয়িংয়ের দাম অর্ধেক করে দেবে। খালি ব্যবসা। বাকি যে মানবাধিকার, গণতন্ত্র, এগুলো ভাঁওতাবাজি। চাপ দেওয়ার জন্য এগুলো করছে। প্রধানমন্ত্রীর ব্রাসেলস সফরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মানবাধিকার প্রসঙ্গ তোলা হয়নি বলেও জানান আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, ওনারা মনে হয়, এ ব্যাপারে লজ্জিত। সুত্র মানবজমিন

লং আইল্যান্ডের রোজডেলে ইঞ্জিনয়ার আকাশ রহমানের মালিকানাধীন এমোকো গ্যাস ও কনভেনিয়েন্স ষ্টোর এর শুভ উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৭ অক্টোবর শুক্রবার বাদজুমা নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে হোমকেয়ার সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান আশা হোমকেয়ার এর প্রসিডেন্ট এবং সিইও ইঞ্জিনয়ার আকাশ রহমানের মালিকানায় লং আইল্যান্ডের রোজডেলে প্রতিষ্ঠিত এমোকো গ্যাস ও কনভেনিয়েন্স ষ্টোর এর শুভ উদ্বোধন হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে দোয়া পিরচালনা করেন মাওলানা শহীদুল্লাহ। জনাব আকাশ রহমান ২৪৩০২ সাউথ কন্ডুইট এভিনউ, রোজডেল, এনওয়াই ১১৪২২ ঠিকানায় অবস্থিত এমোকো গ্যাস ও কনভেনিয়েন্স ষ্টোরে বাংলাদেশীদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ : একসঙ্গে কাজ করতে চায় বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী।

মঙ্গলবার (২৪ অক্টোবর) বিকেলে ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে মার্কিন প্রেসিডেন্টের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত জন কেরির মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক বিশেষ দূত সাবের হোসেন এই আগ্রহের কথা প্রকাশ করে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রশমন, অভিযোজন তহবিল, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি কপ-সহ অন্যান্য বৈশ্বিক জলবায়ু প্লাটফর্মে বৃহত্তর দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা গড়ে তোলার বিষয়ে উভয় দেশের জলবায়ু দূতের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি বলেন, 'বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে ঝুঁকির মুখে থাকা ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষে সরব থাকবে।'

এসময় তিনি জন কেরিকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর নেয়া মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্লান, ডেল্টা প্লান ২১০০-সহ যুগোপযোগী পদক্ষেপসমূহের কথা অবহিত করেন। এসকল পরিকল্পনা বাংলাদেশকে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে সমৃদ্ধি ও সহনশীলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত জন কেরি বলেন, 'বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে।

পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থায়ন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করছে। নবায়নযোগ্য খাতে বিনিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশের সহযোগী হিসেবে সাহায্য করার আশা প্রকাশ করেন তিনি।'

সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি এবং জন কেরি উভয়েই কপ ২৮ সফল করতে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঐকমত্য গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ইতোপূর্বে, ওয়াশিংটন সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশেষ দূত সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি জীবাশ্ম জ্বালানি পরিহারে অর্থায়ন ও অগ্রগতি সংক্রান্ত বৈশ্বিক তদন্তবিষয়ক এক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। উরুগুয়ে, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, জাম্বিয়া এবং উগান্ডার শীর্ষ স্থানীয় আইন প্রণেতাগণের পাশাপাশি মার্কিন সিনেটর এড মার্কে এবং কানাডিয়ান সিনেট সদস্য রোজা গ্যালভেজ উক্ত বৈঠকে অংশ নেন।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কে ছড়াড্ডা এবং ছড়াটে'র অগ্রযাত্রা

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে নতুন উদ্যমে আরো সংগঠিত হয়ে ছড়াটে সম্পন্ন করলো জমজমাট ছড়াড্ডা। সশরীরে ও অলাইনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুক্ত হন ছড়াকার ও শিশুশিল্পীরা। গত ২০ অক্টোবর শুক্রবার জ্যামাইকার হিলসাইডে অনুষ্ঠিত হয় ছড়াটে-র নিয়মিত মাসিক ছড়াড্ডা। এটি ছিলো নবম ছড়াড্ডা।

আড্ডার শুরুতেই জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় শিশুশিল্পী মৌনামী, ছড়াকার খালেদ হোসাইন সহ এইদিনে জন্মগ্রহণকারী সকল গুণীজন ও শিশুদের। নিউইয়র্কে শিল্প-সংস্কৃতির সংগঠন বিপা-র শিক্ষার্থী শিশুশিল্পী যুনাইরা ইসলামের আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আড্ডা শুরু এবারের ছড়াড্ডা। যুনাইরা আবৃত্তি করে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটনের ছড়া। মেরিল্যান্ড থেকে যুক্ত হওয়া ছড়াকার ফকির সেলিম পরপর কয়েকটি ছড়া পড়ে শোনান। তিনি যেকোনো একটি ছড়াড্ডা মেরিল্যান্ডে করার প্রস্তাব করেন। ছড়াকার মৃদুল আহমেদ বরাবরের মতো তাৎক্ষণিক ছড়া তৈরি করে সবাইকে চমৎকৃত করেন। প্রথমবারের মতো ছড়াড্ডায় যুক্ত হন ছড়াকার খালেদ সরফুদ্দীন, ছড়াকার মনজুর কাদের ও ছড়াকার শাহ ফিরোজ। তারা তাদের ছড়াপাঠের মাধ্যমে সকলকে আমোদিত করেন। এছাড়াও ছড়াপাঠ করেন ছড়াকার শাহীন ইবনে দিলওয়ার ও ছড়াকার শাম্ স চৌধুরী রুশো।

প্রখ্যাত লেখক, কলামিস্ট, ছড়াকার ও কবি অজয় দাশগুপ্ত, সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে তাঁর ছড়া পড়ে শোনান এবং ছড়াটে-র গঠনমূলক বিভিন্ন আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কবি অজয় দাশগুপ্ত শিল্প-সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার সাফাল, সার্কের সাত দেশও আফগানিস্তান মোট আট দেশের এই বিশাল সংগঠনটির প্রথমবারের মতো প্রবর্তিত শিল্প, সাহিত্যের পদক ও সম্মাননা পেয়েছেন। লেখালেখির জন্য সাউথ এশিয়ান সার্ক আন্তর্জাতিক পদকে ভুষিত হওয়ায়, সঞ্চালক শাম্ স চৌধুরী রুশো ছড়াটে-র পক্ষ থেকে তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ছড়াড্ডার স্পনসর ফরএক্স একাডেমির দুই কর্ণধার কবি মিশুক সেলিম ও ইঞ্জিনিয়ার সমীরণ বড়ুয়া।

প্রথমবারের মতো ছড়াড্ডা উন্মুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হলো। এর আগের আড্ডাগুলো ঘরোয়াভাবে অনুষ্ঠিত হতো। এখন থেকে ছড়াড্ডা প্রতি মাসের তৃতীয় শুক্রবার হিলসাইডের ফরএক্স একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।-আশরাফুল হাবিব মিহির প্রেরিত

এনওয়াইসি হেলথ অ্যান্ড হসপিটালের কমিউনিটি এডভাইজারি বোর্ডের সিএবি মেম্বার হলেন বাংলাদেশী-আমেরিকান শাহজাহান শেখ

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ডের ফার্স্ট চেয়ারম্যান শাহজাহান শেখ এনওয়াইসি হেলথ অ্যান্ড হসপিটালের কমিউনিটি এডভাইজারি বোর্ডের সিএবি মেম্বার হয়েছেন। সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত বাংলাদেশী-আমেরিকান শাহজাহান শেখের এই নিয়োগ ১ সেপ্টম্বর ২০২৩ থেকে ৩১ আগস্ট ২০২৫ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, প্ল্যানিং ও ব্যবস্থাপনায় সিটি হাসপাতালের চিকিৎসায় উচ্চমান এবং সার্ভিস প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সিএবি'র মেম্বাররা। প্রতি দুই বছরের জন্য কর্মদক্ষতা, কম্যুনিটি সংশ্লিষ্টতা এবং জনস্বাস্থ্যের গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি বরোতেই এই মনোনয়ন প্রদান করেন বরো প্রেসিডেন্টরা।

উল্লেখ্য, ব্রঙ্কসে বসবাসরত কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শাহজাহান শেখ ২০১৭ সাল থেকে ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ডের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। নতুন করে অতিরিক্ত দায়িত্ব পেলেন এনওয়াই হেলথ অ্যান্ড হসপিটালের কমিউনিটি এডভাইজারি বোর্ডের সিএবি'র। শাহজাহান শেখের দেশের বাড়ি বাংলাদেশের গাজিপুরের কাপাশিয়ায়।

আটলান্টিক সিটিতে প্রবাসী হিন্দু রমনীদের সিঁদুর খেলা

পরিচয় ডেস্ক: সনাতন হিন্দু ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। কয়েক দিনব্যাপী এই পূজায় পালিত হয় নানা রকমের অনুষ্ঠান। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হলো "সিঁদুর খেলা"। এই সিঁদুর খেলার দেখা মেলে শারদীয় দুর্গাপূজার বিজয়া দশমীর দিনে। এই দিনে কেবল দুর্গা মাকে বিদায়ই জানানো হয় না, এর সঙ্গে থাকে নানা আয়োজনও। সিঁদুর খেলা এই আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ।ঐদিন সকালে পূজার পর থেকে শুরু করে দেবীকে বিদায়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলে এই সিঁদুর খেলা। সিঁদুর খেলা হিন্দুদের রঙ খেলা থেকে কিছুটা ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। শারদীয় দুর্গাপূজার শেষ দিন অর্থাৎ দশমীর দিনে সর্বশেষ যে রীতিটি পালিত হয়, এর নাম "দেবী বরণ"। বিবাহিত নারীরা সিঁদুরসহ অন্যান্য উপাচার সহকারে এই 'দেবী বরণ' করে থাকেন। দুর্গা মাকে বিসর্জনের জন্য বিদায় দেওয়ার আগে তাঁর সিঁথিতে সিঁদুর মাখানোর পর অবশিষ্ট সিঁদুর দিয়ে তাঁরা একে অপরকে রাঙিয়ে দেন। মূলত এটিকে দেখা হয় সোহাগের কিংবা বিবাহিত নারীদের সৌভাগ্য কামনাস্বরূপ হিসেবে। এটি মূলত খেলেন বিবাহিত নারীরা। তাঁরা একে অন্যকে লাল রঙের সিঁদুরে রাঙিয়ে দেন। মাথার এক প্রান্ত থেকে শুরু করে পুরো সিঁথি জুড়ে থাকে এই সিঁদুর। এই লাল রংকে ধরা হয় শক্তির প্রতিরূপ হিসেবে। এই সিঁদুর খেলার অন্যতম গুরুত্ব হলো, বিবাহিত নারীরা তাঁদের সিঁদুরের স্থায়িত্ব অর্থাৎ তাঁদের স্বামীর দীর্ঘ জীবন কামনার উদ্দেশ্যেই তাঁরা এই সিঁদুর খেলা খেলে থাকেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁরা একে অন্যের সিঁথি, হাতের শাঁখা ও মুখাবয়ব সিঁদুর দিয়ে রাঙিয়ে দেন। বিবাহিত নারীরা একে অন্যের সৌভাগ্য কামনা করে এই সিঁদুর পরিয়ে থাকে। এই সিঁদুর খেলার মাধ্যমে বিজয়ার ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কিছুটা আনন্দের সঞ্চার হয়। বিবাহিত নারীরা ব্যতীত এটি অবিবাহিত মেয়েরাও খেলে থাকেন। অবিবাহিত নারীদের বিবাহিত নারীরা এ জন্যই সিঁদুর পরিয়ে দেন, যাতে দুর্গা মায়ের আশীর্বাদে তাদের ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবন সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। এই দিনে প্রায় সব নারীই লাল রংয়ের শাড়ি পরে থাকেন। গত ২৪ অক্টোবর মংগলবার দুর্গোৎসবের শেষ দিন সিঁদুর খেলায় মেতেছিল নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটির প্রবাসী হিন্দু নারীরা। দেবী দুর্গার বিদায়ের আগে মংগলবার সকালে মন্দিরে চলে সিঁদুর খেলা। সকালে পূজা অর্চনার পর দেয়া হয় পুষ্পাঞ্জলি। এরপরই হিন্দু বিবাহিত নারীরা দেবীর পায়ে লাল টকটকে সিঁদুর নিবেদন করেন। পরে সেই সিঁদুর একে অপরকে লাগিয়ে আগামী দিনের জন্য শুভ কামনা করেন। সেই সঙ্গে স্বামী সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন।-আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী

শুক্রবার, ২৭ অক্টোবর নিউইয়র্কে মুক্তি পেল বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র '১৯৭১ সেই সব দিন'

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে সফলতার পর এবার নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পেয়েছে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র '১৯৭১ সেই সব দিন'। গত শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) থেকে নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্সে এই ছবি যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মত মুক্তি পেয়েছে । এ উপলক্ষ্যে গত বুধবার (২৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে মিট এন্ড গ্রিট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ছবিটির পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও সঙ্গীত শিল্পী সহ সুধিজন উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক অনুদানে নির্মিত '১৯৭১ সেই সব দিন' ছবিটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশনকারী প্রতিষ্ঠান বায়োস্কপ ফিল্ম আয়োজিত মিট এন্ড গ্রিট অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা। নিউ ইয়র্কে ছবির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন একাত্তুরের শহীদ পরিবারের সন্তান ও বীর মুক্তিযোদ্ধ ডা. মাসুদুল হাসান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন লুবনা রশীদ। এরপর ছবির পরিচারক ও অভিনেত্রী হৃদি হক, অভিনেতা লিটু আনাম, অভিনেত্রী তারিন, সঙ্গীত শিল্পী কামরুজ্জামান রনি ছবিটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সবশেষে ধন্যবাদ জানান বায়োস্কপ ফিল্মস এর অন্যতম পরিচালক ডা. রাজ হামিদ।

অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা বলেন, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সকল বাংলাদেশীরা হৃদয়ে লালন করি। মুক্তিযুদ্ধের ছবি আমাদের প্রেরণা, উৎসাহ-উদ্দীপনা। দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিযুদ্ধের ছবি প্রদর্শণকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি তিনি আরো বেশী বেশী এমন ছবি নির্মাণে যার যার অবস্থান থেকে পৃষ্ঠপোষকতার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে '১৯৭১ সেই সব দিন' ছবির মুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে ডা. মাসুদুল হাসান বলেন, ৭১-এ আমার সামনেই আমার ডাক্তার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। ভাগ্যক্রমে আমি প্রাণে বেঁচে যাই। পরবর্তীতে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে চিকিৎসার জন্য বিদেশে আসি এবং চিকিৎসা নেই।

অনুষ্ঠানে হৃদি হক, লিটু আনাম, তারিন ও কামরুজ্জামান রনি ছবি নিয়ে তাদের অভিমত ব্যাক্ত করেন। এছাড়াও ছবির শিল্পী কামরুজ্জামান রনি ও প্রবাসী শিল্পী নিলীমা শশী একটি দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টিভি-র সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক প্রথম আলো নিউ ইয়র্ক এর সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাবউদ্দিন সাগর, সাপ্তাহিক হক কথা সম্পাদক এবিএম সালাউদ্দিন আহমেদ, আইবি টিভির আবীর আলমগীর,সাপ্তাহিক প্রথম আলো নিউ ইয়র্ক এর মনজুরুল হক সহ বাংলাদেশের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেতা আহমেদ শরীফ ও জনপ্রিয় টিভি অভিনেত্রী লুৎফুন্নাহার লতা, অভিনেতা টনি ডায়েস, নৃত্যশিল্পী প্রিয়া ডায়েস, কম্যুনিটি এক্টিভিষ্ট নাসির আলী খান পল, নিউ ইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী ও সহ সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন বাবু, নুরুল আফসার সেন্টু, শিবলী সাদিক, গোপাল সান্যাল, বদরুদ্দোজা সাগর প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সাংবাদিকদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে এক প্রশ্নের জবাবে ছবির পরিচাল হৃদি হক বলেন, '১৯৭১ সেই সব দিন' ছবিটি একাত্তুরের গল্প নিয়ে তৈরী হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে এটি কোন ডকুমেন্ট নয়, এটি সিনেমা। তাই একটি সিনেমা যেভাবে তৈরী হয়, এই সিনেমায় তাই করা হয়েছে। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে ডা. রাজ হামিদ জানান, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের বাংলাদেশী অধ্যুষিত স্কুলগুলোতে '১৯৭১ সেই সব দিন' ছবিটি বিনামূল্যে প্রদর্শনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আর বিভিন্ন রাজ্যের ছবিটি হরে প্রদর্শনের সময় দর্শনীর বিনিময়ে দেখতে হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা ড. এনামুল হকের গল্প অবলম্বনে নির্মিত '১৯৭১ সেই সব দিন' ছবি পরিচালনা করেন অভিনয় শিল্পী ড. এনামুল হক ও লাকি এনাম দম্পতির কন্যা হৃদি হক।

ব্রুকলিনে বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন আয়োজিত মৌসুমের শেষ মেলায় দশ হাজার মানুষের উপস্থিতি

বাংলাদেশি আমেরিকানদের আমেরিকান বিদেশ নীতির পক্ষে থাকার বিকল্প নেই - ড. আবু জাফর মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: বীর মুক্তিযোদ্ধা গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে বাংলাদেশি আমেরিকানদের অবস্থানগত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, আমাদের প্রথম দায়বদ্ধতা হচ্ছে, আমেরিকার বিদেশ নীতির পক্ষে আমাদের অবস্থান নিশ্চিত করা। আমরা বাংলাদেশিরা এই আমেরিকায় এসেছি, এখানে বসবাস করি। বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আমেরিকার বৃহত্তর স্বার্থের পক্ষে দাঁড়ানো। আমেরিকার পক্ষে আমরা দাঁড়াতে বাধ্য। কারণ আমরা আমেরিকান নাগরিক।

তিনি রোববার ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতে বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন আয়োজিত মৌসুমের শেষ পথমেলা উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। সেসময় কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ৫ বরো কমা-ার রিছি টেইলার, ৬৬ প্রিসিন্ট কমা-ার কেনেথ হেরিটি, কিংস কাউন্টির ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এরিক গঞ্জালেস, অ্যাটর্নি পেরি ডি সিলভার, গেস্ট অফ অনার বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কাজী আযম, বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি লুৎফুল করিম, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, পথমেলা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম, প্রধান সমন্বয়কারী মোশাররফ হোসেন মুন, সদস্য সচিব এ এইচ খন্দকার জগলু, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. হায়দার, মো. ইসলাম শিমুল, মাঈনউদ্দিন বাবলু, যুগ্ম সদস্য সচিব কাজী হায়াত নজরুল, তাজুল ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। সেসময় মেলার আয়োজক কমিটির নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ ও মেলার অন্যান্য অতিথিবৃন্দসহ বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্ এর সকল কর্মকর্তারা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আজ আমরা বাংলাদেশের মানুষ এই মেলায় একত্রিত হয়েছি, এক অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আন্তরিকতার টানে। এই ভালোবাসাই আমাদের দেশাত্ববোধ। এই আন্তরিকতাই আমাদের নিজস্বতা। এই একতাই আমাদের ভিত্তি। এটিই আমাদের জীবন ও বাস্তবতার প্রথম সুর। তিনি একাত্তরে পাকিস্তানী বিহারীদের মতো বিশ্বাসঘাতক আচরণ থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে চলেন, একাত্তরে পাকিস্তানীরা যখন নিরীহ বাঙালির উপর আক্রমণ করেছিল, তখন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী বিহারিরা এদেশের সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার পরও আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং আক্রমণে অংশ নেয়। ওই চরিত্রটা আমরা মনে রেখেছি। ওই মোনাফিকদের মতো কাজ করা আমাদের কাজ হতে পারে না। আমেরিকা আমাদের বিশ্ব নেতৃত্বের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে, আমেরিকা আমাদের জীবিকা দিয়েছে, সূতরাং যেকোনো পরিস্থতিতে আমরা আমেরিকার পক্ষে। এটিই আমাদের স্পষ্ট অবস্থান।

আবু জাফর মাহমুদ ব্রুকলীনে বছরের শেষ মেলার আয়োজন সম্পর্কে বলেন, এই মেলার মাধ্যমে বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন নিজেদের উত্থাণ ঘোষণা দিচ্ছে। বাংলাদেশি সকল ব্যবসায়ীর প্লাটফরম এটি। আমাদের জাতীয় একতার একটি প্রতিচ্ছবি এই মেলা। এই চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকাই আমাদের জাতীয় একতার প্রাণকেন্দ্র। এটিই বাঙালিদের প্রথম 'হাব'। এই ব্রুকলিনেই আমাদের লড়াকু পূর্ব পুরুষরা এসে অনেক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে পাহাড়, সমুদ্র, মহাসমুদ্র পার হয়ে এখানে বসতি স্থাপন করেন। তারাই এখানে বাণিজ্যিক ও সামাজিক অনুকুল পরিবেশ গড়ে তোলেন। এর মধ্য দিয়ে আমাদের বসবাস ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের পথ রচিত হয়।

তিনি প্রবাসের পথ প্রদর্শক বাঙালি পূর্ব পুরুষদের কথা স্মরণ করে বলেন, তাদের বদৌলতেই আমেরিকায় আমাদের সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ আমরা এখানে মূলধারার রাজনীতিতে অবদান রাখতে শুরু করেছি। আমাদের ভাইয়েরা, সন্তানেরা এখানকার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হচ্ছে। তিনি সবার উদ্দেশ্যে বলেন, চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই বহুজাতিক সমাজে সবাইকে প্রতিবেশি ভাবতে হবে। এখানে ফিলিস্তিনীও আছে, ইসরাইলও আছে। এখানে আমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ সংঘাতে জড়ানোর সুযোগ নেই। কোনো উস্কানী দেয়া ও উস্কানীতে সাড়া দেয়া আমাদের কাজ হতে পারে না। আমরা ভালোবাসা ও ঐক্য চাই। আমেরিকা সরকার ও আমেরিকা সবসময় ঐক্যই প্রত্যাশা করে। তাই তারা পৃথিবীর সর্বত্র শান্তির নেতৃত্ব করছে। আমেরিকার এই শান্তিকামী নেতৃত্বের অংশীদার আমরাও।

তিনি ব্রুকলিনের মেলা আয়োজক সবাইকে আজকের দিনের নেতৃত্ব হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এখানকার সবাই বহু বছর আগে থেকে আমার নেতৃত্ব অনুসরণ করেছে, তারা এখন নেতৃত্ব করছে। তাদের এই যোগ্য নেতৃত্বের প্রতি আমারও সমর্থন রয়েছে। তারা সময়ের যোগ্য প্রতিনিধি। তিনি বারংবার ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে বলেন, কোনো সময় যেন আমরা রাজনৈতিক দলীয় সংকীর্ণতা দিয়ে আমাদের বৃহত্তর ঐক্য ও অবস্থানকে খ-িত করে না ফেলি। আমাদের পরিবার ও বাংলাদেশ আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়। এই পরিচয়ের বিশালতা ধারণ করে ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্দ্ধে উঠতে হবে। আত্মপরিচয়ের জায়গাতে সবাই এক থাকতে হবে। একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে। এটিই আমাদের জাতিসত্তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

বছরের প্রথম শৈতপ্রবাহ ও ঠা-া উপেক্ষা করে মৌসুমের শেষ মেলায় দশ হাজারের বেশি নারী পুরুষ উপস্থিত হন। মেলায় খাদ্য, পোশাক ও অলংকারের স্টল সাজিয়ে বসেন বাংলাদেশি প্রবাসীরা। মেলায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলা সঙ্গীতের জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভীন, বাদশা বুলবুলসহ নিউ ইয়র্কের শিল্পী রানো নেওয়াজ, কৃষ্ণা তিথি প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

আপনাদের পরিচয় বাংলাদেশী আমেরিকান, আমেরিকান বাংলাদেশী নয়-নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এডামস

বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হলো আজকালের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

পরিচয়ডেস্ক: বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হলো প্রবাসের জনপ্রিয় বাংলা সাপ্তাহিক আজকালের ১৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র মেয়র এরিক এডামস অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আজকাল পত্রিকার প্রতিষ্ঠার উৎসবকে আলোকিত করে তোলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হল ভর্তি দর্শকশ্রোতার মুর্হুমুহুর করতালির মধ্যে মেয়র বলেন, ১৬টি বছর আজকাল বাংলাদেশি কমিউনিটি বির্নিমানে সাপোর্ট দিয়ে আসছে। সেতুবন্ধন তৈরি করছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে আমেরিকান মুলধারার। আমি সাপ্তাহিক আজকাল ও পত্রিকাটির কর্ণধার শাহ নেওয়াজের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। গত শুক্রবার ২০ অক্টোবর কুইন্সের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনা ব্যানকুয়েটে আজকাল পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করছিলেন। মেয়র বাংলাদেশি কমিউনিটির ভূয়সী প্রসংশা করেন। তিনি বলেন, আপনাদের রুটকে নিশ্চয়ই ভূলবেন না। আমেরিকান বাংলাদেশি নয়। আপনারা বলবেন, বাংলাদেশি আমেরিকান। আপনার রুটকে বুকে ধারন করেই আপনি আমেরিকান। বাংলাদেশি কমিউনিটি পরিশ্রমী, তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন পরিশ্রমেই, তারা কখনোই সারেন্ডার করে না। স্বপ্নকে তারা পরিত্যাগ করে না। তারা ফেইথ ও ফ্যামিলিতে বিশ্বাস করে। এর প্রত্যেকটি আমিও বিশ্বাস করি। এই কমিউনিটি সামনের দিকে এগিয়ে যাবেই।। মেয়র যখন হল ভর্তি মানুষের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখছিলেন তখন তার পাশে ছিলেন আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রানো নেওয়াজ ও তাদের দু সন্তান সাদিয়া নেওয়াজ এবং সাদমান নেওয়াজ । প্রধান অতিথি মেয়র এরিক এডামসের বক্তৃতার আগে আজকাল পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শাহ নেওয়াজ প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সিটির ১১০তম মেয়রকে পেয়ে বাংলাদেশি কমিউনিটি ও আজকাল পরিবার আনন্দিত। শত ব্যস্ততার মধ্যে তার আগমনে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রথম আফ্রিকান আমেরিকান মেয়র এডামসের জন্য এশিয়ান কমিউনিটির অকুণ্ঠ সর্মথন রয়েছে। আগামীতেও তা থাকবে। এরিক এডামস কাজে বিশ্বাসী। তিনি যা প্রতিশ্রুতি দেন তার চেয়ে বেশি কাজ করেন। অতীতের যেকোন মেয়রের চেয়ে তিনি বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে বেশি সম্পৃক্ত। তিনি বাংলাদেশি বান্ধব মেয়র হিসেবে নিজেকে প্রমানিত করেছেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মেয়রের উপদেষ্টা দিলীপ সোহান, এসেম্লিওম্যান জেনিফার রাজকুমার ,স্টেট সিনেটর জন ল্যু ও হাইরাম মনসুরাত। আজকাল পরিবারের পক্ষ থেকে আর বক্তব্য রাখেন আজকালের প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমদ, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রানো নেওয়াজ, বাণিজ্যিক প্রধান আবু বকর সিদ্দিক, সাদিয়া নেওয়াজ ও সাদমান নেওয়াজ।

শুক্রবার বৈরি আবহাওয়ার মধ্যেও আজকালের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কুরআন থেকে তেলোয়াত করেন অধ্যাপক মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ। এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। আজকাল বিভিন্ন সেক্টরে অবদান রাখার জন্য কমিউনিটির ১১ জন ব্যক্তিকে ক্রেষ্ট প্রদান করে। এই পদক প্রাপ্তরা হলেন এটর্নি মইন চৌধুরী, নুরুল আজিম, হারুন ভূঁইয়া, ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক,শাহ জে চৌধুরী, রকি আলিয়ান, নুরুল আমিন বাবু, মাসুদ রানা, বেলায়েত হোসেন ও মোহাম্মদ সাইফ উল্লাহ নাগরা। তারা পরে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী পরিবারের নেতৃবৃন্দ, জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, জাতীয় পার্টি, টাইম টিভি ও প্রথম আলো পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক,ব্যবসায়ী ও শিল্পীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন মোহাম্মদ হোসেন খান, মোর্শেদ আলম, ফকরুল আলম, নাঈমা খান, নাসির আলী খান পল, নিশান রহিম, মোহাম্মদ আলী, আলী ইমাম, আমিন মেহেদি, মইনুল হক চৌধুরী,আকাশ রহমান, ফাহিম জান, আহসান হাবিব, ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, আবুল কাশেম, আশরাফুজ্জামান, আনাফ আলম, সুব্রত বিশ্বাস, শাহাবুদ্দিন, কবি কাজি আতিক, আহমাদ মাযহার, সেলিম হোসেন, শিরীন বকুল, রেখা আহমেদ, অধ্যাপিকা হোসনেয়ারা, রিমি রুম্মান, এবিএম সালেহ উদ্দীন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌস নাজমী, রাজিয়া নাজমী,ফকির ইলিয়াস, জিল্লুর রহমান জিল্লু, জসিম ভূঁইয়া,পারভেজ সাজ্জাদ, কাজী আজম, আবু সাঈদ আহমদ, গিয়াস আহমেদ, সাইফুর রহমান খান হারুন খান, বেবি নাজনীন, রিজিয়া পারভীন, শাহাদত হোসেন রাজু, আব্দুর রহমান, আবু তালেব চান্দু, আব্দুর রহিম বাদশা, কৃষিবিজ্ঞানী আশরাফুজ্জামান, মোর্শেদা জামান, সিরাজ উদ্দীন সোহাগ, সাদেক শিবলী, শামীম আহমেদ, ফজলে রাব্বি, রেজা রশীদ, আব্দুর রশিদ বাবু, আলমগীর খান আলম,ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, মোহাম্মদ আলম নমি, চন্দ্রা রায় ও গোপাল স্যান্নাল।

সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মনজুর আহমেদ, ফজলুর রহমান, কাজি শামসুল হক, আবু তাহের, মোহাম্মদ সাইয়িদ, ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, দর্পন কবির, মিজানুর রহমান মিজান, ইমরান আনসারি, সাহাবুদ্দিন সাগর,আদিত্য শাহিন, রাশেদ আহমেদ,শওকত ওসমান রচি, হাসানুজ্জামান সাকি, সাদিয়া খোন্দকার, শামীম আহমেদ, মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু, আবুল কাশেম, তোফাজ্জল লিটন, মশিউর রহমান মজুমদার, সনজীবন সরকার, শাখাওয়াত হোসেন সেলিম, নিহার সিদ্দিকী, তুষার পিক, শাহ ফারুক, সৌরভ ইমাম, রওশন হক, আফরোজা ইসলাম, শেলি জামান খান, বেলাল আহমেদ, আব্দুল হামিদ ও মোস্তফা অনিক রাজ।

সংগীত পরিবেশন করেন বাদশা বুলবুল, রানো নেওয়াজ ও মোস্তফা অনিক রাজ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

HOME CARE

CDPAP Service

HHA/ PCA Service

Skilled Nursing

GET PAID

TO TAKE CARE OF YOUR FAMILY AND FRIENDS

MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

बिना परिषाण के घर पर अपने लोगो की सेवा करके पैसा कमाए

GANA DINERO CUIDANDO PERSONAS MAYORES DESDE SU CASA

- Salary & Benefits
- Weekly Payments
- Direct Deposit

Please Contact

SHAH NAWAZ MBA

President & CEO

646-591-8396

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 718-476-2026

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115

HILLSIDE AVE. OFFICE
165-23 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-844-2367
Fax: 917-396-4115

JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave,
Jamaica, NY 11432.
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115

Email: Info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে নিউ ইয়র্কের গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশন বন্ধ করে দিলো বিক্ষোভকারীরা

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবি নিয়ে নিউ ইয়র্ক গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল টার্মিনালে সমাবেশ করেন শত শত বিক্ষোভকারী। অতিরিক্ত জনসমাগমের কারণের রেল স্টেশনটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার (২৮ অক্টোবর) এই তথ্য জানিয়েছে মেট্রোপলিটন পরিবহন কর্তৃপক্ষ (এমটিএ)।

গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাল হচ্ছে নিউ ইয়র্ক শহরের পরিবহণ খাতের অন্যতম ব্যস্ত স্টেশন। অতিরিক্ত জনসমাগমের কারণে গণপরিবহন ব্যবহারে যাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাই তাদের বিকল্প পরিবহণ স্টেশন ব্যবহার করার কথা বলেছে এমটিএ। স্টেশনটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

প্রতিবাদী সমাবেশে দেখা গেছে, শত শত ইহুদি ধর্মালম্বী এতে অংশ নিয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই কালো টি-শার্ট পরেছিলেন। তাদের টি-শার্টে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান লেখা ছিল। যেমন, 'ইহুদিরা এখনই যুদ্ধবিরতি চায়', 'আমাদের নামে বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

সমস্যার মূলে যাওয়াই লেখকদের কাজ - গাজা পরিস্থিতি নিয়ে রুশদি

পরিচয় ডেস্ক: জার্মানিতে সদ্যসমাপ্ত ফ্রাঙ্কফুর্ট বই মেলায় পুরস্কার নিতে সশরীরে হাজির হয়েছিলেন বিখ্যাত ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ-আমেরিকান উপন্যাসিক বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

এক্সে সঞ্চয় করা যাবে টাকা, খোলা যাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

পরিচয় ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (টুইটারের নতুন নাম) একটি ব্যাংক চালু করার চিন্তা করছেন এর মালিক ধনকুবের ইলন মাস্ক। বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

বিশ্বজুড়ে মানুষ ২৪ ঘণ্টা কীভাবে কাটায়, জানালেন গবেষকেরা

পরিচয় ডেস্ক: পৃথিবীতে একটি দিনের দৈর্ঘ্য ২৪ ঘণ্টা। মানুষ সে ২৪ ঘণ্টাকে কাজ, ঘুম, পড়ালেখা ও খেলাধুলায় কীভাবে কাজে লাগায় তাতে ভিন্নতা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞানীরা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

বিএনপি-পুলিশ সংঘর্ষে রণক্ষেত্র ঢাকা, প্রতিবাদে রোববার (২৯ অক্টোবর) হরতাল

পরিচয় ডেস্ক: শনিবার (২৮ অক্টোবর) ঢাকা ছিল রণক্ষেত্র। মুখোমুখি সংঘর্ষে পুলিশ ও বিএনপি। প্রাণ গেল এক পুলিশ সদস্যের। আহত ১৫ সাংবাদিক। পণ্ড মহাসমাবেশ। প্রতিবাদে রোববার (২৯ অক্টোবর) হরতাল।

দীর্ঘদিন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি চলার পর হঠাৎ করেই উত্তাপ ছড়িয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রাজপথে। শনিবার মহাসমাবেশ শুরুর আগেই পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন বিধএনপির কর্মীরা। এর জের ধরে বিএনপির মহাসমাবেশ অনেকটাই পণ্ড হয়ে যায়। বিএনপি কর্মীরা প্রধান বিচারপতির বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

কিশোরকে যৌন নির্যাতনের দায়ে নিউ ইয়র্কে এক বাংলাদেশী গ্রীনকার্ডধারী গ্রেফতার

পরিচয় রিপোর্ট: ১৪ বছরের কম বয়সী এক কিশোরকে যৌন নির্যাতনের দায়ে প্রায় এক বছর জেল খাটার পর দোষী সাব্যস্ত হয়ে ৪০ বছর বয়স্ক যুক্তরাষ্ট্রের গ্রীনকার্ডধারী এক বাংলাদেশি নাগরিককে নিউ ইয়র্কে গ্রেফতার করেছে যুক্তরাষ্টের ইমিগ্রেশ্রান এন্ড কাষ্টমস এনফোর্সমেন্ট দপ্তরের এনফোর্সমেন্ট এন্ড রিমুভাল অপারেশনস (ইআরও) কর্তৃপক্ষ। তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্টের ইমিগ্রেশ্রান বিধি অনুযায়ী যথারীতি রিমুভাল প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে বলে ইমিগ্রেশ্রান এন্ড কাষ্টমস এনফোর্সমেন্ট দপ্তরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। তবে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত বাংলাদেশীর বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

আর লুকোচুরি নয় এবার গুগল ম্যাপে জানুন সঙ্গীর অবস্থান

পরিচয় ডেস্ক: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ডেস্ক : গুগল ম্যাপ সবার জীবনকেই সহজ করেছে। এখন অপরিচিত কোনো স্থানে যাওয়া কঠিন কিছু না। সঙ্গে একটি স্মার্টফোন বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির ৫ অভ্যাস

পরিচয় ডেস্ক: মানুষের মনে দুশ্চিন্তা আসবেই। কিন্তু এই দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। কারণ অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা আমাদের মন ও শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এর কারণে সৃষ্ট হতে পারে গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা। তাই দুশ্চিন্তাকে দূরে সরিয়ে বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

ঢাকায় রাজনৈতিক সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর শনিবার (২৮ অক্টোবর) বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় রাজনৈতিক সহিংসতার নিন্দা বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

আমেরিকাকে বলেছি, ভয় দেখিয়ে লাভ নাই- পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের জন্য অর্থ নিয়ে আসতে বলা হয়েছে জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

মেয়েরা সহজেই ৫ স্বভাবের পুরুষের প্রেমে পড়ে যান

পরিচয় ডেস্ক: অনেক ছেলে পছন্দের সঙ্গী খুঁজে পান, আবার অনেকে অপেক্ষায় থাকেন। কারণ সেই যুবকরা বুঝতে পারেন না যে কেন তাঁরা পছন্দের সঙ্গী বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO
OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8584
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

কর্ণফুলী ট্রাভেলস
হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com

Khalil's
SPECIAL FOOD
ANYWHERE IN THE USA
Available in
ORDER NOW
khalilsfood.com

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

Wasi Choudhury & Associates LLC
INCOME TAX • ACCOUNTING • TAX AUDIT • BUSINESS SET UP
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
Member:
Cell: 718-440-6712
Tel: 718-205-3460, Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
37-22, 61st Street, 1st FL, Woodside, NY 11377

Sarder Multi Services
Nuruzzaman Sarder, CEO
Sarder Tax & Accounting Inc.
TAX SERVICES: Individual/Personal Tax • Self Employed Tax
• Current Year/Prior Years (Amendment of Tax File)
ইমিগ্রেশন: Petition for Relatives • Apply for Citizenship Certificate
• Apply for Naturalization • Affidavit of Support • Green Card Renewal
sardertax2020@gmail.com
Sarder Driving School
DMV Express Service
New Plate Registration & Title Duplicate
Registration Surrender Plate
In Transit Plate
Address Change
License Renewal
TLC Renewal
Customize Plate
DDC Defensive Driving Course
আপনি কি বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে চান?
small world Choice Authorized Agent
আমরাই সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
আপনি কি বাংলাদেশে যেতে চান?
বিদেশ
আমরাই দিচ্ছি সবচেয়ে কমমূল্যে টিকেট
MEGA HOME REALTY INC.
BUY & SELL
আপনি কি বাড়ি ক্রয়/বিক্রয় করতে চান, তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
37-47 73rd Street, Suite# 207, 2nd Floor (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Ph: 917 379 4125
Open 7 DAYS A WEEK